গৈরিক পতাকা

শ্রীনন্দকুমার গরাই

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি-এম্ লাইব্রেরী
৬১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য দেড় টাকা

প্রবাসী প্রেস
১২০।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

বাঙলার যৌবন-আন্দোলনের ঋত্বিক, কারারুদ্ধ নেতা

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর

উদ্দেশে—

নিবেদন

মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজীর স্মৃতি আজ তরুণ বাঙালীর প্রাণে যে প্রেরণা এনে দেয়, তাই অবলম্বন করে আমি 'গৈরিক পতাকা' রচনা করলুম। ইতিহাস থেকে এর উপাদান নিয়ে, ঐতিহাসিক ঘটনাও সংস্থাপন করেছি—কিন্তু বাধ্য হয়ে ঐতিহাসিক পাত্র-পাত্রীদের সকল নাম গ্রহণ করতে পারিনি,—কল্পিত চরিত্রের অবতারণাও করেছি।

এই নাটকখানি অভিনয়ের দিক দিয়ে সফল করে তোলবার জন্য মনোমোহনের কর্ত্তৃপক্ষ আর অভিনেতৃগণ যে শ্রম করেছেন, তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। তার জন্য তাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু, নাচঘর-সম্পাদক, সুবিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় এই বইয়ের গানগুলি রচনা করে দিয়ে বন্ধুত্বের বন্ধনের উপরেও আমায় ঋণজালে জড়িয়ে রাখলেন। ইতি—

বিনীত

পরিচয়

পুরুষ

রামদাস স্বামী—শিবাজীর দীক্ষাগুরু
শিবাজী—মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা
তানাজী—শিবাজীর প্রধান সহচর
রঘুনাথ—শিবাজীর সৈন্যাধ্যক্ষ
পেশোয়া—
রণরাও—মুক্তিব্রত মহারাষ্ট্র যুবক
শম্ভাজী—শিবাজীর পুত্র
বিশ্বনাথ—শিবাজীর সেনানী
হীরাজী—শিবাজীর অনুচর
জীবনরাও— ঐ
গঙ্গাজী— ঐ
শাহজী—শিবাজীর পিতা
আদিল শাহ্—বিজাপুরের সুলতান
ঘোড়ফড়ে—শাহজীর বন্ধু
রণদুল্লা খাঁ—বিজাপুরের সৈন্যাধ্যক্ষ
মুরার পন্ত—বিজাপুরের অমাত্য
আলি শাহ্—বিজাপুরের নাবালক সুলতান
আফজল খাঁ—বিজাপুরের সৈন্যাধ্যক্ষ
মুলানা আহম্মদ—কল্যাণের শাসনকর্ত্তা
ঔরংজেব—ভারত সম্রাট
জয়সিংহ
যশোবন্ত সিংহ — ঐ সেনাপতি
শায়েস্তা খাঁ
দিলীর খাঁ
জাফর খাঁ—ঐ মন্ত্রী
পোলাদ খাঁ—ঐ কোতোয়াল
কুমার রামসিংহ—জয়সিংহের পুত্র
চন্দ্ররাও—জাবলীর অধিপতি
সূর্য্যরাও— ঐ ভ্রাতা
নাগরিকগণ, মাওলাগণ, প্রতিহারীগণ, অমাত্যগণ ইত্যাদি ইত্যাদি

স্ত্রী

জিজাবাঈ—শিবাজীর জননী
বীরাবাঈ—চন্দ্ররাওয়ের কন্যা
শ্যামলী—বীরাবাঈয়ের সখী
মেহের—মুলানা আহম্মদের পুত্রবধূ
বেগম—বিজাপুরের বেগম
মরিয়ম—বীজাপুর-বেগমের বাঁদী
নর্ত্তকীগণ, পুরনারীগণ, স্ত্রী-সৈনিকগণ, প্রতিহারিণী ইত্যাদি

মনোমোহন থিয়েটার

প্রথম রজনীর অভিনেতৃগণ

শনিবার, ১৩ আষাঢ়, ১৩৩৭

অধ্যক্ষ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ
শিক্ষক——ঐ ও শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

সঙ্গীত শিক্ষক—শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
নৃত্য শিক্ষয়িত্রী—শ্রীমতী নীহারবালা
স্মারক—শ্রীপাঁচকড়ি সান্যাল
রঙ্গ পীঠাধ্যক্ষ—শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী
হারমোনিয়াম বাদক—শ্রীচারুচন্দ্র
সঙ্গতি—শ্রীবনবিহারী পান
সজ্জাকর—শ্রীঅভয়পদ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়
শ্রীবিভূতিভূষণ দে

রামদাসস্বামী—শ্রীপশুপতি সামন্ত
শিবাজী—শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
তানাজী—শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রঘুনাথ—শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
পেশোয়া—শ্রীবনবিহারী পাল
রণরাও—শ্রীজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
শম্ভাজী—শ্রীমতী প্রমীলাবালা ও শ্রীমতী প্রমোদিনী
বিশ্বনাথ—শ্রীঅভয়াপদ গঙ্গোপাধ্যায়
হীরাজী—শ্রীহরিদাস ঘোষ
জীবনরাও—শ্রীকালীচরণ গোস্বামী
গঙ্গাজী—শ্রীঅনিলচন্দ্র বিশ্বাস
শাহজী—শ্রীসন্তোষকুমার দাস
আদিল শাহ্—শ্রীবিজয়কার্ত্তিক রায়
ঘোড়ফড়ে—শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ

রণদুল্লা খাঁ—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
মুরার পন্ত—শ্রীহীরালাল দাস
'আলি শাহ্—শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু
আফজল খাঁ—শ্রীপশুপতি সামন্ত
মুলানা আহাম্মদ—শ্রীহরিদাস ঘোষ
ঔরংজেব—শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়
জয়সিংহ—শ্রীসন্তোষকুমার দাস
যশোবন্ত সিংহ—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
শায়েস্তা খাঁ— ঐ
দিলীর খাঁ—শ্রীবিজয়কার্ত্তিক রায়
জাফর খাঁ—শ্রীললিতকুমার মিত্র
পোলাদ খাঁ—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
কুমার রামসিংহ—শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু
চন্দ্ররাও—শ্রীললিতকুমার মিত্র
সূর্য্যরাও—শ্রীকালীপদ গোস্বামী

জিজাবাঈ—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী
বীরাবাঈ—শ্রীমতী নীহারবালা
শ্যামলী—শ্রীমতী সরযূবালা
মেহের - শ্রীমতী শেফালিকা
বেগম—শ্রীমতী নিভাননী
মরীয়ম—শ্রীমতী বীণাপাণি

নর্ত্তকীগণ—শ্রীমতী আশালতা, শ্রীমতী সেফালিকা, শ্রীমতী মণিবালা, শ্রীমতী প্রফুল্লবালা, শ্রীমতী প্রমিলাবালা, শ্রীমতী প্রমোদিনী, শ্রীমতী অন্নদাময়ী, শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী, শ্রীমতী তারকবালা, শ্রীমতী গিরিবালা, শ্রীমতী দেবলা, শ্রীমতী মলিনা, শ্রীমতী বিদ্যুৎলতা, শ্রীমতী জ্যোতিকণা, শ্রীমতী চারুবালা, শ্রীমতী নিরুপমা, শ্রীমতী বীণাপাণি।

গৈরিক পতাকা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভবানীর মন্দির। শিবাজী মন্দিরের পাদদেশে একখানি শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি দিকচক্রবালে প্রসারিত। শিবাজীর পশ্চাতে তানাজী দণ্ডায়মান। মন্দিরের চূড়ার পিছন দিয়া অস্তগামী সূর্য্য পাহাড়ের গায়ে আত্মগোপন করিতেছে।

শিবাজী। তানাজী!

তানাজী। মহারাজ!

শিবাজী। মহারাজ নই বন্ধু—আমি শিব্বা, তোমার বাল্য-সহচর শিব্বা।

তানাজী। আমার বাল্য-সহচর শিব্বা, আমার দেশের, আমার জাতির রাজা—এ কি আমার পক্ষে গৌরবের কথা নয়?

শিবাজী। কিন্তু সামান্য জায়গীরদারকে মহারাজ বল্লে তাকে যে ব্যঙ্গ করা হয়!

তানাজী। শিবাজীকে যারা জানে না, চেনে না, সামান্য জায়গীরদার বলে তারা তাঁকে উপেক্ষা করতে পারে; কিন্তু তানাজী

জানে পতিত এই জাতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করবে যে শক্তি, তা বেড়ে উঠ্‌ছে শিবাজীকে আশ্রয় ক'রে। সেই শক্তির পূর্ণবিকাশ যেদিন হবে, সেই দিন সমগ্র মহারাষ্ট্র সমস্বরে রাজ-রাজেশ্বর বলেই তাঁকে অভিনন্দিত করবে।

শিবাজী তানাজীর দুইহাত চাপিয়া ধরিয়া আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন

শিবাজী। একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, হৃদয়ের কোন আকাঙ্ক্ষাই তোমার কাছে গোপন রাখব না। কিছুই তোমার কাছে গোপন রাখতে পারিওনি বন্ধু। আজ স্বীকার করছি—আমি রাজ্য চাই, শক্তি চাই, সমগ্র জাতিটাকে স্বেচ্ছামত গ'ড়ে তোলবার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে চাই।

কিয়ৎকাল উভয়েই নীরব রহিলেন

হাঁ বন্ধু, আমি রাজ্য চাই,—নিজের ভোগের জন্য নয়, বংশ প্রতিষ্ঠার জন্যও নয়,—হিন্দুজাতিকে, মানব-সভ্যতার বিশিষ্ট একটি ধারাকে সঞ্জীবিত, অব্যাহত রাখবার জন্য আমি চাই সম্পদ, আমি চাই শক্তি, আমি চাই প্রভুত্ব। দাদোজী কোণ্ডদেবের সঙ্গে বিজাপুর থেকে পুণায় আসবার সময় আমি কি দেখেছি জান?

তানাজী। কি দেখেছ?

শিবাজী। দেখেছি—অসহায় এই জাতির প্রতি শাসনের নামে কি উপদ্রবই নিত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আর কেমন করেই জাতির প্রতিটি মানুষ মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে নীরবে নিত্য তাই

সহ্য করছে। প্রজার সর্ব্বস্ব শোষণ ক'রে নিয়ে রাজ-ঐশ্বর্য্য জাঁকিয়ে তোলবার জন্য—একদিকে দাক্ষিণাত্যের ত্রিধা-বিভক্ত শক্তি, আর একদিকে মোগলের সর্ব্বগ্রাসী লালসা যে নিষ্ঠুর লীলা প্রকট করছে, দাদোজীর নির্দ্দেশে, আমি তা সবই দেখতে পেয়েছি। প্রজা খেতে পায় না, অথচ নিজাম-সাহী, কুতুবশাহী, আদিল-শাহী ঐশ্বর্য্য বংশানুক্রমে বৃদ্ধি পায়, মোগলের বিলাস-বন্যার মতই দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত এই দেশের বুকের ওপর দিয়ে পঙ্কিল প্রবাহ বইয়ে দেয়। দেখেছি—শান্তি-প্রতিষ্ঠার নামে রাজপ্রতিনিধি গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেয়, খাদ্য অর্থ লুণ্ঠন করে, ক্ষেত্রের শস্য বিধ্বস্ত করে, মন্দিরের বিগ্রহের করে অবমাননা। দুঃখ কেবল তারই জন্য নয় তানাজী,—দুঃখ এই জন্য যে, সমগ্র জাতি এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করছে,—দু'দশ বছর নয়—শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ;—পীড়ণের দণ্ড কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলে দেবার জন্য একখানি সবল বাহুও কেউ বাড়িয়ে দেয় না, অথচ পারে—তারাই পারে—এই অমানুষিকতা অসম্ভব করে ফেলতে, এই অত্যাচারের অবসান করতে।

সূর্য্য ডুবিয়া গেল। পুরোহিত মন্দিরের বৃহৎ ঘণ্টা বাজাইতে লাগিলেন। পুরনারীরা আরতির উপাদান লইয়া মন্দিরে সমবেত হইলেন। তাঁহাদের পুরোভাগে শিবাজী-জননী জিজাবাঈ। তাঁহারা সকলে সিঁড়ি বাহিয়া মন্দিরে উঠিয়া গেলেন।

আমি তাই শক্তির আরাধনা করছি, আমি তাই তৈরি করতে চাইছি এম্নি একটা জাতি, যারা মানুষের মতো নিজেদের সকল অধিকার আয়ত্ত ক'রে ধরণীর বুকে বেড়ে উঠ্‌তে পারে। তারই জন্য আমার রাজ্যের প্রয়োজন।

তানাজী। সে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে শিব্বা। ভবানীর শক্তি নিয়ে ধরায় তুমি এসেছ বন্ধু, মায়ের আশীর্ব্বাদ লৌহকবচের মতোই তোমায় সর্ব্বদা রক্ষা করছে, তোমার জয় অনিবার্য্য।

আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। শিবাজী ও তানাজী হাঁটু গাড়িয়া সেইখানে বসিলেন। মন্দিরে পুরনারীরাও তদবস্থায় রহিলেন। আরতি শেষ হইলে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে।

শিবাজী। তানাজী! দূরে ওই যে অস্পষ্ট মনুষ্যাকৃতি মূর্ত্তি সব দেখা যাচ্ছে, ওসব কি তানাজী?

তানাজী। মাওলা প্রজারা ভবানীর আরতি দেখছে।

শিবাজী। আমার মাওলা প্রজারা?

তানাজী। হাঁ শিব্বা।

শিবাজী। কিন্তু অত দূর থেকে কেন?

তানাজী। কাছে আসতে সাহসী হয়নি ব'লে

শিবাজী। তানাজী?

তানাজী। কি বন্ধু!

শিবাজী। রাজ্য-প্রতিষ্ঠার আয়োজন করতেই কি আমার চরিত্রের এত বড় পরিবর্ত্তন হয়েছে?

তানাজী। তোমার প্রশ্ন ত আমি বুঝ্‌তে পারছি না শিব্বা!

শিবাজী। শুনেছি—রাজত্ব মানুষের মনুষ্যত্ব হরণ করে, আমারও কি মনুষ্যত্ব আজ হৃত? আমারও মুখে-চোখে কি এম্নি নির্ম্মমতার, এম্নি বীভৎসতার ভাব ফুটে উঠেছে যে, প্রজারা ভয়ে ভয়ে দূরে থাকে, কাছে আসে না? আমি চাই না, চাই না তানাজী—মানুষকে দূরে ঠেলে রেখে রাজত্বের স্বর্ণ-সৌধ গড়ে তুলতে। রাজত্বের চেয়ে মানুষ বড়—অনেক বড়। দাদোজীর কাছে এই শিক্ষাই আমি পেয়েছি। আর তা সত্য বলেই বুঝেছি।

তানাজী। তোমার রাজ্যে মানুষ বড় হয়েই থাকবে শিব্বা। তোমার রাজত্ব মানুষের মনুষ্যত্ব হরণ করে' মানুষের প্রয়োজন উপেক্ষা করে গড়ে উঠ্‌বে না—মনুষ্যত্বকেই আশ্রয় করে' তার রূপ নেবে, মনুষ্যত্বের সম্প্রসারণ হবে তার কাজ।

শিবাজী তানাজীর দুইহাত জড়াইয়া ধরিলেন

শিবাজী। তা'হলে ডাক, ডাক বন্ধু, আমার ওই মাওলা প্রজাদের—যারা অপরিচিতের মতো, অধিকারহারার মতো, সসঙ্কোচে দূরে সরে রয়েছে! তাদের ডেকে নিয়ে এস মায়ের এই মন্দিরে। তারা জেনে যাক, বুঝে যাক যে, তারা পর নয়,—

তারা উপেক্ষিত নয়—ভবানীর সন্তান তারা, শিবাজীর ভাই-বোন।

তানাজী মাওলাদের উদ্দেশ্যে চলিয়া গেলেন। শিবাজী ক্ষিপ্রপদে মন্দিরের সিঁড়ি আরোহণ করিয়া জননী জিজা-বাঈকে ডাকিলেন

মা!

জিজাবাঈ অগ্রসর হইয়া শিবাজীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শিবাজী মায়ের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। জিজাবাঈ পুত্রের চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিলেন

জিজাবাঈ। কি হয়েছে শিব্বা?

শিবাজী। শুধু তোমার শিব্বাকেই আদর করলে চলবে না, মা। তানাজীর সঙ্গে তোমার আরো সব সন্তান আসছে। ওদেরও আশীর্ব্বাদ করতে হবে। ওরা কারা, জান মা? ওরা আমারই মাওলা প্রজারা। ওরাই আমার জন্য যুদ্ধ জয় করে, আমার জন্য সকল দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নেয়, আমার জন্য প্রাণ বলি দেয়! অথচ মায়ের মন্দিরের ত্রিসীমার মাঝে আসবার অধিকারও ওদের নেই!

জিজাবাঈ। মায়ের মন্দিরে আসবার অধিকার সকলেরই রয়েছে শিব্বা।

শিবাজী। কিন্তু ওরা তা জানে না। অধিকারহারা অভাগারা ভুলে গেছে যে, মায়ের কাছে ধনী-দরিদ্রের ভেদ নেই, সবল-দুর্ব্বলের পার্থক্য নেই। মায়ের মন্দিরে দাঁড়িয়ে তুমি

মা, ওদের এই কথাটিই আজ বুঝিয়ে দাও যে, তোমার শিব্বার যে অধিকার রয়েছে, তা থেকে মহারাষ্ট্রের কোন সন্তানই বঞ্চিত নয়।

জননী ও পুত্র মন্দির-সোপানে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ছিলেন। তানাজীর আমন্ত্রণে মাওলা নর-নারীরা আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইল, সকলে এক সঙ্গে জিজাবাঈ ও শিবাজীর উদ্দেশ্যে প্রণতি করিল। জিজাবাঈ সোপান বহিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন।

জিজাবাঈ। এত দেরী করে সব কেন এলে? আরতি যে কখন শেষ হয়ে গেছে। রোজ যখন স্থ্যি ডুবে যাবে, তখনই আরতি স্বরু হবে—এই কথা মনে রেখে রোজ কিন্তু তার আগেই এসে এখানে জড়ো হবে।

১ম মাওলা। আরতি আমরা দেখেছি। রোজই দেখি।

জিজাবাঈ। আরতি দেখেছ? রোজই দেখ?

২য় মাওলা। হাঁ মা, ওই হোথায়, ওই টিলার আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে রোজই আমরা আরতি দেখি।

৩য় মাওলা। আজ মহারাজ দেখে ফেলেছেন।

১ম মাওলা। আমরা ভেবেছিলাম, অন্ধকারের সঙ্গে আমরা মিশেই থাকব, মহারাজ দেখতেও পাবেন না।

২য় মাওলা। আর কখনও এমনটি করব না মা!

জিজাবাঈ। না, আর কখনো এমনটি করো না। মায়ের আরতি লুকিয়ে কেন দেখতে হবে? মায়ের সন্তান তোমরা—

মন্দিরে উঠে মাকে প্রণাম করবে, মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করবে, মাতৃনাম গাইবে—তবে তো পাবে মায়ের আশীর্ব্বাদ।

১ম মাওলা। কিন্তু—আমরা যে গরীব।

জিজাবাঈ। গরীব বুঝি মায়ের সন্তান নয়?

দ্বিতীয়। আমরা যে চাষী!

জিজাবাঈ। যারা চাষ করে তারা বুঝি মায়ের দুধে বড় হয় না?

তৃতীয়। তাহলে মা, আমরা আসব?

জিজাবাঈ। রোজই আসবে।

প্রথম। লুকিয়ে থাকব না?

জিজাবাঈ। না।

দ্বিতীয়। একেবারে মন্দিরে গিয়ে উঠব?

জিজাবাঈ। উঠবে বৈ কি।

। পুরুত ঠাকুর বকবে না?
মহারাজ রাগ করবেন না?

প্রথমা নারী। বামুনরা শাপ-মুন্যি দেবে না?

দ্বিতীয়া নারী। বামুনদের ছুঁয়ে দিলে ছেলে-পুলের অকল্যাণ হবে না?

জিজাবাঈ। ওরে না, না, না। মায়ের সন্তান সবাই সমান। শিবাজী তোমাদের ভাই—তোমরা কেউ ত ছোট নও।

সকলে। জয় শিবাজী মহারাজের জয়!

প্রথম। ওরে চল্ চল্ মহাজের সামনেই একবার ভবানী-মাকে প্রণাম করে আসি।

সকলে সোপান বাহিয়া উপরে উঠিল। জিজাবাঈ তাহাদের সঙ্গে মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন। পুরোহিত তাহাদিগকে নির্ম্মাল্য দিলেন, জিজাবাঈ প্রসাদ বিতরণ করিলেন।

তানাজী। মহারাজ!

শিবাজী। কে তানাজী?

তানাজী। এবার খুশী হয়েছ?

শিবাজী। না।

তানাজী। তবু নয়!

শিবাজী। না তানাজী। মন্দিরে আসবার অধিকার ওরা স্বাধিকার বলে গ্রহণ করতে পারল না—কৃপার দান বলেই মনে করল! আমি চাই ওরা ওদের অধিকার বুঝুক, সেই অধিকার আয়ত্ত করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হোক্। কেউ যদি তা থেকে ওদের বঞ্চিত রাখতে চায়, তাহলে তার টুঁটি ওরা চেপে ধরুক। কৃপাকণা কুড়িয়ে কুড়িয়ে ওরা ওদের ভিতরের শক্তি সঙ্কুচিত করে ফেলেছে—ওরা পূর্ণ হোক্, মুক্ত হোক্।

পেশোয়া শ্যামরাও নীলকণ্ঠ ও রঘুনাথপন্ত প্রবেশ করিলেন

পেশোয়া। মহারাজ!

শিবাজী। আসুন পেশোয়া।

পেশোয়া। রঘুনাথ এক দুঃসংবাদ বহন করে এনেছে মহারাজ।

শিবাজী। কোন দুর্গ অধিকারচ্যুত হয়েছে ?

রঘুনাথ। না মহারাজ !

শিবাজী। কোন সেনানীর পতন ?

পেশোয়া। না মহারাজ, তার চেয়েও দুঃসংবাদ—প্রভু শাহজী আজ বন্দী।

শিবাজী। বন্দী ! পিতা বন্দী !

পেশোয়া। হাঁ মহারাজ, রঘুনাথ সেই দুঃসংবাদই নিয়ে এসেছে।

শিবাজী। কে তাঁকে বন্দী করলে ?

রঘুনাথ। বিজাপুর-দরবার। মহম্মদ আদিল শাহের প্ররোচনায়, বাজী ঘোড়ফড়ে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে প্রভুকে বন্দী করেছেন।

শিবাজী। বাজী ঘোড়ফড়ে ! পিতা যাকে ভাইয়ের মত ভালবাসতেন ?

রঘুনাথ। হাঁ মহারাজ, বিশ্বাসঘাতক সেই ঘোড়ফড়ে।

শিবাজী উত্তেজিতভাবে চারিদিকে পরিক্রমণ করিলেন, তারপর রঘুনাথ পন্তর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন

শিবাজী। রঘুনাথ !

রঘুনাথ। আদেশ করুন মহারাজ !

শিবাজী। বিশ্বাসঘাতক এই ঘোড়ফড়েকে শাস্তি দেবার ভার আমি তোমার উপর অর্পণ করলুম।

রঘুনাথ। যথা আজ্ঞা।

তানাজীর কাছে গেলেন।

শিবাজী। বিজাপুর জয় করা কি অসম্ভব তানাজী ?…রোস, রোস…
মাকে সংবাদ দাও তানাজী।

তানাজী মন্দিরে চলিয়া গেলেন

পেশোয়া। মহারাজ !

শিবাজী। একটু অপেক্ষা করুন পেশোয়া…আমি প্রস্তুত ছিলুম না…
একটু অবসর দিন।

শিবাজী এক খণ্ড পাথরের উপর বসিয়া ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিলেন। মন্দিরে যাহারা ছিল, তাহারা অন্য পথ দিয়া চলিয়া গেল। জিজাবাঈ দ্রুত নামিয়া আসিতে লাগিলেন

বিশ্বাসঘাতক বাজী ঘোড়ফড়ে আর অকৃতজ্ঞ আদিল শাহ…

জিজাবাঈ পুত্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই শিবাজী আবেগকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন

মা, মা, পিতা বন্দী। আমি এখানে দুর্গের পর দুর্গ অধিকার ক'রে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা করছি, আর বিজাপুরে একান্ত অসহায়ের মতো পিতা আমার বন্দী !

জিজাবাঈ। বীরপুত্রের কাছে এ কি এত বড় দুঃসংবাদ, যে, সে তার কর্ত্তব্য স্থির করতেও অসমর্থ ?

শিবাজী। সন্তানের প্রতি অবিচার করো না মা ! বিজাপুর আমি ধূলোর সাথে মিলিয়ে দেব।

জিজাবাঈ। শিব্বা !

শিবাজী। আশীর্ব্বাদ কর মা, যেন পিতাকে মুক্ত করে' অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে আবার তোমার কোলেই ফিরে আসতে পারি।

জিজাবাঈ। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজয়ী হও। কিন্তু বিজাপুর আক্রমণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর শিব্বা।

শিবাজী। সে কি মা? পিতা বন্দী, আর আমি তার মুক্তির চেষ্টায় বিরত থাকব!

জিজাবাঈ। অসহিষ্ণু হয়ো না শিব্বা। ভুলো না, অকারণে, বিনা অপরাধে মারহাঠার কত সেবক তোমার পিতার মতোই আজ শক্তিমানের কারাগারে বন্দী। তুমি হয় ত তোমার সর্ব্বশক্তি নিয়োগ ক'রে তোমার পিতাকে মুক্ত করতে পার; কিন্তু তোমার মত পুত্র নাই যাদের, তারা কি মুক্তি পাবে না?

শিবাজী। বিজাপুর ধ্বংস করে' সকলের মুক্তির ব্যবস্থাই ত আমি করতে চাই।

জিজাবাঈ। আর মোগল? তুমি কি মনে কর শিব্বা, যে, তোমার দুর্গশ্রেণীর প্রতি মোগলের লোলুপদৃষ্টি নিবদ্ধ নেই? তুমি কি মনে কর শিব্বা, তুমি বিজাপুর আক্রমণ করলে মোগল দূর থেকে তোমাদের বীরত্বই শুধু দেখবে, আর সেই বীরত্বের তারিফ করবে? বিজাপুরের উৎপীড়নে উত্তেজিত হয়ে আজ তুমি এমন কিছু করতে পার না শিব্বা, যাতে ক'রে মহারাষ্ট্রের মুক্তির পথ দুর্গম হয়ে ওঠে। সব চেয়ে বেশী করে আজ যা আমাদের চাই, তা হচ্ছে ধৈর্য্য আর সংযম।

শিবাজী। কিন্তু পিতা যখন বন্দী······

জিজাবাঈ। বন্দী কে নয় শিব্বা? দুর্ভাগা এই দেশে—কারাগারের ভিতরে বা বাইরে যে যেখানেই রয়েছে, সে-ই ত বন্দী,

সে-ই ত লাঞ্ছনা সইছে, নির্য্যাতন ভোগ করছে। সন্তান তুমি, পিতার মুক্তির জন্য স্বতই ব্যাকুল হয়ে উঠবে—কিন্তু ভুলো না, তুমি শুধু সন্তান নও,—তুমি রাজা! প্রজাসাধারণের মুক্তির ব্যবস্থাও তোমাকেই করতে হবে।

শিবাজী। তা তো করবই মা। কিন্তু তার আগে আমি পিতার মুক্তি চাই, আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে আমি বিজাপুরকে আঘাত করতে চাই।

জিজাবাঈ। কোন্ অধিকারে শিব্বা? তোমার পিতা বন্দী বলেই কি তুমি সমগ্র মহারাষ্ট্রকে বিপন্ন করতে পার? আমি জানি, মহারাষ্ট্রের বীর সন্তানেরা তোমার মুখের কথাতেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে ছুটে যাবে, মহারাজ শিবাজীর পিতার জন্য প্রাণ দিতে তারা দ্বিধাবোধ করবে না। কিন্তু মহারাষ্ট্রকে বিপন্ন ক'রে তুমি পার না তার সন্তানদের তোমার নিজ স্বার্থ-রক্ষায় নিয়োগ করতে। মহারাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে তোমার পিতা এতটুকুও সাহায্য করেন নি,—তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছেন বিজাপুরের উন্নতি-প্রচেষ্টায়। তিনি বন্দী থাকলে মহারাষ্ট্রকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে না, কিন্তু তাঁর মুক্তির চেষ্টায় মহারাষ্ট্র যদি শক্তি ক্ষয় করে, তা হলে জাতির মুক্তির দিন যে পিছিয়ে যাবে শিব্বা!

শিবাজী। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) মা!

জিজাবাঈ। শিব্বা!

শিবাজী। কেমন করে এমন পাষাণে বুক বাঁধলে মা?

জিজাবাঈ। শুধু মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য। ওরে শিব্বা! আমি পাষাণী নই। তবে বেদনার আঘাত আমায় কর্ত্তব্য ভোলাতে পারে না, তাই মনে হয় আমি কঠোর, হৃদয়হীন।

পেশোয়া। বিজাপুর আক্রমণ করলে তার ফল ভালো নাও হতে পারে মহারাজ! আক্রান্ত হলে আদিল শা, প্রভু শাহজীকে আরো পীড়ণ করতে পারে—হয় ত···

শিবাজী। বুঝেছি পেশোয়া! পাষণ্ড, পিতাকে হত্যা অবধি করতে পারে।

পেশোয়া। সে আশঙ্কাও রয়েছে মহারাজ।

। অকৃতজ্ঞ আদিল শার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়।

চিন্তা করিয়া

পেশোয়া, আমি মোগলের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করব। আপনি আজই আগ্রায় সম্রাট সাজাহানের কাছে লোক পাঠান। বন্ধুত্বের বিনিময়ে আমি চাই কেবল পিতার মুক্তি—অন্য কোন সর্ত্ত আমার নেই। যান পেশোয়া, আগ্রায় লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

পেশোয়া ও রঘুনাথ প্রস্থান করিলেন

মা! বিজাপুর আমাদের যেমন শত্রু, মোগলও তেম্নি। কিন্তু বিজাপুর দুর্ব্বল, তাই আগে তারই শক্তি হরণ করতে হবে। তারপর—তারপর দেখা যাবে, রাজপুতনার গৌরবহারী, সমগ্র ভারত-বিজয়ী মোগল কত শক্তি ধরে!

দ্বিতীয় দৃশ্য *

(জাবলীর একটি উদ্যান)

গান গাহিতে গাহিতে বীরাবাঈ প্রবেশ করিল

এই কাননের ফুল নিয়ে যাও
আমার আঁচল থেকে,
এস পথিক কমল-কুঁড়ির
পরাগ-আতর মেখে !
এস তরুণ হাওয়ার মত,
চাঁদের চোখের চাওয়ার মত,
নিশীথ-বাঁশীর গাওয়ার মত,
স্বপন-ছবি এঁকে।
আমার অশ্রুরাশি দিয়ে,
আমার সুখের হাসি দিয়ে,
আমার জীবন-মরণ দিয়ে,
রাখব তোমায় ঢেকে।

[গান শেষ হইলে শ্যামলী প্রবেশ করিল।

শ্যামলী। অভিসারিকে, এবার ঘরে চল—কান্ত আর এলো না।

বীরা। কেন এল না সই ?

শ্যামলী। কেন, কে জানে ? হয় ত—

কোথাকার কুঞ্জবনে সখা তোর কোকিল হয়ে
করে গান—কোন্ রূপসীর নিশিদিন যায় লো বয়ে।

বীরা। দেখ্ শ্যাম্‌লি!

শ্যামলী। শ্যামলীর অপরাধ কি! বল্লুম, স্বয়ম্বরা হও। গরীবের কথা বলেই ত উপেক্ষা করলে, এখন—

> সে দিন যখন বলতে গেলাম ফিরিয়ে নিলে কান,
> মিথ্যে এখন ঠোঁট ফোলানো, অশ্রুজলে স্নান!

বীরা। তুই যদি ফের্ আমায় জ্বালাবি, তাহলে আমি চলে যাব।

শ্যামলী। সেইটিই ত আমি চাইছি সখি। বেলা অনেক হয়ে গেল, আর ত এখানে থাকা চলে না।

বীরা। না, আমি যাব না।

শ্যামলী। তা কি আমি জানিনে সই? কিন্তু চিন্তিত হয়ো না···ওই দিকটায় একবার দৃষ্টি হান ত···ওই দূরে···আরে বাঃ বাঃ খাসা বীর পুরুষটি আসছে ত!

বীরা। আমি চল্লুম।

শ্যামলী। তাও কি হয় সই! আমিই সরে যাচ্ছি।

বীরা। আঃ শ্যাম্‌লি, কি যে করিস্? চল্ ওই কুঞ্জের আড়ালে লুকিয়ে থাকি।

শ্যামলী। এ বেশ প্রস্তাব। দেখব অথচ দেখা দোব না—অপরাধীকে দেবো সাজা, কিন্তু নিজে লুটে নোব মজা,—প্রেমের এই ত লক্ষণ!

> অজানা কোন্ বুক-বাগানে সই লো, আমার সই!
> পীতম তোমার তুলচে কুসুম—পষ্টকথা কই।

বীরা। আবার!

শ্যামলী। আচ্ছা আর নয়। এই বেলা চল। শেষটায় এসে পড়বে, যাওয়া আর হবে না।

বীরা দুই চার পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন

[illegible]। কি হ'ল ?

বীরা। না শ্যামলি, তুই-ই যা। যদি দেখতে না পেয়ে চলে যায় ? যদি এ-দিক পানে না আসে ?

শ্যামলী। তাহলে ঘরে ফিরে—

কুমুদিনীর মুখ না দেখে,—
চাঁদ যদি যায় অস্তাচলে ডাগর আঁখির দৃষ্টি থেকে,
তাহ'লে সই অভিমানে, এগিয়ে গিয়ে ঘরের পানে
দগ্ধ উদর স্নিগ্ধ করো পান্তাভাতে তেঁতুল মেখে।

বীরা না তুই চল্।

শ্যামলী বীরাবাঈয়ের হাত ধরিয়া কুঞ্জের পিছনে চলিয়া গেল। রণরাও প্রবেশ করিলেন এবং কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সোজা চলিয়া যাইতে লাগিলেন। শ্যামলী বাহিরে আসিয়া পিছন হইতে ডাকিল

শ্যামলী। বলি ও বীরপুরুষ !

রণরাও। [ফিরিয়া] কে ! শ্যামলী !

শ্যামলী। সন্দেহ হচ্ছে ?

রণরাও। তুমি !

শ্যামলী। একা নই, সখিও সঙ্গে রয়েছে,—ওই কুঞ্জের আড়ালে।

রণরাও। শ্যামলী ! আমার একটি কথা শুনবে ?

শ্যামলী। সখির কত কথাই ত দিবারাত্র শুনি, আর তোমার একার একটি মাত্র কথা একবারও শুনব না ?

রণরাও। শ্যামলী, তোমার সখিকে বুঝিয়ে বোলো, আমাদের আর দেখা হবে না।

শ্যামলী। কিন্তু সখী যে এখানেই রয়েছেন। তুমি নিজেই বলে যাও।

রণরাও। শ্যামলী, তুমি আমার কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছ না। এতদিন যে খেলা খেলছিলুম, আজ তা শেষ করবার সময় এসেছে।

শ্যামলী। রণরাও !

রণরাও। আমি পরিহাস করছিনে, শ্যামলী। আমার একথা সত্য। সত্য বলেই ত আমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারছিনে।

বীরাবাঈ কুঞ্জের পিছন হইতে ডাকিল

বীরাবাঈ। শ্যামলী !

শ্যামলী। ওই যে সখি এদিকেই আসছে।

রণরাও। বীরা ! আমায় ক্ষমা কর বীরা, আমায় ভুলে যাও বীরা। তোমার আর আমার পথ এক নয়,—ভিন্ন। জীবনে কোন নারীকে আমি সঙ্গিনী করতে পারি না।

বীরাবাঈ শ্যামলীর কাঁধে ভর করিয়া দাঁড়াইল

শ্যামলী। বেশ ত নূতন অভিনয় !

রণরাও। অভিনয় নয়, অভিনয় নয় শ্যামলী। আমি নূতন জীবনের সন্ধান পেয়েছি। সে জীবন প্রণয়ের মর্য্যাদা দিতে পারে

না,—প্রেমের প্রতিদান বলে তাতে কিছু নেই। সে জীবনের সাধনা বড় কঠোর, বড় নির্ম্মম তার দাবী।

শ্যামলি। হেঁয়ালি রেখে স্পষ্ট কথা বল রণরাও। সখি বড় ভয় পেয়েছেন।

রণরাও। স্পষ্ট করেই বলছি শ্যামলী, কাল থেকে আমার নব-জীবন সুরু হয়েছে। কাল আমি নবমন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছি। প্রতিজ্ঞা করেছি, পতিত এই জাতির কল্যাণ-কামনায় জীবনের সকল সুখ-স্বার্থ বিসর্জ্জন দোব।

শ্যামলী। কার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছ বীর?

রণরাও। সে কথা আমি বলতে পারব না শ্যামলী—তবে পুণায় মহারাজ শিবাজী যে মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছেন, সেই যজ্ঞে হয় ত আমায় জীবন আহুতি দিতে হবে।

বীরা ধীরে ধীরে বেদীর উপর গিয়া বসিল এবং ফুলগুলি ছড়াইয়া ফেলিতে লাগিল

শ্যামলী। মহারাজ শিবাজী ত বিবাহিত। তাঁর সেনাপতিরাও শুনেছি কেউ কুমার নন—

রণরাও। তা সত্য শ্যামলী—কিন্তু সত্যিকারের শক্তিমান যাঁরা, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। আমি ত সে শক্তি অর্জ্জন করতে পারিনি, তাই আমায় সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

শ্যামলী। আমরাই কি সাধনার বিঘ্ন?

রণরাও। তা জানি না শ্যামলী। আমি শুধু জানি, আজ জাতির পক্ষে প্রয়োজন হয়েছে এম্নি সব যুবক, যারা সকল রকম

কোমল ভাব বর্জ্জন করে বজ্রের মত নির্ম্মম হয়ে কর্ম্ম-স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মহারাষ্ট্র যদি তেমনি যুবকদের সাড়া না পায়, তাহলে দুর্গের পর দুর্গ জয় করেও শিবাজী মহারাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে পারবেন না। এ সব কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারছ কি না জানি না শ্যামলী।

শ্যামলী। বুঝতে পারি না বলেই ত গোটাকত প্রশ্ন করেতে চাই। জবাব দেবে?

বীরা। শ্যামলী!

শ্যামলী। একটুখানি অপেক্ষা কর সই। তুমি কি ঠিক জান রণরাও, যে, মহারাষ্ট্র বিশেষ করে চায় তাঁর যুবকদেরই—মহারাষ্ট্রের যুবতীদের কাছে তার দাবী কিছুই নেই, তাদের সে সহজেই উপেক্ষা করতে পারে?

রণরাও। না, না, শ্যামলী, মহারাষ্ট্রের যুবতীদের এ সাধনায় যোগ দিতে হবে না। তারা থাক্ সন্ধ্যা-প্রদীপের মত মহারাষ্ট্রের গৃহ-মন্দির আলো ক'রে, রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্ত তাদের স্থান নয়।

শ্যামলী। কোমলতা যদি জীবনের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়ই হয় রণরাও, তাহলে কোমলতা নিয়ে মারহাঠী তরুণীরা জীবনধারণ করবে কিসের আশায়?

বীরা। শ্যামলী, তর্ক করিসনি। জীবনের সাধনা থেকে কাউকে ভ্রষ্ট করতে আমি চাই না। তুই চল্, ঘরে চল্।

রণরাও। এমন করে আমার কাছে থেকে বিদায় নিয়ো না বীরা।

শ্যামলী। রণরাও, সত্যই মারাঠা নারী কি এম্নি অপদার্থ, এতই

অপ্রয়োজনীয় যে, ইচ্ছা করলেই তাকে জীবনের পথ থেকে যে-কোন মুহূর্তে সরিয়ে ফেলা চলে? কে তোমায় বলে ছিল রণরাও, বীরাবাঈয়ের হৃদয় জয় করতে? কে তোমায় সেধেছিল রণরাও, বীরাবাঈয়ের চরণে প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করতে? দীন ভিক্ষুকের মতো এক বিন্দু করুণা লাভের জন্যই দিনের পর দিন যে আকুতি নিয়ে বীরা-বাঈয়ের পিতৃগৃহে তুমি উপস্থিত হতে, শ্যামলীর তা অজানা নেই। প্রথমে অনুকম্পা জাগিয়ে, পরে হৃদয় জয় করে আজ যে তুচ্ছ একটা কারণ দেখিয়ে তুমি একটি নারী-জীবন একে-বারে ব্যর্থ করে দিয়ে চলে যাবে—তা ত হতে পারে না রণরাও!

বীরাবাঈ। শ্যামলী! শ্যামলী!

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল

শ্যামলী। বীরা, বোন, মারাঠা নারী যে পুরুষের খেলার পুতুল নয়, নিজের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের শক্তি ও অধিকারও যে তার আছে, সে কথা বিস্মৃত হয়ো না। দেখ কাপুরুষ তোমার কীর্ত্তি!

রণরাও। কাপুরুষ নই শ্যামলী! আমি আজ নিজ হাতে যেন আমার হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলেছি। মহারাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য আমার জীবনের সব চেয়ে যা প্রিয়, সব চেয়ে যা মূল্যবান, তাই আজ পরিত্যাগ করছি।

শ্যামলী। মহারাষ্ট্রের মঙ্গল! মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা রণরাও! আমরা নারী বলেই এই কথা আজ তুমি আমাদের বোঝাতে চাও যে, জাতির মঙ্গল-সাধনে নারীর কল্যাণ-স্পর্শের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন—তা প্রত্যাখ্যান করা। তুমি আশা কর, তোমার একান্ত এই মিথ্যা কথাকে সত্য মনে ক'রে মারহাঠা নারী অস্পৃশ্যের মতো জাতির মুক্তি-পথ থেকে দূরে সরে দাঁড়াবে?

বীরাবাঈ। শ্যামলী, অপমানের বোঝা আরো ভারি হয়ে উঠলে আমি তা বইতে পারব না। আমায় নিয়ে চল্, নিয়ে চল্ শ্যামলী!

। শোন রণরাও! মারাঠা নারী আমি, আজ এই কথাই তোমায় বলে যাচ্ছি যে, শক্তির সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে একদিন নারীর সাহায্য তোমাদের ভিক্ষে করেই পেতে হবে—আর সেই দিন বুঝতে পারবে, জাতির বিজয়াভিযানে মারহাঠা নারীর স্থান পুরুষের পিছনে নয়,—পুরুষের পাশেই। এস বোন।

শ্যামলী বীরাবাঈয়ের হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া গেল। রণরাও কিছুক্ষণ তাহাদের দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নত মস্তকে অপর দিকে চলিয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

বিজাপুরের কারাগার। বন্দী শাহজী গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। যে কক্ষে তাঁহাকে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে, তাহার চারিদিকে পাথরের দেয়াল গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। বাহিরে আরো প্রস্তরখণ্ড এবং গাঁথিবার মশলা জমা রহিয়াছে।

শাহজী। শিব্বা, ভবানীর কাছে প্রার্থনা, সাধনায় তুমি সিদ্ধি লাভ কর। অকৃতজ্ঞতা, আর অমানুষিকতা অভিশাপের মত দেশের রাজশক্তিকে পেয়ে বসেছে, জাতিকে তুমি তা থেকে মুক্ত কর। সারা জীবন সমস্ত শক্তি দিয়ে বিজাপুরের সেবা করলুম, আর তার প্রতিদানে পেলুম এই নির্য্যাতন, এই লাঞ্ছনা। আমার মুক্তির বিনিময়ে এরা চায় আমার পুত্রের বশ্যতা—আশা করে, অকৃতজ্ঞতার এই পরিচয় পেয়েও আমি নিজের জন্য পুত্রের সাধনা, জাতির ভবিষ্যৎ—সবই ব্যর্থ করে দোব। জীবনের গোধূলিলগ্নে উপনীত আমি, কিসের আশায়, কোন দুর্ল্লভ বস্তুর আকাঙ্ক্ষায় আমার শিব্বার, আমার বংশের, আমার জাতির গৌরবের পাত্রের সম্মুখে হীন গোলামীর আদর্শ স্থাপন করব?

বাজী ঘোড়ফড়ে প্রবেশ করিল, শাহজী সরিয়া গেলেন

ঘোড়ফড়ে। বন্ধু শাহজী, তোমার এই নির্য্যাতন আমি আর সইতে পারছি না। শিব্বা ছেলেমানুষ, অপরাধ হয় ত করে

ফেলেছে। তুমি প্রতিশ্রুতি দাও যে, ভবিষ্যতে সে শিষ্ট হয়ে থাকবে, তাহলেই তুমি মুক্তি পাবে। (শাহজীর কোন জবাব না পাইয়া) আমার ওপর রাগ কর কেন বন্ধু! আমি বিজাপুরের নিমক খাই—রাজ-আদেশ ত অমান্য করতে পারি না।

শাহজী মুক্ত বাতায়নের সম্মুখে আসিলেন

শাহজী। বিশ্বাসঘাতক!

ঘোড়ফড়ে। ঘোড়ফড়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি বন্ধু—সে তার রাজার আদেশ পালন করেছে। (রাজার আদেশ পেলে তুমিই কি আমায় বন্দী করতে না, বন্ধু?) সম্মত হও শাহজী, প্রতিশ্রুতি দাও যে, তোমার পুত্র বিজাপুরের বশ্যতা মেনে নেবে।

শাহজী। বার বার এই ঘৃণিত প্রস্তাব নিয়ে তুমি আমার কাছে এসে উপস্থিত হও কিসের জন্য বিশ্বাসঘাতক?

ঘোড়ফড়ে। আমার এই প্রস্তাব তুমি এত হীন বলে কেন মনে কর বন্ধু? সারা জীবন তুমি নিজে বিজাপুরের সেবা করেছ,—হীন কাজ ত কর নি। তোমার পুত্রও যদি সেই কাজ করে, তা হ'লে তাও হীন কাজ হবে না। (রাজা আমায় তোমার মত জানতে পাঠিয়েছেন।) তোমার রাজার প্রতি অগাধ বিশ্বাস, বন্ধু। শুধু তোমার মুখ থেকে ওই কথাটি শুনতে পেলেই তিনি তোমায় মুক্ত করে দেবেন।

শাহজী। তোমার রাজাকে গিয়ে বল বিশ্বাসঘাতক, শাহজী পুত্রের বশ্যতার বিনিময়ে মুক্তি ক্রয় করতে চায় না।

ঘোড়ফড়ে। শুধু আমারই রাজা নন, তোমারও বটে। তোমার পুত্র বিদ্রোহ করেছে, কিন্তু তোমার রাজভক্তি যে আমাদের

শাহজী। যাও, যাও প্রবঞ্চক, আমায় ক্ষিপ্ত করে তুলো না।

শাহজী আবার সরিয়া গেলেন

ঘোড়ফড়ে। আমায় আর যেতে হলো না বন্ধু, অমাত্যগণসহ রাজা নিজেই এদিকে আসছেন।

মুরারপন্ত, রণদুল্লা খাঁ প্রভৃতি অমাত্যগণসহ বিজাপুরাধিপতি আদিল শাহ প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে জনকত রাজমিস্ত্রী এবং প্রহরী।

আদিল শাহ্। শাহজী সম্মত হয়েছেন ?

ঘোড়ফড়ে। ঘোড়ফড়ে বিশ্বাসঘাতক ; সুতরাং তার কোন কথাই শাহাজী শুনতে চান না।

আদিল শাহ্। বেশ ! আমরাই প্রশ্ন করব। রণদুল্লা খাঁ !

রণদুল্লা খাঁ। জনাব !

আদিল শাহ্। শাহজীকে বলুন যে, আমরা তাঁকে দেখা দিতে এসেছি।

রণদুল্লা খাঁ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি কাছে পৌছিবার পূর্ব্বেই শাহজী দেখা দিলেন

শাহজী। বন্দীর অভিবাদন গ্রহণ করুন জাঁহাপনা !

আদিল শাহ্। শাহজী! আমাদের বাধ্য হয়ে আপনাকে বন্দী করতে হয়েছে। আপনার পুত্র আমাদের রাজ্য আক্রমণ করে আমাদের একাধিক দুর্গ অধিকার করেছে। আমাদের বিশ্বাস, আপনি আপনার পুত্রকে এই রাজদ্রোহিতা থেকে নিরস্ত করবার কোন চেষ্টাই করেন নি।

শাহজী। জাঁহাপনা অবগত আছেন যে, বিজাপুরের কল্যাণ-কামনা ব্যতীত আমার অন্য কোন চিন্তা নেই।

আদিল। আমাদের এতদিন সেই বিশ্বাসই ছিল। কিন্তু আমাদের সন্দেহ হয়েছে যে, আমরা হয় ত অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করেছি।

শাহজী। আমি বিশ্বাসহন্তা, এই কি আপনার অভিযোগ?

আদিল। আপনার পুত্রের এই কাজের প্রতি আপনার সহানুভূতি আছে?

শাহাজী। আছে জাঁহাপনা।

আদিল। আপনি অপরাধ স্বীকার করছেন?

শাহজী। পুত্র পতিত একটা জাতিকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছে, সে চেষ্টা সফল হোক, পিতার এই প্রার্থনা যদি অপরাধ হয়,— তাহলে আমি অপরাধী।

আদিল। আপনার পুত্রকে আপনি এই কাজে উৎসাহ দিয়েছেন?

শাহজী। না জাঁহাপনা।

আদিল। তাকে নিষেধও করেন নি?

শাহজী। না জাঁহাপনা।

আদিল। কেন ?

শাহ্‌জী। আমি জানতুম না। যখন শুনতে পেলুম, তখনই আপনারা আমায় বন্দী করলেন।

আদিল। আজ যদি আপনাকে মুক্তি দান করি, তাহ্‌লে কি আপনি শিবাজীকে সংযত রাখবার চেষ্টা করবেন ?

শাহজী। জাঁহাপনা! পিতার কোন কর্ত্তব্য কখনো আমি পালন করিনি। বিগত দ্বাদশবর্ষকাল পরিবারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই আমি রাখিনি। নিজের চেষ্টায় পুত্র আমার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছে, সমগ্র মারহাঠার গৌরবের পাত্র হয়ে উঠেছে, আর এখন কোন্ অধিকারে আমি তাকে বলব তার আদর্শ ত্যাগ করতে ?

আদিল। আমরা যুক্তি চাই না শাহজী—আমরা চাই যে, আমাদের আদেশ পালিত হোক্।

শাহ্‌জী। এ আদেশ, আমি পালন করতে পারব না।

আদিল। অমাত্যগণ! শাহ্‌জীর মুক্তির জন্য আপনারা অধীর হয়ে উঠেছিলেন—এবার বুঝলেন যে, শাহজী রাজদ্রোহী।

রণদুল্লা। জাঁহাপনা, শাহজী সত্য কথাই বলেছেন। শক্তিমান শিবাজীকে হুকুম করবার কোন অধিকারই এখন তাঁর নেই।

মুরারপন্ত। ছেলেরা পিতাদের কথা আর শোনে না জাঁহাপনা।

আদিল। রাজ্যশাসনভার যে দিন আপনাদের উপর অর্পিত হবে, সেদিন আপনাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা মত আপনারা কাজ

করবেন। আপাতত বিনাতর্কে আমাদের আদেশ পালনে সহায়তা করলেই আমরা প্রীত হব।

ঘোড়ফড়ে। জাঁহাপনার প্রীত্যর্থে আমরা জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত।

আদিল। শাহজী! আমি শেষবার জিজ্ঞাসা করছি, আপনি রাজদ্রোহী শিবাজীকে সংযত করবেন কি না?

শাহজী। বার বার ভুল বলবেন না জাঁহাপনা। শিবাজী কোন দিনই আপনার প্রজা ছিল না, সুতরাং সে রাজদ্রোহী হতে পারে না। শিবাজী বিজাপুরের দুর্গ জয় করেছে, বিজাপুরের শক্তি থাকে বিজাপুর তা কেড়ে নিক।

আদিল। আপনি আমাদের কোনরূপ সহায়তা করতে সম্মত নন?

শাহাজী। শিবাজীর বিরুদ্ধে যদি বিজাপুর যুদ্ধ ঘোষণা করে, আর জাঁহাপনা যদি আমাকেই আদেশ করেন সেই যুদ্ধের সৈনাপত্য গ্রহণ করতে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি তাও করতে সম্মত জাঁহাপনা—কিন্তু আমি নিজে বিজাপুরের ভৃত্য বলে পুত্রকেও তার দাসত্ব বরণ করে নিতে বলতে পারব না।

আদিল। আমরা আদেশ করলেও না?

শাহজী। না…ঈশ্বরের আদেশেও নয়।

আদিল। বেশ! তাহলে আমাদের দণ্ডাদেশ গ্রহণ কর কাফের।

শাহজী। দাস প্রস্তুত জাঁহাপনা।

আদিল। রাজদ্রোহের অপরাধে তোমাকে আমরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলুম।

শাহজী। এবার বুঝতে পারলুম, জাঁহাপনা সত্যই আমায় স্নেহ করেন।

আদিল। ব্যঙ্গের প্রয়োজন নেই কাফের।

শাহজী। ব্যঙ্গ নয় জাঁহাপনা। মৃত্যু আমার মুক্তি—আপনি হয় ত বুঝতে পারবেন না যে, মৃত্যুই শাহজীর মুক্তি। আমি ভেবেছিলুম, প্রতিহিংসাপরায়ণ বিজাপুরাধিপতি বুঝি মরণ অবধি আমায় এই কারাগৃহেই আবদ্ধ রাখবেন।

আদিল। তাই রাখব শাহজী।

শাহজী। তাহলে, তাহলে কি মৃত্যুদণ্ড প্রত্যাহার করলেন জাঁহাপনা?

আদিল। না, না কাফের! প্রাচীরগাত্রে গবাক্ষের মতো এই যে মুক্ত স্থান রয়েছে, তাও পাথর দিয়ে আজ গেঁথে দোব। রুদ্ধ ওই স্বল্প পরিসর কারাগৃহের আর কোথাও এতটুকু ছিদ্র রাখিনি শাহজী। খাদ্যের অভাবে, আলোর অভাবে, বায়ুর অভাবে, রুদ্ধ ওই কক্ষতলে পলে পলে তুমি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। অনাহারক্লিষ্ট ক্ষীণ তোমার কণ্ঠস্বর পৃথিবীর কোন প্রাণীর কানেও পৌছুবে না, মৃত্যুর ছায়া পতিত তোমার সেই বীভৎস মূর্তি কারো দৃষ্টিপথে পতিত হবে না—সকলের অজ্ঞাতে তোমার কঙ্কালসার দেহ জীবনের শেষ শক্তিটুকু হারিয়ে ওইখানে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকবে!

শাহজী। অকৃতজ্ঞ!

আদিল। আমরা শাহজীর প্রতি স্নেহবান, না, বাজীসাহেব!

ঘোড়ফড়ে। জাঁহাপনা!

আদিল। আমাদের আদেশ কিরূপ ছিল?

ঘোড়ফড়ে। জাঁহাপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে।

ঘোড়ফড়ের ইঙ্গিতে রাজ-মিস্ত্রীরা অগ্রসর হইল এবং প্রাচীরের মুক্ত স্থানে পাথর গাঁথিতে লাগিল।

সরজা খাঁ। জাঁহাপনা, এই দৃশ্য আমাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে?

আদিল। সেইরূপই আমাদের অভিপ্রায়।

মুরারপন্ত। কিন্তু আমাদের অপরাধ?

আদিল। অপরাধ কিছুই নয়। আপনারা শাহজীর বন্ধু, শেষ সময়ে তাঁকে পরিত্যাগ করবেন না।

রণদুল্লা খাঁ। যদি আমরা কোন অপরাধ করে থাকি, আমাদের শাস্তি দিন জাঁহাপনা।—কিন্তু এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেখবার দণ্ড থেকে আমাদের অব্যাহতি দিন।

আদিল। তারও প্রয়োজন আছে রণদুল্লা খাঁ। আপনারা দীর্ঘকাল বিজাপুর-দরবারে কাজ করছেন, আদিল শাহ্‌কে চেনেন নি। আদিল শাহ্ তার ভৃত্যদের বশ্যতা চায়, তাদের উপদেশ চায় না। শাহজীকে জিজ্ঞাসা করুন, সে মত পরিবর্ত্তন করেছে কি না।

শাহজী। শাহজী প্রাণের মায়ায় পুত্রের অপকার করে না।

রণদুল্লা খাঁ। জাঁহাপনা, নতজানু হয়ে আমরা প্রার্থনা করছি, শাহজীকে অন্য শাস্তি দিন—বিজাপুরের উপর খোদার অভিশাপ টেনে আনবেন না।

আদিল। আমাদের কি এম্নি আরো দুইটি কারাকক্ষ তৈরি করতে হবে সরজা খাঁ? বাজীসাহেব!

ঘোড়কড়ে। জাঁহাপনা!

আদিল। কার্য্য সমাপ্তপ্রায়। শাহজীকে শেষবার জিজ্ঞাসা করুন।

ঘোড়কড়ে। বন্ধু শাহজী! সম্মত হও, জাঁহাপনার আদেশ পালনে সম্মত হও শাহজী। আমাদের সকলের অনুরোধ—

শাহজী। তোমার রাজাকে বল বিশ্বাসঘাতক, শাহজী ক্ষত্রিয়, রাজপুত রক্ত তার ধমনীতে প্রবাহিত, পুত্র তার শিবাজী—মৃত্যুকে সে ভয় করে না।

আদিল। রুদ্ধ কারাকক্ষে বীরত্ব দেখাবার অনন্ত অবসর তুমি পাবে শাহজী। আমরা তোমায় সেই সুযোগই দান করলুম।

প্রতিহারী প্রবেশ করিল

প্রতিহারী। জাঁহাপনা, মোগল-দূত দ্বারে অপেক্ষা করছেন।

আদিল। মোগল-দূত! তা এখানে কেন?

প্রতিহারী। তিনি বল্লেন, এখুনি তাঁকে আগ্রায় ফিরে যেতে হবে।

দূতের প্রবেশ

দূত। জাঁহাপনা, অনধিকারপ্রবেশের অপরাধ নেবেন না। সম্রাটের আদেশ-পত্র গ্রহণ করুন। আপনি এই আদেশ পালন করতে সম্মত আছেন কি না, তাই জেনে এখুনি আমায় আগ্রায় ফিরে যেতে হবে।

মোগল দূত আদেশ পত্র দিল। আদিল শাহ্ পত্র গ্রহণ করিয়া পড়িতে লাগিলেন

আদিল। শিবাজী বীর কি না জানি না—কিন্তু সে চতুর। চলুন মোগল-দূত, আমরা পত্র লিখে দিচ্ছি যে, সম্রাটের আদেশ সদাই শিরোধার্য্য। রণদুল্লা খাঁ! শাহজী মুক্ত।

আদিল শাহ্ ও মোগল-দূত বাহির হইয়া গেলেন

চতুর্থ দৃশ্য

পথ

কয়েকজন সাধারণ লোক পথ চলিতে চলিতে থামিয়া দাঁড়াইল

১ম। যাই-ই বল বাবা, বাহাদুরী আছে। বড় বড় কেল্লাদারদের ঘোল খাইয়ে কেল্লার পর কেল্লা দখল করে নিচ্ছে।

২য়। লোকটা শুনেছি বহুরূপী।

৩য়। বহুরূপী কি রকম?

২য়। একটিবার দেখে স্বরূপ বোঝা যায় না—কখনো কালো, কখনো ফর্সা, আবার কখনো বা একেবারে নবজলধর শ্যাম!

১ম। আর দুর্গের পর দুর্গ যে জয় করছে, তা ওই বহুরূপী সেজেই।

৩য়। কি রকম বল ত শুনি।

২য়। কখনো ঘেসেড়া হয়ে দিনের বেলায় দুর্গে ঢুকে পড়ে রেতে

করে রাহাজানি—কখনো একেবারে সন্ন্যাসী ঠাকুর, এই জটা, এই দড়ি, খট্টাং মট্টাং বচন—দুর্গে যাওয়া আর দুর্গাধিপকে একেবারে মন্ত্রশিষ্য করে ফেলা !

৩য়। তাই বল। নইলে যুদ্ধ করে—ঢাল তরোয়াল দিয়ে লড়ে ?—উঁহু হতো না—কিছুতেই হতো না।

১ম। কেন হতো না শুনি ?

২য়। হাঁ হে, কেন হতো না বল ত !

৩য়। কি করে হবে বল ? একটা তাঁবু পড়ল না, কুচ-কাওয়াজ কিছুই কোন দিন দেখলুম না—অথচ শুনছি দুর্গই জয় করছে, দুর্গই জয় করছে !

৩য়, ২য়। আমরা যখন যুদ্ধ করতুম ··

১ম। তোমরা আবার যুদ্ধ করতে নাকি ?

২য়। করতুম না ! ঘোরতর যুদ্ধ করতুম।

১ম। কবে ?

২য়। যবন যখন সিন্ধুপারে এসেছিল, তখন আমার পূর্ব্বপুরুষরা মানুষের মাথা দিয়ে গেণ্ডুয়া খেলেছিলেন।

৩য়। হাঁ, ঠিক কথা। তখন তাঁদের পায়ের চাপে পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল।

১ম। আর, তারো আগে—

৩য়। বল্ তারও আগে······?

২য়। তারও আগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ পবন-নন্দন···হুঁহু বাবা, শাস্তর টাস্তর ত পড়নি !

৩য়। শাস্ত্র আর পড়তে হবে না, ওদিকে শস্ত্রপাণি সৈনিক আসছে, দেখতে পাচ্ছ ?

২য়। ওরে বাবা, সত্যিই ত রে !

১ম। কেন ? তোমার পূর্ব্বপুরুষরা না মানুষের মাথা দিয়ে গেণ্ডুয়া খেলতেন—তুমিও একবার সেই খেল্‌টা দেখিয়ে দাও না ওস্তাদ !

২য়। না ভাই, তামাসা নয়। দেখতে পাচ্ছ, ওরা কাকে যেন বন্দী করে নিয়ে আসছে—পেছনে আবার একখানি শিবিকা।

৩য়। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে বেগাড় খাটাবে। চল্, কাছে কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে কাণ্ডটা কি তাই দেখা যাক্।

১ম। বুদ্ধিমানের মতোই কথা কয়েছ দাদা। চল, তাই-ই যাই।

নাগরিকরা ডান দিক দিয়া প্রস্থান করিল। বাঁ দিক দিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ মুলানা আহম্মদকে টানিতে টানিতে একদল মারাঠা সৈনিক প্রবেশ করিল। পিছনে শিবিকা

বিশ্বনাথ। এইখানে একটু বিশ্রাম কর।

মুলানা আহাম্মদ। কাফেরের কাছে করুণা প্রত্যাশা করি না। যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি…আত্ম-বলি দিতে পারিনি—তাই পীড়ন আমার প্রাপ্য। কিন্তু আমার পুত্রবধূ…স্বামীহীনা ওই বালিকা…ওর মর্য্যাদা রক্ষা করবার শক্তি থেকে আমায় বঞ্চিত ক'রো না খোদা !

মেহের। [শিবিকাভ্যন্তর হইতে] আমার জন্য চিন্তিত হবেন না

বাবা। আমার মর্য্যাদা রক্ষা করবার উপায় আমার কাছেই আছে।

মুলানা আহাম্মদ। কি সে উপায় মা?—আত্মহত্যা!

মেহের। সে ব্যবস্থাও করে রেখেছি।

মুলানা আহাম্মদ। মা! মা!

শিবিকার দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলেন। সৈনিককরা বাধা দিল

বিশ্বনাথ। খবরদার! মুলানা আহাম্মদ, তুমি ভুলে যাচ্ছ, তুমি আমাদের বন্দী। আমাদের অনুমতি ব্যতীত কারু সঙ্গে কথা কইবার অধিকার তোমার নেই।

মুলানা আহাম্মদ। মা, হস্তপদ আমার বদ্ধ, কণ্ঠও ওরা শাসনে রোধ করতে চায়...অসহায় অক্ষম আমি...তবুও বলে রাখছি মা, আমার অজ্ঞাতে অন্তিম উপায় অবলম্বন করো না। শিবাজী যদি সত্যিই শয়তান হয়...

বিশ্বনাথ। খবরদার!

মুলানা আহাম্মদ। তাহলে আমি তোমায় অনুমতি দোব...হাঁ মা, স্থিরভাবে অনুমতি দোব...তখন সে আদেশ দিতে কণ্ঠ আমার একটুও কেঁপে উঠবে না, চোখে আমার এক ফোঁটাও জল দেখা দেবে না, বুক থেকে একটি দীর্ঘশ্বাসও বাইরে বেরুবে না।

বিশ্বনাথ। বন্দীকে আগে নিয়ে যাও...শিবিকার সঙ্গে আমি তোমাদের অনুগমন করছি।

সৈনিকগণ চল সাহেব, চল।

সৈনিকরা মুলানা আহাম্মদকে টানিতে লাগিল

মুলানা আহাম্মদ। মা, আমাকে এরা তোমার কাছেও থাকতে দেবে না। ভেবেছিলুম তোমার মর্য্যাদা রক্ষার শেষ চেষ্টা করে আত্মবলি দোব···কিন্তু তা আর হলো না, তোমায় একেবারে অসহায় রেখেই আমায় যেতে হলো।

মেহের বাবা, আমি অসহায় নই। মুসললান কুলবধূ জ্ঞানে তার শক্তি কোথায়। আপনি নিশ্চিন্ত মনে যান বাবা।

মুলানা আহাম্মদ। আর যদি দেখা না হয়—

মেহের। ইহলোকে না হয়, পরলোকে হবে। আপনার পুত্র ত সেইখানেই অপেক্ষা করছেন।

মুলানা আহাম্মদ। মা! মা!

বিশ্বনাথ। নিয়ে যাও।

সৈনিকরা জোর করিয়া মুলানা আহাম্মদকে লইয়া গেল

বিশ্বনাথ। কল্যাণ জয় করিছি, কিন্তু তার শাসনকর্ত্তা হতে পারিনি। সারাটা জীবন শুধু আদেশ পালন করবার জন্য পাহাড়ে অরণ্যে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছি। এবার চাই শান্তিতে দিন ক'টা কাটাতে, একটুখানি আরামে থাকতে। যে সম্পদ আমি এই শিবিকায় নিয়ে যাচ্ছি, তা উপঢৌকন পেলে

মহারাজ প্রীত হয়ে আমার প্রার্থনা অবশ্যই পূর্ণ করবেন। এই, পাল্কী উঠাও। আমার অনুসরণ কর।

বিশ্বনাথের পিছনে পিছনে বাহকরা
শিবিকা লইয়া চলিল

পঞ্চম দৃশ্য

শিবাজীর দরবার। শিবাজী সিংহাসনে বসিয়া আছেন,
পাত্রমিত্র সকলেই চিন্তামগ্ন।

শিবাজী। বিজাপুরের দুরভিসন্ধির সকল কথা আপনারা অবগত নন। আমি সংবাদ পেয়েছি, আদিল শাহ্ আমাকে কৌশলে বন্দী করবার অভিপ্রায়ে জাবলীর চন্দ্ররাওয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আমি যদি বুঝতুম যে, আমার আত্মসমর্পণের ফলে মহারাষ্ট্রের মঙ্গল হবে, তাহলে তাই-ই আমি করতুম। কিন্তু মহারাষ্ট্রের বর্ত্তমান অবস্থায় মহারাষ্ট্র আমাকে বলি দিতে পারে বলে আমার বিশ্বাস নয়।

পেশোয়া। মার্জ্জনা করবেন মহারাজ। বিজাপুরের অভিসন্ধি অবগত ছিলুম না বলেই বিজাপুর আক্রমণে মত দিতে আমি দ্বিধাবোধ করেছিলুম।

শিবাজী। বিজাপুর আক্রমণের অভিসন্ধি আপাতত আমারও নেই পেশোয়া। কেন-না তার প্রয়োজন এখনও উপস্থিত হয় নি। আমি চাই জাবলীর চন্দ্ররাওকে শাস্তি দিতে। বিজাপুরের বাজী শ্যামরাও দশ সহস্র সৈন্য সহ চন্দ্ররাওয়ের সহায্যার্থ প্রস্তুত হচ্ছে, সে সংবাদও আমি পেয়েছি। চন্দ্ররাওয়ের সঙ্গে শ্যামরাওকে পরাস্ত করতে পারলে বিজপুর বিশেষ ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারপরও যদি না বিজাপুর তার দুরভিসন্ধি ত্যাগ করে, তাহলে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমাদের দ্বিমত বা বহুমত হবার কোন কারণই থাকবে না।

প্রতিহারী প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। রঘুনাথ পন্ত তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতিহারী তাহাকে তাহার বক্তব্য বলিল, রঘুনাথ পন্ত বাহিরে চলিয়া গেলেন।

পেশোয়া!

পেশোয়া। আদেশ করুন মহারাজ!

শিবাজী। শুনলুম এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আমার বিরুদ্ধে গোপনে একটা দল পাকিয়ে তুলবার চেষ্টা করছে?

পেশোয়া। সংবাদ সত্য।

শিবাজী। তাদের সন্ধান আপনি রাখেন?

পেশোয়া। তাঁদের সকলকেই আমি জানি মহারাজ।

শিবাজী। আমার বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ কি?

পেশোয়া। তারা বলে আপনি শূদ্র, বেদপাঠে আপনার অধিকার নেই।

শিবাজী। বেদ ত আমি কখনো পড়িনি পেশোয়া।

পেশোয়া। তারা বলে, শূদ্রের বেদ-স্তোত্র শ্রবণ করবারও অধিকার নেই।

শিবাজী। শূদ্রের বুঝি কেবল অধিকার আছে বেদ ও ব্রাহ্মণ রক্ষা করবার জন্য আত্মবলিদানের? তাদের জানিয়ে দেবেন পেশোয়া,—শিবাজী শূদ্র নয়, সে ক্ষত্রিয়। এ কথাও তাদের, বুঝিয়ে দেবেন যে, মহারাষ্ট্র রাজ্যে নীচবর্ণ জাত বলে কেউ কোন অধিকার থেকেই বঞ্চিত হবে না। তারপরও যদিও তারা নিবৃত্ত না হয়, তাহলে তাদের কণ্ঠ নীরব রাখবার ব্যবস্থা শিবাজী করবে। আশ্চর্য্য এই পতিত ব্রাহ্মণের দল! নিজেদের সম্মান নিজেরাই রাখতে জানে না।

রঘুনাথ পুনরায় প্রবেশ করিলেন

রঘুনাথ। মহারাজ!

শিবাজী। কি রঘুনাথ?

রঘুনাথ। বিজাপুরের একদল মুসলমান সৈনিক আপনার নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করেছে—তাদের প্রার্থনা নিবেদন করতে।

অমাত্যগণ। বিজাপুরের মুসলমান সৈনিক!

শিবাজী। কি তাদের প্রার্থনা রঘুনাথ?

রঘুনাথ। মহারাজের কাছেই তারা তা প্রকাশ করতে চায়।

শিবাজী। বেশ, তাদের এখানেই নিয়ে এস।

রঘুনাথ ইঙ্গিত করিলেন। তিনজন মুসলমান আসিয়া শিবাজীকে অভিবাদন করিল

শিবাজী। তোমরা বিজাপুরের প্রজা ?

১ম। মহারাজ, আমরা আশ্রয়প্রার্থী।

শিবাজী। কেন, বিজাপুর কি তোমাদের আশ্রয়দানে অসমর্থ ?

১ম। বিজাপুরে আমাদের উপর বড় জুলুম চলেছে মহারাজ। তাই আমরা সাতশত মুসলমান স্থির করেছি, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে আপনার আশ্রয়ে এসে বাস করব।

শিবাজী। কিন্তু আমার আশ্রয়ে কেন ? সমগ্র ভারতবর্ষ মোগল-অধিকৃত। তা ছাড়া, মুসলমান নরপতিও দেশে বহু আছেন। আশ্রয়প্রার্থী হয়ে তাদের কাছে যাওনি কেন সৈনিক !

২য়। মহারাজ ! স্বধর্ম্মীদের আশ্রয়ে থাকলে ধর্ম্মাচরণে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না, তা আমরা জানি। কিন্তু মহারাজ, আমরা দরিদ্র। দরিদ্র হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, সর্ব্বত্রই সমান নির্য্যাতন ভোগ করে। আমরা আপনার চরণেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

শিবাজী। কিন্তু তোমরা কি শোন নি যে, শিবাজী গো-ব্রাহ্মণ রক্ষার্থ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে, আর সেই কারণে মুসলমান-মাত্রই তাকে শত্রু বলে মনে করে।

১ম তাও শুনেছি মহারাজ। কিন্তু তবুও পুত্র-পরিজনদের বাঁচাবার জন্য আমরা আপনার আশ্রয়ে আসব বলেই স্থির করেছি।

শিবাজী। উত্তম তোমরা এখন বিশ্রাম কর গে, যথাসময়ে আমাদের অভিমত জানতে পারবে।

সকল সৈনিক। মহারাজের জয় হৌক।

সৈনিকগণ প্রস্থান করিল

শিবাজী। বন্ধুগণ, আপনারা সবই শুনলেন। আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দান করতে কোন ক্ষত্রিয় কোন কালেই বিমুখ হয় নি। আমরা কি আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের পন্থানুসরণে বিরত থাকব?

পেশোয়া। আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয়দান ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, তা মানি মহারাজ। কিন্তু বিজাপুর থেকে এই যে সাত শত মুসলমান আমাদের আশ্রয়ে এসে থাকতে চায় এদের সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কি কোনই কারণ নেই?

শিবাজী। সন্দেহের অনেক কারণই থাকতে পারে পেশোয়া। কিন্তু আমাদের যা সন্দেহ তা সত্য কি না, তাও আমাদেরই দেখতে হবে।

পেশোয়া। আমার মনে হয় এ সবই আদিল শা'র চক্রান্ত।

শিবাজী। অসম্ভব কিছুই নয় পেশোয়া, কিন্তু শঠের চক্রান্তজাল ছিন্ন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আপনারাই বলুন, কোন্ উদ্দেশ্যে আদিল শাহ্ এদের এখানে পাঠাতে পারে?

পেশোয়া। চন্দ্ররাও যখন আমাদের রাজ্যআক্রমণ করবে, এই সাতশত মুসলমান আমাদের এখানে বিপ্লব সৃষ্টি করবে।

শিবাজী। আদিল শাহ্ কি মহারাষ্ট্র-শক্তিকে জানে না, পেশোয়া! আর যদি সেই উদ্দেশ্যই থাকে, তাহলেই বা সাতশত সৈনিক স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আমাদের আশ্রয় চাইবে কেন?

পেশোয়া। তাহলে, আপনি কি অনুমান করেন মহারাজ ?

শিবাজী। আমি এদের কথাই সত্য বলে মনে করি। আমি জানি, দরিদ্র প্রজা হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, রাজ-অত্যাচার সমানেই তাদের সইতে হয়। সেই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েই এরা আমাদের কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এসেছে।

পেশোয়া। কিন্তু মুসলমানকে আশ্রয় দেওয়া কি আমাদের উচিত মহারাজ ?

শিবাজী। কেন নয় পেশোয়া ?

রঘুনাথ। আমরা তাহলে যুদ্ধ করছি কার সঙ্গে মহারাজ, কার উপদ্রব থেকে মহারাষ্ট্রকে রক্ষা করতে চাইছি ?

শিবাজী। মুসলমান রাজশক্তির। দরিদ্র মুসলমান প্রজারা ত উৎপীড়ন করে না, তারা ত মহারাষ্ট্রকে গ্রাস করতে চায় না। তারা দেশকে শস্যশালিনী করে, দেশের সকলের জন্য তারা করে স্বার্থ বিসর্জ্জন। ধর্ম্মরাজ্যের অর্থ সেই রাজ্য, বন্ধুগণ, যার প্রজারা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে রাজার সঙ্গে সমানে সকল অধিকার ভোগ করতে পারে।

রঘুনাথ। এই সাত শত মুসলমানকে আশ্রয় দেওয়া আমাদের পক্ষে অন্যায় হবে না !

পেশোয়া। তাহলে কি এদের আশ্রয় দেওয়াই স্থির মহারাজ ?

শিবাজী। সাতশত মুসলমান আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না পেশোয়া। মহারাষ্ট্র তার শক্তি সম্বন্ধে একেবারে

অচেতন নয়। রঘুনাথ, তুমি ওদের বল যে ওরা আশ্রয় পাবে।

একজন প্রতিহারী প্রবেশ করিল

প্রতিহারী। কল্যাণের অধ্যক্ষ বন্দীসহ বাইরে অপেক্ষা করছেন।

রঘুনাথ প্রস্থান করিলেন

বিশ্বনাথবন্দীসহ প্রবেশ করিলেন

বিশ্বনাথ। মহারাজের জয় হোক্।

শিবাজী। ইনি কে বিশ্বনাথ?

বিশ্বনাথ। কল্যাণের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা মুলানা আহম্মদ।

মুলানা আহাম্মদ। শিবাজী! শুনেছিলুম তুমি ধার্ম্মিক, উদারচরিত, বীরপুরুষ, কিন্তু এখন দেখছি তুমি মূর্ত্তিমান শয়তান।

অমাত্যগণ। মহারাজ!

শিবাজী হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে বলিলেন

মুলানা আহাম্মদ। শয়তান! এই তোমার কীর্ত্তি!

শিবাজী। কল্যাণ অধিকার করেছি বলেই কি আপনি আমার প্রতি এত ক্রুদ্ধ হয়েছেন?

মুলানা আহাম্মদ। জাহান্নামে যাক্ কল্যাণ। তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু পরাজিত শত্রুর প্রতি তোমার এ কি আচরণ, কাপুরুষ!

শিবাজী। পরাজিত শত্রুকে বন্দী করা কি রাজনীতিবিরুদ্ধ কাজ মুলানা সাহেব?

মুলানা আহাম্মদ। আর নারীর লাঞ্ছনা, তার প্রতি অত্যাচার—তার মর্য্যাদা হানি—তাও কি রাজনীতিরই একটা অঙ্গ ?

শিবাজী। আপনি কি বলছেন মুলানা সাহেব ?

মুলানা আহম্মদ। শঠ! তোমার এই সহচর, লম্পট এই বিশ্বনাথ, আমার পুত্রবধূকে, অসূর্য্যম্পশ্যা মুসলমান কুলবধূকে নিয়ে এসেছে তোমার পাশবিকতার অনলে আহুতি দিতে!

শিবাজী দুইহাতে কান ঢাকিলেন।
তাহার পর লাফাইয়া উঠিলেন

শিবাজী। সত্য, সত্য বিশ্বনাথ ?

বিশ্বনাথ মাথা নীচু করিল

শিবাজী। নীরব রইলে কেন ? তানাজী, বিশ্বনাথ নীরব কেন ? নারীর লাঞ্ছনা, নারীর উপর অত্যাচার, মাতৃজাতির অবমাননা! অমাত্যগণ, মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়। সেনানায়ক যেখানে এম্নি অপদার্থ, রাজা যেখানে লম্পট ব'লে বিবেচিত—সেখানে ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠার কথা দারুণ পরিহাস। আপনারা আমায় অব্যাহতি দিন—এ রাজ্যে আমার প্রয়োজন নেই।

জিজাবাঈ। শিব্বা! (প্রবেশ)

শিবাজী। মা, মা! আমারই এক সেনানায়ক আমায় লম্পট ভেবে কুলমহিলাকে বন্দিনী করে এনেছে আমায় উপঢৌকন দিয়ে খুশী করতে। এতবড় অপমানও আমাকে সইতে হবে!

জিজাবাঈ। কেন সইতে হবে শিব্বা ? অপরাধীকে শাস্তি দাও,

চরমদণ্ডে তাকে দণ্ডিত কর—যাতে না ভবিষ্যতে কেউ আর এই হীন কাজে প্রবৃত্ত হয়।

পরিচারিকা মেহেরকে লইয়া প্রবেশ করিল

মেহের। শক্তি দাও, প্রভু, শক্তি দাও!

মুলানা আহাম্মদ। মা, মা তোমার এই লাঞ্ছনা!

শিবাজী। এখানে কেন! অসূর্য্যম্পশ্যা ওই মুসলমান কুল-মহিলাকে এই প্রকাশ্য দরবারে আনবার অনুমতি তোমায় কে দিয়েছে?

জিজাবাঈ। (মেহেরের কাছে গিয়া) যদি এসেছ মা, তা হলে অন্তঃপুরে চল। তোমার মর্য্যাদা রক্ষা আমাদের ধর্ম্ম।

শিবাজী। মা! সন্তানের অপরাধ ক্ষমা কর মা! অযোগ্য লোকের উপর কার্য্যভার ন্যস্ত করেছিলুম বলেই মায়ের এই লাঞ্ছনা। মুলানা সাহেব, আপনারা শিবাজীর বন্দী নন—আপনারা শিবাজীর অতিথি! বিশ্রামান্তে মাকে নিয়ে যথেচ্ছ আপনি যেতে পারেন। আর তুমি মা, যদি পার ত যাবার আগে একটিবার বলে যেয়ো যে, মারঠাদের তুমি ক্ষমা করেছ।… তানাজী, বিশ্বনাথ আমাদের বন্দী!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জাবলীর দুর্গের একটি কক্ষ। শ্যামলী একা বসিয়া গান গাহিতেছিল। বীরাবাঈ প্রবেশ করিল। শ্যামলী তাহাকে দেখিয়া গান বন্ধ করিয়া ঈষৎ হাসিল, তারপর আবার গাহিতে লাগিল। বীরাবাঈ অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল।

হায় সজনী, হায় সজনী!
যৌবনেরি মৌ মেখে তোর যায় যে প্রভাত যায় রজনী।
ফুরিল দিনের বেলার ডালা
চাঁদের আলো গাঁথলে মালা
কোন্ মণিকার খুঁজবে বল গোপন তোমার রূপের খনি!

ফুলের কত ফুলঝুরি ঐ
ফুলেল হাওয়ায় ফুল বাড়ীতে,
এমন সময় বিঁধবে কেন
ফুলের কাঁটা তোর শাড়ীতে?

ফুলর বাণে নেই কো ব্যথা
জানেই তোমার মনের কথা
বুকের বীণায় তাই তো বাজে কোন্ পথিকের আগমনী।

বীরা। শ্যামলী, তুই আমায় পাগল করবি।

শ্যামলী। পাগল করবার যে, সে পাগল করেই চলে গেছে!

বীরা। শ্যামলী!

শ্যামলী। সই!

বীরা। সত্যি বলছি, যখন-তখন গান গেয়ে তুই আমায় বিরক্ত করিস্‌নে। জীবনে তোর কি কোনই উদ্দেশ্য নেই?

শ্যামলী। আছে বৈ কি। জীবনের উদ্দেশ্য নেই!

বীরা। কি উদ্দেশ্য শুনি?

শ্যামলী। বলব?

বীরা। বল্ না!

শ্যামলী বীরার কানের কাছে মুখ লইয়া

শ্যামলী। একটি পতি-অন্বেষণ! এখন একটিও জুটছে না বলেই জীবন ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে। কাঁধের উপর অপদেবতার আবির্ভাব যে-দিন হবে, সেইদিন থেকে এ-সব বদ-অভ্যেস বদলে যাবে।

বীরা। পরিহাস নয় শ্যামলী। জীবনের একটা উদ্দেশ্য স্থির করে নেওয়া দরকার।

শ্যামলী। তা আর দরকার নয়?

বীরা। আমার জীবনের কি উদ্দেশ্য জানিস্?

শ্যামলী। জানি।

বীরা। জানিস্‌নে। আমার জীবনের উদ্দেশ্য শিবাজীকে শাস্তি দেওয়া।

শ্যামলী একটু চমকিয়া উঠিয়া পিছনে সরিয়া গেল।
তারপর ধীরে ধীরে তাহার কাছে অগ্রসর হইল

শ্যামলী। তাঁর অপরাধ ?

বীরা। অপরাধ নেই শ্যামলী ? আমার শান্তিকাননে যে আগুন ধরিয়ে দিল, রুদ্রের ডমরু বাজিয়ে যে আমার ভোলানাথকে উন্মত্ত করে তুল্ল, যে আমার বুকের মাঝে মরুর হাহাকার জাগিয়ে দিল—সে আমার কাছে অপরাধী নয় ? কার আহ্বানে, শ্যামলী, কার আহ্বানে সে আমায় উপেক্ষা করে চলে গেল, কার আকর্ষণে সংসারের সকল বন্ধন তুচ্ছ করে সে বন্ধুর পথে যাত্রা সুরু করল ? তুই ত সবই জানিস্ শ্যামলী। তুই ত জানিস্ শিবাজী আমার কী সর্ব্বনাশই করেছে !

শ্যামলী। তোর ব্যথা আমি বুঝি। কিন্তু সই, বিশ্বাস করিস্, শিবাজী মহামানব, মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁর আবির্ভাব। তাঁর সেবায় যাঁরা আত্ম-নিয়োগ করতে পারে তাঁরা ধন্য, জীবন তাঁদের সার্থক।

বীরা। তাই যদি মনে করিস্, তাহলে এখানে আর বসে আছিস্ কেন ? সেই মহামানবের চরণতলে গিয়েই আশ্রয় নে না।

শ্যামলী। তাই-ই যাব বীরা। একটু আগে তুই জিজ্ঞাসা করেছিলি, জীবনের কি কোন উদ্দেশ্যই আমার নেই ?—আছে বীরা। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে শিবাজীর মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়া, তাঁর সেবায় আত্ম-নিয়োগ করা।

বীরা। তুইও এই কথা বলছিস্ !

শ্যামলী। আমার অন্তরদেবতা অন্তরে থেকে এই আদেশই আমায়

বীরা। না, না, শ্যামলী ; তোর ও-কথা সত্য নয়,—বল্ তুই পরিহাস করছিস্, বল্ তুই মিথ্যে বলছিস্!

শ্যামলী। না সই, এ পরিহাস নয়, মিথ্যেও নয়। সত্যি আজ আমি বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত।

শ্যামলী চলিয়া গেল

বীরা। শ্যামলী! শ্যামলী।

শ্যামলীর পিছন পিছন চলিয়া গেল

চন্দ্ররাও ও সূর্য্যরাও প্রবেশ করিলেন

চন্দ্ররাও। কি স্পর্দ্ধা এই শিবাজীর, সূর্য্যরাও, যে, সামান্য এক জায়গীরদার হয়ে সে চায় সমগ্র মহারষ্ট্রকে গ্রাস করতে! নির্ব্বোধ জানে না যে, বিজাপুর তার সঙ্গে খেলা করছে। সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন এক ফুৎকারে সে শিবাজীর এই খেলনা রাজপাট সব উড়িয়ে দেবে!

সূর্য্যরাও। কিন্তু সমগ্র মহারাষ্ট্র যখন তাঁর সহায়তা করছে, তখন আমরাই বা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করি কেন?

চন্দ্র। সকলের মতো আমরাও মূর্খ নই বলে।

সূর্য্যরাও। কিন্তু শিবাজী ত জাতির হিতসাধন করতেই চায়।

চন্দ্ররাও। ও হিত করতে আমরাই কি পারি না সূর্য্যরাও? শিবাজী আমাদের বশ্যতা মেনে নিক, আমরাই মহারাষ্ট্রের মুক্তি এনে দিচ্ছি। আসল কথা কি জান সূর্য্যরাও?—আসল কথা—শিবাজী যেমন স্বার্থপর তেমন চতুর। সে নিজে চায় রাজ্য; কিন্তু তার নাম দেবে ধর্ম্মরাজ্য, যাতে দেশের লোক তার

প্রতি কাজে সায় দেয়। নইলে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাই যদি তার কাম্য হবে, তাহলে পদে পদে ছল-চাতুরী করবে কেন? ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারত রাজপুত, কেন-না রাজপুত কখনো অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেনি।

সূর্য্যরাও। তবুও, মুসলমানের অত্যাচার থেকে ত দেশ মুক্তি পাবে।

চন্দ্ররাও। অত্যাচার কেবল মুসলমানই করে না সূর্য্যরাও। মুসলমান যে দেশে নেই, সে-দেশেরও শক্তিমান দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করতে কসুর করে না। এই শিবাজী কি কম অত্যাচার করছে? আমারই কতবড় সর্ব্বনাশ সে করল বল ত। বাগদত্তা কন্যা আমার—রূপে গুণে অতুলনীয়া, লোকে যাকে লক্ষ্মীর সাথে তুলনা করে—সেই বীরা আজ কার জন্য এতবড় আঘাত বুক পেতে নিয়ে জীবন্মৃত হয়ে রয়েছে?—রণরাওকে কে যাদুমন্ত্রে জয় করে সংসার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে?—শয়তান ওই শিবাজী। কেবল এই জন্যই ত শিবাজীকে আমি জীবনে কখনো ক্ষমা করতে পারি না সূর্য্যরাও! তুমি ভাবচ, এ কেবল আমাদেরই ব্যক্তিগত ব্যাপার—কিন্তু তা নয় সূর্য্যরাও, মহারাষ্ট্রের বংশ-ধরদের নিয়ে শিবাজী এম্নি খেলাই খেলছে, আর তার ফলে মারহাঠীদের পারিবারিক শান্তি নষ্ট হচ্ছে, তাদের বংশধররা বিপথে গিয়ে জাতির সমস্ত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে মহারাষ্ট্রের সকল আশা-ভরসা লোপ করে দিচ্ছে। নিজের কথা, জাতির

কথা, সব ভালো করে ভেবে দেখে, তবে আমি বিজাপুরের সঙ্গে যোগ দিয়েছি।

সূর্য্যরাও। কিন্তু বিজাপুর কি সত্যই আমাদের সাহায্য করবে?

চন্দ্ররাও। দশসহস্র সৈন্য নিয়ে বাজী শ্যামরাও আমার সঙ্গে যোগ দেবার জন্য বিজাপুর ত্যাগ করেছে। • শিবাজী দুর্গ-লুণ্ঠনেই ব্যস্ত, সন্দেহও করবে না যে, আমরা তার ধ্বংসের এই বিরাট আয়োজনে উদ্যত। যখন সে জানবে, তখন প্রতিরোধ করবার শক্তিও তার আর থাকবে না, সূর্য্যরাও।

সূর্য্যরাও। কিন্তু……

চন্দ্ররাও। আর তর্ক নয় ভাই। শিবাজী আমাদের পরিবারের শান্তি লোপ করেছে—আমাদের জাতিকে ধ্বংসের পথে ঠেলে নিয়ে চলেছে; সুতরাং শিবাজীকে শাস্তি দেওয়াই আমাদের ধর্ম্ম।

ঘোড়ফড়ে প্রবেশ করিলেন

ঘোড়ফড়ে। সত্য চন্দ্ররাও। শিবাজীকে শাস্তি দেওয়া আমাদের ধর্ম্ম।

চন্দ্ররাও। কে, ঘোড়ফড়ে? তুমি…তুমি বন্ধু!

সূর্য্যরাও বাহিরে চলিয়া গেলেন

ঘোড়ফড়ে। হাঁ, আমি বন্ধু…ঘোড়ফড়ের প্রেত নয়, জীবন্ত ঘোড়ফড়ে। শুনলুম তুমি শিবাজীর সর্ব্বনাশের আয়োজন করছ, তাই খুশী হয়ে তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি বন্ধু। পর্ব্বতের ওই মূষিককে জাতিকলে ফেলে মারতে না পারলে আমাদের কারুরই জীবন নিরাপদ নয়।

সূর্য্যরাও প্রবেশ করিলে।

সূর্য্যরাও। শিবাজীর দূত দর্শনপ্রার্থী।

চন্দ্ররাও। শিবাজী দূত পাঠিয়েছে ?

ঘোরফড়ে। বিশ্বাস করো না বন্ধু। শিবাজী বড় ধূর্ত্ত। যারা এসেছে তাদের বন্দী করে ফেল, কারাগারে পাথর-চাপা দিয়ে রেখে দাও।

চন্দ্ররাও। সিংহের গহ্বরে যারা এসেছে তারা আর ফিরবে না ঘোড়ফড়ে। কিন্তু ধূর্ত্ত শিবাজী কি উদ্দেশ্যে দূত পাঠিয়েছে, তাও আমাদের জানা প্রয়োজন। সূর্য্যরাও, তাদের এখানেই নিয়ে এস ভাই।

সূর্য্যরাও প্রস্থান করিলেন

ঘোড়ফড়ে। শিবাজী কি বলতে চায় শোন, কিন্তু একটি কথাও বিশ্বাস করো না। আমি একটু আড়ালে গিয়া থাকি, যদি চিনে ফেলে!

চন্দ্ররাও। এত ভয় কিসের বন্ধু ?

ঘোড়ফড়ে। প্রতিহিংসাপরায়ণ শিবাজীকে তুমি চেন না চন্দ্ররাও। তার অনুচরেরা আরও হিংস্র। তারা না করতে পারে হেন কাজ নেই। তা ছাড়া, আমার উপস্থিতিতে তারা তাদের বক্তব্যও বলবে না। আমি এই কাছেই কোথাও থাকব। কিন্তু সাবধান বন্ধু, সাবধান! শিবাজীকে বিশ্বাস করো না।

প্রস্থান করিল

চন্দ্ররাও। সমগ্র দেশের ভিতর কি একটা আতঙ্ক জাগিয়ে তুলেছে!

সূর্য্যরাওয়ের সঙ্গে তানাজী ও রঘুনাথ প্রবেশ করিলেন

রঘুনাথ। জাবলী-অধিপতির জয় হোক্।

চন্দ্ররাও। সহসা শিবাজীর আমাদের প্রতি এ অনুগ্রহ কেন?

রঘুনাথ। মহারাজ শিবাজী জানতে চেয়েছেন, কি কারণে বীরবর চন্দ্ররাও হিন্দুর আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যোগ না দিয়ে মোস্লেম-শক্তির সহায়তা করছেন?

চন্দ্ররাও। যে-হেতু আমার পিতা এবং পিতামহ তাই করে গেছেন।

রঘুনাথ। চন্দ্ররাও নিশ্চিতই জানেন যে, এ একটা জবাবই হলো না।

চন্দ্ররাও। চন্দ্ররাও অনেক কথাই জানে মহারাষ্ট্র-সেনানী। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, শিবাজী রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলে, সাধারণ হিন্দুর কি লাভ হবে?

রঘুনাথ। জাতিহিসেবে সমগ্র হিন্দু উন্নতির পথে অগ্রসর হবে।

চন্দ্ররাও। শিবাজী কি মনে করেন হিন্দু কখনো আবার উন্নত হবে?

রঘুনাথ। আমরা সবাই তাই মনে করি।

চন্দ্ররাও। আপনাদের ধারণা সত্য নয়। আর যদি সত্যও হয়, তাহলেই কি ডাকাতি করে, উপদ্রব করে, আপনারা পারবেন হিন্দুকে তার গৌরবময় স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে?—পারবেন না সেনানী। পৃথিবীতে অসত্যের আশ্রয় নিয়ে কেউ কখনো প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। আর দুর্ব্বল যে জাতি, বয়েসের বার্দ্ধক্য যে জাতির সর্ব্বাঙ্গে জড়তা এনে দিয়েছে, সে জাতির পুনরুত্থান—অসম্ভব।

রঘুনাথ। আপনার মত অভিজ্ঞ লোকের সঙ্গে তর্ক নিষ্প্রয়োজন। হিন্দুর শোচনীয় অধঃপতনের জন্য আপনার যে বেদনা-বোধ আছে, বিরুদ্ধবাদ প্রচার করলেও আপনার কথাগুলির ভিতর দিয়ে তাই প্রকাশ পাচ্ছে। আমরা তাই অনুরোধ করছি বীর, হিন্দু আপনি, হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠার জন্য মহারাজ শিবাজীর সহায়তা করুন। আপনাকে পুরোভাগে রেখে ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সমস্ত হিন্দুনরপতিদের ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে আমরা এক মহাশক্তি সৃষ্টি করি। সেই সম্মিলিত শক্তির কাছে বিজাপুর তার উদ্ধত শির নত করুক, মোগল স্তব্ধ হয়ে থাকুক, সমগ্র বিশ্ব জানুক যে, হিন্দু আজও জাগ্রত!

চন্দ্ররাও। উত্তেজনাকে এত উগ্র করেও আমায় এতটুকু উত্তেজিত করতে পারলেন না সেনানী। শুনেছি আপনাদের শিবাজীর দেহে রাজপুত রক্ত তার উষ্ণতা নিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে। আশা করি, রাজপুতনার ইতিহাস আপনাদের অবিদিত নেই। হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে এক একটি বীর রাজপুত এক এক সময়ে আগুনের মত জ্বলে উঠে চারিপাশের সব কিছু পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছে। নিজেদের অবধি ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করতে পারেনি। আর অন্যদিকে যারা মোগলের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, জীবনের সবই পেয়ে তারা পরম নিশ্চিন্তে আর চরম আরামে দিনপাত করেছে। হিন্দুর পক্ষে কোন্‌টা প্রেয়, শ্রেয়ই বা কোন্‌টা সেনানী? রাণা প্রতাপ ঘাসের রুটি দিয়েও তার পুত্রের ক্ষুন্নিবারণ

করতে পারেন নি—আর তাঁর পাদুকাবহনেরও যোগ্য নয় যারা, তারা মোগলের আশ্রয়ে থেকে দিব্য রাজভোগে পুষ্ট হয়েছে।)…আমি সব ভেবে দেখেছি সেনানী। বুঝেছি পিতা, পিতামহ মূর্খ ছিলেন না— তাঁরা যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, বেঁচে থাকবার তাই-ই একমাত্র পথ! আপনাদের শিবাজীকে গিয়ে বলুন যে, তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হবার বয়েস আমার অনেক আগেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।(আর শুদ্ধ কোন একটা অনিশ্চিত সম্ভাবনার আশায় কোন অনাত্মীয়ের বিপদ আমি কাঁধে তুলে নিতে পারি না।)

রঘুনাথ। মহারাজ শিবাজী আপনার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করতেও কম আগ্রহান্বিত নন, জাবলী অধিপতি।

চন্দ্ররাও। হীন কচ্ছোয়ার স্পর্দ্ধা আকাশস্পর্শী হয়ে উঠেছে দেখছি! তোমাদের শিবাজীকে বলো সেনানী, তার এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিতে চন্দ্ররাও বিস্মৃত হবে না।

রঘুনাথ। আপনি অকারণ উত্তেজিত হয়ে উঠছেন।

চন্দ্ররাও। একে কচ্ছোয়ার বংশধর, তায় জন্মবৃত্তান্ত তার রহস্যে আচ্ছন্ন। কুক্কুরের মত অস্পৃশ্য সে

তানাজী। পরপদলেহী, স্বধর্ম্মদ্রোহী কাপুরুষ! নিজের দেশের নিজের জাতির সর্ব্বনাশ সাধন করবার জন্য তোমায় আমি বেঁচে থাকতে দোব না।

তানাজী ক্ষিপ্রগতিতে অস্ত্র বাহির করিয়া চন্দ্ররাওকে আঘাত করিলেন।

চন্দ্ররাও। অস্ত্র দাও! অস্ত্রদাও!

সূর্য্যরাও তানাজীকে আক্রমণ করিল, কিন্তু রঘুনাথ তাহাকে আঘাত করিতেই। সে টলিতে টলিতে বাহিরে গিয়া পড়িল। তানাজী পুনরায় চন্দ্ররাওকে আঘাত করিলেন।

গুপ্তঘাতক! ওঃ!

চন্দ্ররাও পড়িয়া গেলেন।

তানাজী। মরবার আগে শুনে যাও কাপুরুষ! বাজী শ্যামরাও পরাজিত হয়ে বিজাপুর গিয়ে প্রাণরক্ষা করেছে, আর এতক্ষণ হয় ত তোমার জাবলীর এই দুর্গশিরে মহারাজ শিবাজীর বিজয়-পতাকা উড্ডীন হয়েছে।

তানাজী ও রঘুনাথের প্রস্থান, নেপথ্যে দুর্গ আক্রমণের অভিনয়

ঘোরফড়ে বেগে প্রবেশ করিয়া চন্দ্ররাওয়ের দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল

ঘোড়ফড়ে। বন্ধু চন্দ্ররাও।

চন্দ্ররাও। গুপ্তঘাতকদের বন্দী কর···বন্দী কর বন্ধু!

ঘোড়ফড়ে। আর বন্দী! শিবাজী দুর্গ অধিকার করেছে।

চন্দ্ররাও। বাজী শ্যামরাও পরাজিত পলায়িত···দুর্গ অধিকৃত···আমি মুমূর্ষু···ঘোড়ফড়ে···বন্ধু···আমার কন্যা···মাতৃহারা আমার বীরাকে বিজাপুরে আশ্রয় দিয়ো···

[মৃত্যু

ঘোড়ফড়ে। যাক্। চন্দ্ররাও ত জীবনের বোঝা ফেলে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু শিবাজী-অধিকৃত এই দুর্গ থেকে আমি কি করে মুক্তি পাই? আমাকে যে বাঁচতে হবে।

বীরা বেগে প্রবেশ করিল। শ্যামলী অভিভূতের মতো আসিয়া বসিয়া পড়িল।

বীরা। বাবা! বাবা! শিবাজী যে এখনও জীবিত। তুমি ওঠ, উঠে তাকে শাস্তি দাও বাবা! সে যে আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিল বাবা!

ঘোড়ফড়ে। প্রতিশোধ নিতে চাও মা?

বীরা। হাঁ, হাঁ, প্রতিশোধ চাই।

ঘোড়ফড়ে। তবে আর বিলম্ব করো না। শিবাজী দুর্গ অধিকার করেছে। এখুনি হয় ত এখানে এসে পড়বে। দুর্গ থেকে বাহিরে যাবার গুপ্তপথ তোমার জানা আছে?

বীরা। আছে।

ঘোড়ফড়ে। শত্রুরা হয় ত এখনও তার সন্ধান পায় নি। চল, আমরা বিজাপুর চলে যাই।

বীরা। বিজাপুর!

ঘোড়ফড়ে। হাঁ, তোমার পিতার শেষ ইচ্ছা তাই। শিবাজীকে শাস্তি দিতে পারে, হয় বিজাপুর—নয় দিল্লী। প্রতিশোধ নিতে হলে এর যে-কোন এক জায়গায় যেতে হবে।

বীরা কিছুকাল চুপ করিয়া রহিল, পরে বলিল

বীরা। বেশ, আমি বিজাপুরই যাব।

ঘোড়ফড়ে। তা হলে মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করো না।

বীরা। বাবা! বাবা!

বীরাবাঈ পিতার মৃতদেহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল
ঘোড়ফড়ে তাহাকে ধরিয়া উঠাইল

শ্যামলী। বীরা!

বীরা। শ্যামলী, দেখ্ দেখ্, তোর শিবাজীর কীর্ত্তি দেখ!

শ্যামলী মাথা নীচু করিল

ঘোড়ফড়ে। চল মা! বিলম্বে বিপদের সম্ভাবনা।

বীরা। কিন্তু পিতার সৎকার?

ঘোরফড়ে। পিতার মৃতদেহের ওপর মায়া করে পিতৃহন্তার উপর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ হারিয়ো না মা! ভুল না, ভুল না মা, তোমাকে প্রতিশোধ নিতে হবে।

শ্যামলী। কে তুমি বৃদ্ধ, নারীকে পিশাচী করে তুলতে চাও?

ঘোড়ফড়ে তাহার দিকে একবার মাত্র চাহিল। কোন কথা বলিল না। একরকম জোর করিয়াই বীরাবাঈকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল

বীরা। শ্যামলী, আর নয়—তোর কথা আর নয়।

শ্যামলী দৌড়াইয়া গিয়া বীরাবাঈয়ের হাত ধরিল

শ্যামলী। তোমায় আমি বিজাপুর যেতে দোব না। সেখানে তুমি আশ্রয় পেতে পার, কিন্তু সেখানে গিয়ে যা হারাবে, তা আর কখনো ফিরে পাবে না। বিজাপুর তুমি যেয়ো না, বীরা!

ঘোড়ফড়ে। কি আপদ! প্রাণরক্ষার কোন উপায়ই ত আর দেখতে পাচ্ছি না।

বীরা। ছেড়ে দাও শ্যামলী, আমার জীবন-দেবতাকে তাড়িয়েছ, আমার পিতাকে হত্যা করিয়েছ, এইবার তোমার শিবাজীর কাছে আমার চরম লাঞ্ছনা দেখবার জন্যই বুঝি আমায় এখানে ধরে রাখতে চাও!

শ্যামলী হাত ছাড়িয়া দিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ঘোড়ফড়ে বীরাবাঈকে লইয়া চলিয়া গেল। ধীরে ধীরে শিবাজী প্রবেশ করিলেন। কিছুকাল কেহ কোন কথা কহিলেন না। শ্যামলী চক্ষু মুছিয়া অনেক্ষণ অবধি চাহিয়া চাহিয়া শিবাজীকে দেখিল। তারপর ধীরে ধীরে শিবাজীর কাছে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

শিবাজী! কে তুমি মা?

শ্যামলী। কোন পরিচয় নেই মহারাজ। জাবলী-অধিপতি আশ্রয় দিয়ে কন্যার মত পালন করেছেন! আজ সেই স্নেহের নীড়ও আপনি ভেঙ্গে দিলেন! কিন্তু——তবুও— আমার অভিযোগ নেই——কোন অভিযোগই নেই মহারাজ।

শিবাজী। তুমি আমায় তিরস্কার করবে না? এই হত্যার জন্য আমায় দায়ী করবে না?

শ্যামলী। না মহারাজ।

শিবাজী। তিরস্কার কর মা, তিরস্কার কর। আমার অপরাধের বোঝা হাল্কা করে দাও!

শ্যামলী। আপনি মহারাজ শিবাজী!

শিবাজী। হাঁ আমি—শিবাজী, রক্তে-মাংসে গড়া শিবাজী, পাষাণও নই—রাক্ষসও নই—মানুষ-শিবাজী!

শ্যামলী। কিন্তু এই হত্যার কি প্রয়োজন ছিল না?

শিবাজী। ছিল মা, খুবই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে প্রয়োজন ছিল কার?—রাজা-শিবাজীর; মানুষ-শিবাজীর নয়। রাজা-শিবাজী তার কর্ত্তব্য পালন ক'রে, তার ঈপ্সিত লাভ ক'রে যত খুশী হয়েছে, মানুষ শিবাজীর বুকে ঠিক তত বেদনাই জমে উঠেছে। রাজা-শিবাজী কারু মুখের কোন রূঢ় কথা কখনো সইতে পারে না; কিন্তু মানুষ-শিবাজী আজ চায় যে, তার অপরাধের বোঝা হাল্কা করবার জন্য—কেউ তাকে তিরস্কার করুক।

তানাজী প্রবেশ করিলেন

তানাজী। মহারাজ!

শিবাজী। দেখ মা, মানবীর সান্নিধ্যে রাজার খোলসের ভিতর থেকে যে মানুষ-শিবাজী বেরিয়ে এসেছিল, তা কেমন করে সঙ্কুচিত হয়ে আবার আত্ম-গোপন করে। কি তানাজী!

তানাজী। যারা বাধা দিয়েছিল তাদের বন্দী করা হয়েছে।

শিবাজী। দুর্গরক্ষার ব্যবস্থা করে রায়গড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হও। আজই আমাদের যাত্রা করতে হবে। হাঁ, বীরবর চন্দ্ররাওয়ের

সৎকারের আয়োজন কর, তাঁর পরিজনবর্গের অভাব অভিযোগের দিকে সর্ব্বদাই যেন দৃষ্টি রাখা হয়। শুনেছিলুম চন্দ্ররাওয়ের একটি কন্যা আছেন। তিনি কোথায় মা ?

শ্যামলী নীরব রহিল

তিনি কি জীবিত নেই ?

শ্যামলী। সে বিজাপুর চলে গেছে।

শিবাজী। বিজা-পু-র !

শ্যামলী। বাজী ঘোরফড়ে……

শিবাজী। কার নাম করলে মা ?

শ্যামলী। বাজী ঘোড়ফড়ে—একটু আগে—দুর্গের গুপ্তপথ দিয়ে তাকে বিজাপুর নিয়ে গেছে।

শিবাজী। বিশ্বাসঘাতক এই বাজী ঘোড়ফড়ে মহারাষ্ট্রের ভাগ্যাকাশে রাহুর মত উদিত হয়ে প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের অনিষ্ট করছে। তানাজী ! বিলম্বের আর অবসর নেই। ঘোড়ফড়ের অনুসরণ কর, তাকে বন্দী করা চাই-ই।

তানাজী প্রস্থান করিলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

মোগলশিবির অভ্যন্তর। শাহাজাদা ঔরংজেব একখানি পত্র হাতে দণ্ডায়মান। কিছুক্ষণ একজায়গায় দাঁড়াইয়া তিনি পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। তারপর শিবিরাভ্যন্তরে দ্রুত পায়চারী করিতে করিতে ডাকিলেন

ঔরংজেব। দৌবারিক!

দৌবারিক প্রবেশ করিল

মীরজুমলা।

দৌবারিক প্রস্থান করিল এবং পরক্ষণেই মীরজুমলা প্রবেশ করিলেন

সেনাপতি! বিজাপুর-রাজ আদিল শাহের মৃত্যু হয়েছে।

মীরজুমলা। আমিও এইমাত্র সংবাদ পেয়েছি শাহাজাদা।

ঔরংজেব। আদিল শাহের মৃত্যু আমাদের কাঁধে নতুন কর্ত্তব্যের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। আর অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, সেই কর্ত্তব্য আমাদের কাছে কঠোরতাই দাবী করছে।

মীরজুমলা। কিন্তু আলিশাহ্ সিংহাসন পেয়ে আমাদের বশ্যতা মানতেও পারেন শাহাজাদা।

ঔরংজেব। ঔরংজেব দাক্ষিণাত্য জয় করতে এসে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায় না, সেনাপতি। খবর আপনার কাছে পৌছেনি— কিন্তু আমি জানতে পেরেছি যে, তরুণ পুত্র আলিশাকে সিংহাসনে বসিয়ে বেগম নিজে রাজ্যপরিচালনা করছেন।

অথচ মোগল-সম্রাটকে ঘুণাক্ষরেও এই সব পরিবর্ত্তনের কথা জানানো প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন নি। বেগমের এই আচরণ কি আমরা সম্রাটের প্রতি অবমাননাসূচক ব'লে মনে করতে পারি না সেনাপতি?

মীরজুমলা। তা যদি মনে করি, তাহলে তা অন্যায় হবে না।

ঔরংজেব। সম্রাট সাজাহান রুগ্ন ব'লেই মোগল-শক্তি এমন হীনবল হয়ে পড়েনি যে, বিজাপুরের এই ঔদ্ধত্যকে নীরবে সইতে হবে!

মীরজুমলা। শাহাজাদা দাক্ষিণাত্যে মোগল-শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ঔরংজেব। বিজাপুরের এ ঔদ্ধত্য আমরা উপেক্ষাও করতে পারি না সেনাপতি। কেন না তাহলে যারা বশ্যতা মেনে নিয়েছে, তারাও স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করবে।

মীরজুমলা। শাহাজাদা, তাহলে বিজাপুর আক্রমণ করাই সঙ্গত বলে মনে করেন?

ঔরংজেব। বিজাপুর আমরা আক্রমণ করব না—আমরা বিজাপুরকে শাস্তি দোব; বুঝেছেন সেনাপতি, বিজাপুরকে আমরা শাস্তি দোব। কিন্তু বিজাপুরের জন্য আমি তত চিন্তিত নই—আমার চিন্তার ভিন্ন কারণ রয়েছে।

মীরজুমলা। রাজপুতনা!

ঔরংজেব। রাজপুতনা ত কবরের দেশ সেনাপতি। জীবিত যারা আছে, তাদের নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনই প্রয়োজন নেই। তাদের মাঝে কেউ বৃদ্ধ, কেউ পঙ্গু, কেউ মোগলের দাস।

বিদ্রোহ করবার মতো মেরুদণ্ড রাজপুতনায় আজ কারুরই নেই।

মীরজুমলা। তাহলে শিবাজীই কি শাহাজাদার চিন্তার কারণ ?

ঔরংজেব। শিবাজীকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না সেনাপতি। দস্যু বলেই তাকে আমি উপেক্ষা করতে পারি না,—কেন-না, তার মত দস্যুরাই দুনিয়ায় বার বার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেও নিশ্চিন্ত থাকা যায় না—কেন-না, কেবল ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তার কাম্য নয়। কল্পনায় এক একবার আমি দেখতে পাই সেনাপতি, দাক্ষিণাত্যের প্রতি দুর্গ-শিরে শিবাজী তাঁর বিজয় পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে, তার শক্তির সংঘাতে মোগল-সিংহাসনও কেঁপে উঠছে। কল্পনায় যখনই তাই দেখি, তখনই আমার ইচ্ছা হয় যে, আমার সমগ্র বাহিনী নিয়ে শিবাজীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে দ'লে পিষে ধরাপৃষ্ঠ থেকে তার অস্তিত্ব মুছে ফেলে দি।

মীরজুমলা। কিন্তু শিবাজীকে ত শাহাজাদা স্নেহের চোখেই দেখেন। তার বহু ঔদ্ধত্য শাহাজাদা নিজগুণে মার্জ্জনা করেছেন।

ঔরংজেব। ঔরংজেব স্নেহশীল এ কথা আপনিই প্রথম বল্লেন। শিবাজীকে আমি স্নেহ করতে পারতুম, যদি তার ওই তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তার ওই অসাধারণ রণ-নৈপুণ্য মোগল-সাম্রাজ্য বিস্তারের সহায়তায় নিয়োগ করত।

মীরজুমলা। সাম্রাজ্যের কল্যাণকল্পে যদি শিবাজীকে শাস্তি দেওয়া

শ্রেয় বলে মনে করেন তাহলে অনুমতি করুন শাহাজাদা, শিবাজীকে আমরাই শায়েস্তা করি।

ঔরংজেব। শিবাজী যদি রাজপুত হতো, তাহলে এতদিন তাই করতুম। মহারাষ্ট্রে যদি দ্বিতীয় একটা হলদিঘাটের মত যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকত, তাহলে আমি ইতস্তত করতুম না। কিন্তু শিবাজী চতুর, রাজপুতের পরাজয়ের ইতিহাস থেকে সে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। সম্মুখ যুদ্ধের সুযোগ সে মোগলকে দেবে না। মাহারাষ্ট্রের অগণ্য অসংখ্য পাহাড় পর্ব্বত, দিগন্ত প্রসারিত গভীর অরণ্য, ভীমকায়া প্রবল স্রোতস্বিনী—সবই যেন শিবাজীর নখদপর্ণে প্রতিবিম্ব ফেলে তাকে প্রতি মুহূর্ত্তেই নিরাপদ পথটাই দেখিয়ে দেয়, আর শিবাজী পরম নিশ্চিন্তে দাক্ষিণাত্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি লুণ্ঠন আর হত্যার আনন্দ নিয়ে ছুটে বেড়ায়। অজ্ঞাত দেশে, পুঞ্জীভূত প্রাকৃতিক বাধা-বিপত্তি ঠেলে ফেলে মোগল শিবাজীকে কেমন করে আত্মসমর্পণে বাধ্য করাবে, তাই আমার সব চেয়ে বেশী চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে সেনাপতি।

মীরজুমলা। কিন্তু শাহাজাদা পরিচালিত মোগল-বাহিনী অক্ষম বা দুর্ব্বল নয়।

ঔরংজেব। তা যে নয় তা আমি জানি। কিন্তু আগ্রায় পিতা রুগ্ন, বৃহত্তর কর্ত্তব্য পালনের জন্য কখন যে আমায় দাক্ষিণাত্য অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে আগ্রায় চলে যেতে হয়, একমাত্র খোদাই তা জানেন। শিবাজীর বিরুদ্ধে একবার

অভিযান সুরু করলে তাকে সম্পূর্ণ জয় না করে নিরস্ত হওয়া যাবে না। এরূপ অবস্থায় সে কাজে প্রবৃত্ত হবার ইচ্ছাও আমার নেই। কিন্তু শিবাজী যদি বিজাপুরের সঙ্গে যোগ দেয়?

দৌবারিকের প্রবেশ

কি সংবাদ?

দৌবারিক। মহারাষ্ট্র-সেনানী রঘুনাথ পন্ত জানতে চেয়েছেন, জনাব কি এখন তাঁকে দর্শন দিতে পারেন?

ঔরংজেব। তাকে বল যে, আমরা তারই অপেক্ষা করছি।

দৌবারিকের প্রস্থান

জানেন সেনাপতি, শিবাজী ঠিক এই সময়েই তার প্রতিনিধিকে আমাদের কাছে কেন পাঠিয়েছে?

মীরজুমলা। পূর্ব্ব থেকেই ত স্থির ছিল, প্রতিনিধি পাঠিয়ে সে তার আর্জ্জি পেশ করবে।

ঔরংজেব। স্থির ছিল বটে, কিন্তু এতদিন সে তা করেনি—হয় ত করতও না, যদি না আদিল শার মৃত্যু হতো। শঠ, অনুমানে বুঝে নিয়েছে যে, আমরা বিজাপুর সম্বন্ধে একটা নূতন কোন ব্যবস্থা নিশ্চিতই করব। বিজপুরের অদৃষ্ট-চক্রের এই পরিবর্ত্তন-সময়ে সেও একটা কিছু ক'রে নিতে চায়। কোন সুযোগই যারা হেলায় হারায় না, বড় ভয়ানক লোক তারা জানবেন সেনাপতি।

রঘুনাথ পন্ত প্রবেশ করিলেন

সেনানী রঘুনাথ। আমাদের অভিমত জ্ঞাপন করবার জন্য

আমরা আপনাকে একদিন বেশী রাখতে বাধ্য হয়েছি। মোগল আজ হিন্দুর মত অতিথিসেবা করতে জানে না। হয় ত আপনাকে অনেক অসুবিধাই ভোগ করতে হয়েছে।

রঘুনাথ। না শাহাজাদা! মোগলের আতিথেয়তা সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা নিয়ে আমরা দেশে ফিরে যাচ্ছি।

ঔরংজেব। যদি সৌভাগ্যক্রমে কখনো আপনাদের আশ্রায় পাই, তাহলে এখনকার ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ পাব—এই আমাদের ভরসা। কিন্তু থাক সে কথা। আপনি কি আজই রায়গড়ে ফিরে যেতে চান?

রঘুনাথ। যদি শাহাজাদা অনুমতি দেন, তা হলে আজই আমরা দেশে ফিরে যেতে পারি।

ঔরংজেব। বেশ! আজই আপনারা যেতে পারেন। শিবাজীকে বলবেন যে, আমরা তাঁর আর্জ্জি মঞ্জুর করতে রাজী আছি। কিন্তু যদি কখনো আমাদের বিজাপুরের বিরুদ্ধে অভিযান করতে হয়, তাহলে শিবাজী মোগল-সেনাপতির অধীনে থেকে যুদ্ধ করবেন আর সে যুদ্ধে মোগল যা জয় করবে তার কোন অংশ তিনি পাবেন না।—এই মর্ম্মে তাঁর প্রতিশ্রুতি পেলে, বিজাপুরের যে-সব দুর্গ তিনি জয় করেছেন, তার উপর আমারাও কোন রকম দাবী উপস্থিত করব না।

রঘুনাথ। আমাদের প্রতি আর কোনরূপ আদেশ আছে?

ঔরংজেব। আদেশ নয় সেনানী—এ সবই আমাদের অনুরোধ। শিবাজী যদি এই অনুরোধ রক্ষা করেন, তাহলেই তাঁর সঙ্গে

আমাদের বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, এই কথাই আপনি শিবাজীকে বুঝিয়ে বলবেন।

রঘুনাথ। শাহাজাদার প্রতি কথাই মহারাজ জানতে পারবেন।

ঔরংজেব। তা হলে আপনাকে আর আমরা কষ্ট দেব না। আপনি রায়গড় যাবার আয়োজন করুন।

রঘুনাথ অভিবাদন করিয়া বাহির হইয়া গেলেন

কুক্কুরের দল!

কিছুকাল পায়চারী করিয়া

সেনাপতি!

মীরজুমলা। আদেশ করুন শাহাজাদা।

ঔরংজেব। শিবাজীর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখবার জন্য উপযুক্ত লোক নিয়োগ করুন। একদল সৈন্যও সব সময় সজ্জিত রাখবেন। যুদ্ধ হয় ত বিজাপুরের সঙ্গেই আমাদের করতে হবে—কিন্তু প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে শিবাজীর উপর। আমাদের যে-কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে অমরা শিবাজীর কাছ থেকে কৃতঘ্নতার প্রত্যাশা করতে পারি

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বিজাপুর-দরবার। সিংহাসনে বেগম উপবিষ্ট।
অমাত্যগণ নীরব

বেগম। আপনাদের সকলকেই নীরব দেখে আমার মনে হচ্ছে, বিজাপুরে সত্যই বীর নেই। সুলতান আদিল শার সঙ্গেই বিজাপুর তার শেষ বীর হারিয়েছে।

আফজল খাঁ। বিজাপুর বীরশূন্য নয় বেগমসাহেব।

বেগম। নয় যে তা কেমন করে—কেমন করে বুঝব, আফজল খাঁ! সামান্য এক জাইগীরদারের পুত্র অসভ্য একদল মাওলা নিয়ে দুর্গের পর দুর্গ বিজাপুরের অধিকার থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর দূরদর্শী, যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ বিজাপুরী সৈন্যাদক্ষগণ হয় পঙ্গুর মত রাজধানীতে বসে রয়েছেন, নয় তার বিক্রম সইতে না পেরে পালিয়ে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করছেন।

রণদুল্লা খাঁ। যুদ্ধে জয়-পরাজয় দু-ই আছে বেগমসাহেব।

বেগম। তা জানি রণদুল্লা খাঁ। কিন্তু প্রকৃত বীর যে, সে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসে শত্রুকে নিশ্চিন্তে রাজ্য-ধ্বংসের অবসর দেয় না— পরাজয়ের কলঙ্ক-কালিমা শত্রুর রক্ত দিয়ে সে ধুয়ে মুছে ফেলে। দশ সহস্র সৈন্য নিয়েও শ্যামরাও যে পরাজয় বরণ করে নিলেন তার জন্য দুঃখিত হলেও আমি হতাশায় ভেঙ্গে পড়িনি। আমার সকল আশা লোপ পেয়েছে তখনই, যখন আমি দেখিছি বিজাপুরের কোন

অমাত্য, কোন সৈন্যাধ্যক্ষ বিজাপুরের এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে একটুকু আগ্রহও প্রকাশ করেন নি।

মুরারপন্ত। কিন্তু শিবাজীর সঙ্গে বিরোধ কি আমরা সকলে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি?

আফজল খাঁ। শিবাজীর প্রতি হিন্দুর পক্ষপাতিত্ব থাকা সম্ভব; সুতরাং হিন্দু-অমাত্যরা বলতে পারেন শিবাজীর সঙ্গে সন্ধিস্থাপনই বিজাপুরের পক্ষে মঙ্গলজনক। কিন্তু বিজাপুরে মুসলমান প্রজাও আছে, বাহুতে তাদেরও শক্তি আছে। তারা চায় যে দস্যু-শিবাজীকে শাস্তি দিয়ে বিজাপুর আত্ম-সম্মান রক্ষা করুক।

রণদুল্লা খাঁ। কিন্তু সন্ধিমাত্রেই ত অসম্মানজনক নয় আফজল খাঁ!

বেগম। মুরার পন্ত, রণদুল্লা খাঁ, আমি বরাবর লক্ষ্য করছি, যে-কোন কারণেই হোক্ না কেন, শিবাজীকে শাস্তি দিবার প্রস্তাব উঠ্‌লেই আপনারা তার প্রতিবাদ করেন। আমি জানি না, শিবাজীর প্রতি আপনাদের এইরূপ পক্ষপাতিত্বের কারণ কি। সে সম্বন্ধে আপনাদের কাছে কোন প্রশ্নও আমি তুলতে চাই না। আমি শুধু জানতে চাই, বিজাপুর কি অসভ্য মারহাঠাদের বশ্যতা মেনে নেবে, বিজাপুর রমণীরা কি মারহাঠী পশুদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে?

মুরার পন্ত। বেগমসাহেব অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছেন। মারহাঠীরা অসভ্যও নয়, পশুও নয়,—একটা বিরাট সভ্যতার উত্তরাধি-কারী তারা।

বেগম। আজ যদি আমার স্বামী জীবিত থাকতেন, তাহলে এইখানে দাঁড়িয়ে আপনি আমার কথার প্রতিবাদ করতে পারতেন না। আমার পুত্র নাবালক, অমাত্যগণও—কি অপরাধে জানি না—আমার প্রতি বিরূপ। আমায় অসহায় জেনে আমার প্রতি এই উক্তি করতে আপনি সাহসী হয়েছেন।

মুরার পন্ত। মার্জ্জনা করবেন বেগমসাহেব। মুরার পন্ত বিজাপুরের কল্যাণ-কামনায়ই অপ্রিয় সত্য বলতে বাধ্য হয়েছে।

আফজল খাঁ। বিধর্ম্মীর কল্যাণ-কামনার ফলে বিজাপুরের কোন মঙ্গলই সাধিত হবে না। যারা মুখে বিজাপুরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে আর অন্তরে অন্তরে কামনা করে বিজাপুরের ধ্বংস, বিজাপুর তাদের হিতৈষণার অত্যাচার থেকে মুক্তি চায় মুরার পন্ত।

মুরার পন্ত। আমরা এই হীন-উক্তির প্রতিবাদ করি বেগমসাহেব।

বেগম। বিজাপুরের পরম দুর্ভাগ্য যে, তার এই দুর্দ্দিনে অমাত্যগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে উঠেছেন। আফজল খাঁ বয়সে নবীন। বিজাপুর হিন্দুর কাছে কত ঋণী, তা তিনি জানেন না। বিজাপুরের বিপদ দেখে তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। আশা করি হিন্দু-অমাত্যগণ এই উক্তির জন্য তাঁকে মার্জ্জনা করবেন।

শ্রান্ত ক্লান্ত ঘোড়ফড়ে কোনমতে বীরাবাঈকে বহন করিয়া সভায় প্রবেশ করিল

ঘোড়ফড়ে। বেগমসাহেব!

বেগম। এ কি মূর্ত্তি আপনার বাজীসাহেব!

ঘোড়ফড়ে। চন্দ্ররাওয়ের শেষ অনুরোধ রক্ষা করেছি বেগমসাহেব। মৃত্যুকালে সেই মহাপ্রাণ বলে গেলেন, তাঁর এই মাতৃহীনা কন্যাকে আপনার আশ্রয়ে এনে রাখতে। আপনি একে আশ্রয় দিন বেগমসাহেব।

বেগম। চন্দ্ররাও বিজাপুরের জন্যই আত্মদান করেছেন, তাঁর কন্যাকে আশ্রয়দান আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রতিহারিণী!

প্রতিহারিণী পিছন হইতে আসিয়া অভিবাদন করিল

খাসমহাল! (বীরার প্রতি) যাও মা! তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত। বিশ্রাম অন্তে আবার আমার দেখা পাবে।

ঘোড়ফড়ে। শিবাজীর উপক্রুতা এই বালিকার কিছু নিবেদন আছে বেগমসাহেব!

বেগম। আমরা তা শুনতে প্রস্তুত আছি।

ঘোড়ফড়ে। (বীরাবাঈকে) বেশ ক'রে সাজিয়ে-গুছিয়ে বল মা। মনে রেখ, তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে—যদি শিবাজীর শয়তানী বুঝিয়ে দিতে পার।

বীরাবাঈ। বেগমসাহেব! সম্মুখ-যুদ্ধে নয়, গুপ্তঘাতককে দিয়ে শিবাজী আমার পিতাকে হত্যা করিয়েছে।

বেগম। তা শুনে আমরা অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিছি মা।

ঘোড়ফড়ে। বেগমসাহেব! শিবাজীর নৃশংসতার ফলে এই সরলা বালা আজ সর্ব্বস্বহারা। একে আশ্রয় দেবার কেউ নেই।

[বীরাবাঈয়ের কাছে অগ্রসর হইয়া

বল, ভালো করে গুছিয়ে বল, চোখের জল ফেলতে ফেলতে বল।

বীরাবাঈ। সংসারে আপন বলতে আমার আজ কেউ নেই বেগম-সাহেব—শিবাজী সব কেড়ে নিয়েছে।

কাঁদিয়া উঠিল

ঘোড়ফড়ে। বেগমসাহেব, ও শুধু আশ্রয় চাইতেই আসেনি—ও চায় ওর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে!

বীরাবাঈ। অসহায় বলে এ অত্যাচারও আমায় সইতে হবে? সাহায্যের কোন আশা কোথাও নেই ব'লেই আজ এই মহীয়সীর কাছে এসেছি অনেক আশা নিয়ে। আমি চাই—পিতৃহত্যার প্রতিশোধ। আপনি আমায় আশ্রয় দিলেন, কিন্তু শিবাজীকে শাস্তি দেবার প্রতিশ্রুতি যে এখনও পেলুম না।

আফজল খাঁ। সে প্রতিশ্রুতি আমি দিচ্ছি!

বেগম। অমাত্যগণ! পিতৃহারা, অভাগী এই হিন্দুকন্যার দিকে একটি বার চেয়ে দেখুন। নিরপরাধিনী এই কুমারী শিবাজীর কোন অপকারই কখনো করেনি, কিন্তু শিবাজী একে পথের ভিখারিণী ক'রে ছেড়ে দিয়েছে; স্বধর্মী ব'লে আশ্রয়টুকুও দেয় নি। একে দেখুন, আর মনে মনে ভাবুন শিবাজীর শক্তিক্ষয় করতে না পারলে বিজাপুরের পুরস্ত্রীদেরও সে হয় ত একদিন এম্নি ভিখারিণী করে ছেড়ে দেবে, আশ্রয়প্রার্থনা

করে তাদেরও হয় ত একদিন এম্নি ক'রে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে হবে।

আফজল খাঁ। বেগমসাহেব! গোলামের ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা করবেন। বিজাপুরের বয়স্ক বিচক্ষণ অমাত্য ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ যুক্তি-জাল থেকে কখনো মুক্তি পাবেন না। প্রবীণ তাঁরা—পাকা বুদ্ধির দম্ভ নিয়েই তাঁরা থাকুন। আমায় আদেশ করুন বেগম-সাহেব, আমি বিদ্রোহী শিবাজীকে বেঁধে এনে বিজাপুরে-উপস্থিত করি।

বেগম। অমাত্যগণ! আপনাদের অভিমত জানতে পারলে আমরা কর্ত্তব্য স্থির করতে পারি।

রণতুল্লা। বেগমসাহেব! আমরা যে শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযান করতে ইতস্তত করছিলুম, তা শিবাজীর প্রতি আমাদের পক্ষপাতিত্বের জন্য নয়। আমরা ভাবছিলুম, মোগলের কথা। মোগল যদি বিজাপুর আক্রমণ করে, তাহলে শিবাজীর সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের পক্ষে সমীচীন হবে কি না, তাই-ই ছিল আমাদের বিচার্য্য।

বেগম। কিন্তু শিবাজী যে দ্রুতগতিতে বিজাপুরের দুর্গশ্রেণী জয় করছে, তাতে হয় ত মোগল-আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্যে একটি দুর্গও আমাদের আয়ত্তে থাকবে না।

আফজল খাঁ। মোগল যদি বিজাপুর আক্রমণ করে, বিজাপুর তারও বিরুদ্ধে যাতে বীরের মতো দাঁড়াতে পারে, তারই ব্যবস্থা করুন খাঁসাহেব। বিজাপুরের প্রভাব-প্রতিপত্তি, যশ—সবই

অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে—এই কথাটি স্থির জেনে আপনারা সকল কূটতর্কের অবসান করুন, এই আমার বিনীত অনুরোধ।

রণদুল্লা খাঁ। তবে তাই হোক বেগমসাহেব। বিজাপুর প্রমাণ করে দিক যে, সে বীরশূন্য নয়।

বেগম। তাহলে প্রস্তুত হও আফজল খাঁ! প্রয়োজন-মত পদাতিক, অশ্বারোহী, ধনুকধারী, গোলন্দাজ সৈন্য ও তদুপযুক্ত অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে তুমি শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযান কর।

আফজল খাঁ। আশীর্ব্বাদ করুন বেগমসাহেব, যেন ধূর্ত্ত শিবাজীকে বন্দী ক'রে দরবারে নিয়ে আসতে পারি।

বেগম। সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি জয়যুক্ত হও বীর! [বীরার প্রতি] শিবাজীকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা হলো, এবার তুমি বিশ্রাম করতে পার।

আফজল খাঁ চলিয়া গেল

—

চতুর্থ দৃশ্য

রায়গড়। প্রাসাদের একটি কক্ষ।

শিবাজী বেগে প্রবেশ করিলেন

শিবাজী। মা! মা!

জিজাবাঈ প্রবেশ করিলেন। শিবাজী তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। জিজাবাঈ তাঁহার চিবুক স্পর্শ করিলেন

জিজাবাঈ। আফজল খাঁকে শাস্তি দিয়ে ফিরে এসেছিস্ শিব্বা?

শিবাজী অধোবদনে রহিলেন

ভবানী প্রতিমা চূর্ণ করে এখনো সে জীবিত?

জিজাবাঈ শিবাজীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া

দেখি···দেখি! তাও কি সম্ভব? না না—পরাজয় কাকে বলে আমার শিব্বা তা জানে না।

শিবাজী। মা, আমরা এখনো যুদ্ধ করিনি।

জিজা। যুদ্ধ করনি! অথচ তুলাজাপুরে আফজল খাঁ মা ভবানীর বিগ্রহ চূর্ণ করেছে—নিরীহ নর-নারীদের হত্যা করেছে—

শিবাজী। শুধু তুলজাপুরই নয় মা, পন্দরপুরও পাষণ্ডদের অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পায়নি।

জিজা। আর মহারাজ শিবাজী? তিনি কি করছেন? হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করবার জন্য যিনি সর্ব্বস্ব পণ করেছেন, তিনি? নিজেকে

নিরাপদ রাখবার জন্তে সৈন্তদের এগিয়ে দিয়ে মায়ের অঞ্চলে এসে আশ্রয় নিয়েছেন !

শিবাজী। মা, এত কঠোরও তুমি হতে পার? তোমার শিব্বার ওপর কি তোমার এতটুকুও বিশ্বাস নেই !

জিজা। কিন্তু শত্রু যখন সর্ব্বস্ব ধ্বংস করে এগিয়ে আসছে…

শিবাজী। বিশ্বাস কর মা, তোমার শিব্বা. তখন নিশ্চিন্ত আলস্যে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে না। সারা রাত দুর্গম পথ বয়ে ছুটে এসেছি, আবার এখনই প্রতাপগড়ে যেতে হবে। মা, তোমার পায়ের ধূলো না নিয়ে কোন কাজেই যে আমি অগ্রসর হতে পারি না, তা ত তুমি জান।

জিজা। কিন্তু আফজল খাঁ…

শিবাজী। আফজল খাঁর সঙ্গে এখন যুদ্ধ করে' আমরা শক্তি ক্ষয় করতে পারি না মা !

জিজা। সে কি শিব্বা ! হিন্দুকে এত বড় আঘাত সে করল, আর মারহাঠার হিন্দু-নরপতি মহারাজ শিবাজী—

শিবাজী। আফজল খাঁ সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠিয়েছে, প্রতাপগড়ে সে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

জিজা। বিজয়ী আফজল খাঁ সন্ধির প্রার্থনা করেছে, আর বিজিত শিবাজী তাই সত্য বলে মেনে নিয়েছে !

শিবাজী। আফজল খাঁ জানে যে, দুর্গ সে দু' একটা জয় করেছে বটে, কিন্তু চিরদিন তার অধিকারে রাখতে পারবে না। কিন্তু যে শক্তির সাধনা মহারাষ্ট্র আজ করছে তাতে

সিদ্ধি লাভ করলে, এমন অত্যাচারও তাকে [illegible] সইতে হবে না।

তানাজী প্রবেশ করিলেন

তানাজী। মহারাজ!

শিবাজী। প্রতাপগড়ের সংবাদ পেয়েছ?

তানাজী। প্রতাপগড়ের সবই প্রস্তুত মহারাজ।

শিবাজী। তাহলে চল, আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

তানাজী। কৃষ্ণজী ভাস্কর একবার মা ভবানীকে প্রণাম করে যেতে চান মহারাজ। আর মায়ের কাছেও তাঁর কি যেন বলবার আছে।

শিবাজী। বেশ! তুমি তাকে এখানে নিয়ে এস!

তানাজী প্রস্থান করলেন

মা! এই কৃষ্ণজী ভাস্কর একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ—আফজল খাঁর দূত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এসেছেন। তোমাকে বড় ভক্তি করেন।

জিজাবাঈ মন্দিরে উঠিয়া গেলেন। শ্যামলী প্রবেশ করিল

শ্যামলী। বাবা!

শিবাজী। বল মা, কি বলতে চাও। চন্দ্ররাওয়ের কন্যার কথা আমি ভুলিনি মা। আমি তাকে উদ্ধার করবই!

শ্যামলী। কিন্তু বাবা, আফজল খাঁর সঙ্গে সন্ধি করবেন?

শিবাজী। কেন মা, তাতে ক্ষতি কি?

শ্যামলী। হিন্দুর এত বড় সর্ব্বনাশ সে করলে!

শিবাজী। হিন্দু নিজেই হিন্দুর সর্ব্বনাশ করছে, এ কথাটা আমরা যত ভুলে যাচ্ছি, ততই বিধর্ম্মীর প্রতি আমাদের আক্রোশ বেড়ে উঠ্‌ছে। আফজল খাঁ হিন্দুর মিত্র নয়,—শত্রু, কিন্তু বন্ধুর বেশে যারা শত্রুতা করছে, তাদেরও যে আমরা ভাই বলে বুকে টেনে নিতে চাইছি! আর সন্ধি ত শত্রুর সঙ্গেই করতে হয় শ্যামলী!

জিজাবাঈ তাম্রপাত্রে নির্ম্মাল্য লইয়া আসিয়া শিবাজীর মাথায় দিলেন। এবং পাত্রটা শ্যামলীর হাতে দিলেন—শ্যামলী চলিয়া গেল

শিবাজী। মা! তোমার এই আশীর্ব্বাদ আমায় চিরজয়ী ক'রে রেখেছে বলেই ত যেখানেই থাকি এক একবার ছুটে আসি।

তানাজী প্রবেশ করিলেন

তানাজী। কৃষ্ণজী ভাস্কর এসেছেন মহারাজ!

কৃষ্ণজী প্রবেশ করিলেন

শিবাজী। আসুন কৃষ্ণজী!

কৃষ্ণজী একটু দাঁড়াইয়া ভবানী-মন্দিরে গিয়া প্রণাম করিয়া নামিয়া আসিলেন। জিজাবাঈ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

কৃষ্ণজী। সন্তানকে অপরাধী করলে মা!

জিজাবাঈ। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ আমার শিব্বাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

কৃষ্ণজী। কিন্তু মা, ব্রাহ্মণ বলে নিজের পরিচয় দেবার অধিকার ত আমার নেই। বিধর্ম্মীর কাজে আমি দেহ-মন সকলই

অর্পণ করেছি। আমার পরিচয় যদি তুমি পাও মা, তাহলে ঘৃণায় তুমি মুখ ফিরিয়ে নেবে, তোমার শিক্ষা আমায় কুকুরের মতো হত্যা করবে। কিন্তু আমি পারি না···পারি না তোমার পুত্রহত্যার নিমিত্তভাগী হতে।

জিজাবাঈ। আমার পুত্রহত্যা!

শিবাজী। বল ব্রাহ্মণ, কি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তুমি!

কৃষ্ণজী। না ব'লে যেতে পারলুম না···গ্লানি আর চেপে রাখতে পারলুম না। আফজল খাঁ শিবাজীর সঙ্গে দেখা করতে চায় সন্ধির কামনায় নয়, তাকে হত্যা করবার অভিপ্রায়ে।

শিবাজী। ব্রাহ্মণ, আপনি নিশ্চিন্তে প্রতাপগড়ে যেতে পারেন। শিবাজী আত্মরক্ষা করতে অসমর্থ নয়। কিন্তু আমার সকল সর্ত্ত যেন রক্ষিত হয়। আফজল খাঁ মাত্র দুইজন রক্ষী রাখতে পারবেন, আমিও ততোধিক রক্ষী সঙ্গে নোব না।

জিজবাঈ। ব্রাহ্মণ!

কৃষ্ণজী। আর ব্রাহ্মণ নয়,—বিশ্বাসঘাতক। মারহাঠার এই নবোদিত সূর্য্যকে রাহুর কবলে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হলো না। তাই বিশ্বাসঘাতকতা করলুম। ঘৃণা যদি কর মা, তার সঙ্গে যেন এতটুকু অনুকম্পাও মেশানো থাকে।

কৃষ্ণজী প্রস্থান করিলেন

শিবাজী। বিশ্বাসঘাতক এই আফজল খাঁকে আর অতিথি বলে মনে করবার কোন কারণই নেই, তানাজী। প্রতাপগড়ে গিয়ে গোপনে তুমি প্রতি পর্ব্বত-শিখরে সৈন্য সমাবেশ করবে,

প্রতি গিরিপথে কৃতান্তের মত অপেক্ষা করবে, মারহাটী সৈন্য আফজল-বাহিনীকে গ্রাস করতে। দুর্গ থেকে যখনি আমি সাঙ্কেতিক তোপধ্বনি করব, তখনি তোমরা আফজল খার সৈন্যদের আক্রমণ করবে। পালাবার পথও তারা খুঁজে পাবে না। তুমি অগ্রসর হও তানাজী।

তানাজী জিজাবাঈ ও শিবাজীকে প্রণাম করিলেন

হ্যাঁ! তানাজী! আমার বর্ম্ম, বাঘনখ, আর বিচ্ছুয়া সঙ্গে নিয়ো।

তানাজী প্রস্থান করিল

মা! আফজল খাঁর অভিসন্ধি জান্‌তে পেরে ভালোই হ'ল মা। তোমার ঈপ্সিত সাধনে আর দ্বিধা করব না— ভবানী-প্রতিমা চূর্ণ করবার প্রতিফল সে পাবে। বিজাপুরে আর সে ফিরে যাবে না।

জিজা। ব্রাহ্মণ-কৃষ্ণজীর বেশ নিয়ে কোন দেবতা এসেছিলেন শিব্বা।

শিবাজী। আশীর্ব্বাদ কর মা!

জিজা। সম্মুখ যুদ্ধে তোকে পাঠাতে কখনো আমার এতটুকু সঙ্কোচ-বোধ হয় নি। কিন্তু বিশ্বাসহন্তা গুপ্তঘাতকের কাছে পাঠাতে যে মন চাইছে না!

শিবাজী। তোমার স্নেহ বর্ম্মের মত আমায় সকল বিপদ থেকে রক্ষা করে মা, গুপ্তঘাতকের ছোরা ত আমার দেহ স্পর্শও করবে না।

জিজা। তবে এসো বৎস! শত্রুসংহার ক'রে জয়গৌরব নিয়ে ফিরে এসো।

পঞ্চম দৃশ্য

প্রতাপগড়ের দুর্গপাদমূলের প্রান্তরে শিবির। আকাশে কালো কালো মেঘ জমিয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছে। আফজল খাঁ, ঘোড়ফড়ে, কৃষ্ণজী, সৈয়দ বান্দা এবং আর দুইজন রক্ষী দণ্ডায়মান

। কৃষ্ণজী! দেখতে পাচ্ছেন, দস্যুবৃত্তি ক'রে শিবাজী কি সম্পদ সঞ্চয় করেছে! মণিমুক্তাখচিত এই শিবির, বিলাসের এই বহুমূল্য উপকরণ! এমন সম্পদ হয় ত বিজাপুরেরও নেই।

কৃষ্ণজী। এমন সম্পদ যদি কারুর না থাকে খাঁসাহেব, তাহলে আপনাকে মানতেই হবে, শিবাজী দস্যু নন। কেন-না অন্যের এ সম্পদ না থাকলে দস্যুবৃত্তি দ্বারা শিবাজী তা সংগ্রহ করতে পারতেন না।

আফজল। কিন্তু একটা দস্যুর এ সম্পদে কোন অধিকার নেই।

ঘোড়ফড়ে। সে দস্যুর জীবন-প্রদীপ ত আজই নির্ব্বাপিত হবে খাঁ-সাহেব। তারপর এ সবই আপনার সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াবে।

আফজল। বাজীসাহেব!

ঘোড়ফড়ে। আদেশ করুন।

আফজল। সেই হিন্দুকুমারী! তার মিনতিভরা ছল ছল দুটিই আজ মনে পড়ছে।

ঘোঁড়ফড়ে। বড় ভালো মেয়ে সে।

আফজল। কিন্তু অনাথা! দস্যু শিবাজীই তাকে ভিখারিণী করেছে

ঘোড়ফড়ে। হাঁ খাঁসাহেব। তার পিতাকে হত্যা করেছে, তার প্রণয়ীকে কেড়ে নিয়েছে।

আফজল। প্রণয়ী!

ঘোড়ফড়ে। হাঁ খাঁসাহেব। শিবাজী তাকে ডাকাতের দলে ভর্ত্তি করে নিয়েছে। রাজপুত্রের মত চেহারা।

আফজল। অসামান্যা সুন্দরী সেই কুমারীর প্রণয় লাভ করবার সৌভাগ্য, নীচ হিন্দু-কুলোদ্ভব কখনোই অর্জ্জন করতে পারে না, বাজীসাহেব।

ঘোড়ফড়ে। তাই ত ওবংশের অনেক মেয়েই মুসলমানকে পতিরূপে বরণ করে নিয়েছে।

কৃষ্ণজী। দুর্য্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে খাঁসাহেব!

আফজল। কিন্তু শিবাজীর আসবার কোন লক্ষণই ত দেখা যাচ্ছে না, কৃষ্ণজী?

কৃষ্ণজী। শিবাজী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না খাঁসাহেব।

আফজল। মেঘগুলোর কি দ্রুতগতি!

ঘোড়ফড়ে। বজ্রের কি বিকট শব্দ!

কৃষ্ণজী। সমস্ত প্রকৃতি যেন ক্ষেপে উঠেছে।

আফজল। কেন এমন হলো, কৃষ্ণজী!

কৃষ্ণজী। দেবতার রোষানল আকাশ চিরে বেরিয়ে আসছে।

আফজল। কৃষ্ণজী! শিবাজীর দুর্গে গিয়ে বলে আসুন, সে আসতে অধিক বিলম্ব করলে আমি এ স্থান ত্যাগ করে চলে যাব।

কৃষ্ণজী প্রস্থান করিলেন

ঘোড়ফড়ে। আঁধার যেমন নেমে আসছে, দুর্য্যোগ যেমন ঘনিয়ে

উঠছে, তাতে এখানে বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয় খাঁ-সাহেব।

আফজল। বিপদের ভয় আফজল খাঁ করে না বাজীসাহেব। কিন্তু একটা দস্যুর আগমন প্রতীক্ষায় এতক্ষণ অপেক্ষা করা আমি অপমানজনক বলে মনে করি। আচ্ছা বাজী-সাহেব!

ঘোড়ফড়ে। অনুমতি করুন!

আফজল। সেই হিন্দু-কুমারী—

ঘোড়ফড়ে। হাঁ, বীরাবাঈ তার নাম।

আফজল। শিবাজীকে যখন বন্দী করে নিয়ে যাব, তখন খুবই খুশী হবে সে?

ঘোড়ফড়ে। শিবাজীর উপর প্রতিশোধ দেবার জন্যই ত সে বেঁচে আছে।

কৃষ্ণজী প্রবেশ করিলেন

আফজল। এরই মাঝে ফিরে এলেন কৃষ্ণজী!

কৃষ্ণাজী। দূরে শিবাজীর শিবিকা দেখেই আমি ফিরে এসেছি খাঁ-সাহেব।

আফজল। শিবিকা!

কৃষ্ণজী। মণিমুক্তাখচিত শিবিকা, বিশজন বাহক তা কাঁধে নিয়ে দুর্গ থেকে নেমে আসছে।

আফজল। দস্যুর এই ঔদ্ধত্য অসহ্য কৃষ্ণজী!

ঘোড়ফড়ে। বন্দী করে বিজাপুর নিয়ে যাবার সময় উটের পিঠে চিৎ করে ফেলে রাখব!

। কিন্তু আজ কী দুর্যোগ!

ঘোড়ফড়ে। দুর্য্যোগ মারহাটীদের। আজ তাদের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হবে।

আফজল। কৃষ্ণজী!

কৃষ্ণজী। বলুন খাঁসাহেব!

আফজল। ওই যে দূরে তিনজন লোক আসছে, ওরাই কি শিবাজীর দল?

কৃষ্ণজী। খাঁসাহেব ঠিকই অনুমান করেছেন।

আফজল। কিন্তু দেখতে ত ওরা একেবারে সাধারণ লোকের মত! ওর মাঝে শিবাজীও আছে?

কৃষ্ণজী। আছেন বৈ কি খাঁসাহেব। ওই যে আজানুলম্বিত বাহু, আয়তোজ্জ্বল চক্ষু, দৃঢ়তাব্যঞ্জক অধর—উনিই মহারাজ শিবাজী।

আফজল। বলুন দস্যু-শিবাজী!

ঘোড়ফড়ে। যদি জানতে পায়, যদি চিনতে পারে আমি ঘোড়ফড়ে! নাঃ, কখনো ত দেখেনি। চিনবে কি করে? ঘোড়ফড়ে! সিংহের গহ্বরে মাথা ঢুকিয়েছ, এখন প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে হয়।

আফজল। কৃষ্ণজী, ওরা এসে পড়েছে, ওদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসুন। প্রস্তুত থেকো তোমরা। যদি প্রয়োজন হয় দ্বিধা বোধ করো না।

আফজল খাঁ মঞ্চোপরি বসিলেন। ঘোড়ফড়ে আরো পিছনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কৃষ্ণজী অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। শিবাজী প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে আবাজী আর রণরাও। শিবাজী কিছুদূর আগাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

কৃষ্ণজী। আসুন মহারাজ!

শিবাজী। কৃষ্ণজী !

কৃষ্ণজী। আজ্ঞা করুন মহারাজ।

শিবাজী। আপনাদের সঙ্গে যে সর্ত্ত ছিল, আপনারা তা রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করেননি ; সুতরাং আমরা আপনাদের সঙ্গে কোনরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পরি না।

আফজল। ঘৃণিত কুকুরের এই স্পর্দ্ধা !

কৃষ্ণজী। আপনি যেরূপ অনুমতি করেছিলেন…

শিবাজী। আপনি তা করেন নি। কথা ছিল, আফজাল খাঁ মাত্র দুই জন দেহরক্ষী নিয়ে আসবেন, আমিও তাই করব। সপ্তম ব্যক্তি থাকবেন কেবল আপনি। আপনাদের কথায় বিশ্বাস করে আমি মাত্র দুই জন সঙ্গী নিয়ে এসেছি ; খাঁ-সাহেব দেখছি আমাদের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নি। অতিরিক্ত ওই দুটি লোক এখানে থাকতে পারবে না কৃষ্ণজী।

ঘোড়ফড়ে। যাক্ বাঁচা গেল বাবা ! যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ! ছুরির মতই যেন দেহে বিঁধছে।

কৃষ্ণজী আফজল খাঁর নিকটে গেলেন

কৃষ্ণজী। সর্ত্ত সেইরূপই ছিল খাঁসাহেব।

আফজল খাঁ হস্তের ইঙ্গিতে ঘোড়ফড়ে ও সৈয়দ বান্দাকে সরিয়া যাইতে বলিলেন। শিবাজী অগ্রসর হইয়া আফজল খাঁ যে মঞ্চের উপর বসিয়া ছিলেন, তাহার সর্ব্ব নিম্নস্তরে পা দিয়া কহিলেন

শিবাজী। খাঁসাহেব ! তুলজাপুর ও পন্দরপুর জয় করেও যে আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের অভিপ্রায়ে আপনি প্রতাপগড়

অবধি এসেছেন, তার জন্য আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞ।

শিবাজী আর এক ধাপ উচ্চে উঠিলেন।

দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে উভয় পক্ষেরই লোকক্ষয় অনিবার্য্য; সুতরাং আমরাও বন্ধুত্ব কামনা করি।

শিবাজী আর এক ধাপ উচ্চে উঠিলেন।

আসুন খাঁ সাহেব, মৈত্রীর নিদর্শনস্বরূপ আমাদের প্রথম সাক্ষাতের এই শুভ মুহূর্ত্তে আমরা পরস্পর পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হই!

শিবাজী আর একধাপ অগ্রসর হইয়া মঞ্চোপরি উঠিলেন এবং আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিয়া দিলেন। আফজাল খাঁ বামহাতে শিবাজীর কণ্ঠ চাপিয়া ধরিলেন।

এ কি! খাঁ সাহেব।

আফজাল। কাফের তোমার ধৃষ্টতার শাস্তি গ্রহণ কর।

আফজল খাঁ ডান হাত দিয়া পেশকবচ কোষমুক্ত করিয়া শিবাজীর বক্ষে আঘাত করিলেন। আঘাত বর্ম্মে লাগিয়া ঝনাৎ করিয়া উঠিল। শিবাজী আঘাত সামলাইয়া লইয়া আফজালের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

শিবাজী। বিশ্বাসঘাতক!

শিবাজী বাঘনখ ও বিচ্ছুয়া অস্ত্র আফজল খাঁর পেটে ও কাঁধে বসাইয়া দিলেন।

আফজাল খাঁ। হত্যা, হত্যা!

চেঁচাইতে চেঁচাইতে পড়িয়া গেলেন

শিবাজী। রণরাও!

শিবাজী হস্ত প্রসারিত করিলেন। রণরাও তাঁহার হাতে তরবারি দান করিলেন। সৈয়দ বান্দা শিবাজীকে আঘাত করিবার জন্য উন্মুক্ত তরবারি লইয়া লাফাইয়া আসিল।

সৈয়দবান্দা। কাফের!

আবাজী বল্লম ছুঁড়িয়া মারিলেন। সৈয়দবান্দা পড়িয়া গেল

সৈয়দবান্দা। খুন করলে!

আফজালের রক্ষীরা পলায়ন করিল। শিবাজী আফজলের বুকে তরবারি বসাইয়া দিলেন

এম্নি করেই শিবাজী বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দেয় আফজ্জাল খাঁ।

শিবাজী নীচে লাফাইয়া পড়িলেন

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিজাপুর দুর্গের অংশ। সখীরা নাচিতেছিল, গাহিতেছিল। বীরা বসিয়া ছিল। সখীদের গান।

আয় রূপসী, আয় ষোড়শী; নাচবি যদি আয় ললিতা।
জ্যোছনাতে বয় নতুন হাওয়া, চকোর কোথায় গাইছে গীতা॥
চাঁদের কিরণ কুড়িয়ে নিয়ে, ফুলের পরাগ উড়িয়ে দিয়ে,
ঘোমটা খুলে দুলিয়ে বেণী, খুঁজব সবাই মনের মিতা।

ঘুম-সায়রে স্বপন-সাঁচা, মধুর দুটি নয়ন-পাখী—
গান-জাগানো নূপুরতালে, নীরব তানে উঠ্‌বে ডাকি—
ভোম্‌রা-বঁধু যে সুর সাধে, নাচবে সখি তারই ছাঁদে,—
ঘুম-পরীদের রঙীন হাসি, ভুলিয়ে দেবে দুখের চিন্তা ॥

বীরা তোমরা যাও, আমায় একটু একলা থাকতে দাও।

মরিয়ম। রাত দিন কি এত ভাব তুমি!

বীরা। সে তোমরা বুঝবে না, মরিয়ম। আপন বলতে কেউ নেই, শিবাজী কাউকে রাখেনি।

মরিয়ম। তোমরা যাও।

সখীগনের প্রস্থান

যা হয়ে গেছে তা ভুলে যাও। বেগমসাহেব তোমায় ভালবাসেন, স্বয়ং সুলতান তোমার জন্য পাগল, তোমার ভাবনা কি বিবিসাহেব!

বীরা। তুই শুতে যা মরিয়ম। সুলতানের কথা কখনো আর আমার কাছে বলিসনে।

মরিয়ম। তা কি পারি বিবিসাহেব! তিনি আমাদের প্রভু। তাঁর গুণগান করলে আমাদের যে সাতজন্মের পাপ ঘুচে যায়।

বীরা। নিজের ঘরে গিয়ে সেই গুণগান করগে। আমায় আর বিরক্ত করিসনে।

মরিয়ম। কিন্তু বিবিসাহেব, সুলতানকে দেখলে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। শুনেছি মোগল-বাদশাদের মাঝেও অমন সুপুরুষ কেউ নেই।

বীরা। তোদের সুলতানকে আমি দেখেছি মরিয়ম। সে সুন্দর,

খুবই সুন্দর। আর জেনেছি সে শয়তান—শিবাজীর চেয়েও শয়তান।

মরিয়ম। ও-কথা মুখ দিয়ে আর বার করোনা বিবিসাহেব। কেউ শুনে ফেল্লে রক্ষে রাখবে না।

বীরা। মরিয়ম?

মরিয়ম। কি বিবিসাহেব?

বীরা। আমায় তুই একটুখানি বিষ এনে দিতে পারিস?

মরিয়ম। তুমি সত্যি-সত্যিই রাগ করেছ। নাঃ! আমি শুতেই চল্লুম। চাঁদ ডুবু-ডুবু। অনেক রাত হয়েছে।

মরিয়ম উঠিয়া চলিয়া গেল। আলি শাহ্ আসিয়া দরজার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইলেন

বীরা। কেন বিজাপুরে এসেছিলুম! শ্যামলি! তোর কথা কেন শুনলুম না।

বীরাবাঈ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গান সুরু করিল

বিদায় বেলার চোখের জলে,
ভর্‌ব আমি ডালা।
সাঙ্গ হয়ে গেল এবার
ফুল কুড়ানোর পালা।
ফুল্ল ক'রে কাননভূমি
আবার যেদিন আস্‌বে তুমি,
তোমার গলায় দুলিয়ে দেবো
আমার হাসির মালা॥
নীল আকাশে তারার কুসুম ফুটছে অনন্ত,
তারই মাঝে ঘুমোয় আমার প্রাণের বসন্ত,
আজ্‌কে নীরব চাঁদনী রাতে,
ছ্‌না কাঁদে আমার সাথে—
কাঁদছে বাঁশী নেইকো আমার—
শাঁওর বংশীয়ালা॥

দেওয়ালের উপরে একটি মাথা দেখা গেল। বীরাবাঈ ভয়ে পিছাইয়া গেল

একি ! দেয়াল বেয়ে উপরে উঠে আসছে কে ?

আলি শাহ্ আর একটু আড়ালে গিয়া দাঁড়াইলেন

(রণরাও নেপথ্যে)

বীরা !

বীরা কাঁপিয়া উঠিয়া বুক চাপিয়া ধরিল

বীরা। কে ডাকলে ! সেই কণ্ঠ দিয়ে, কে আমায় ডাকলে ?

(রণরাও নেপথ্যে)

বীরা ! আমি এসেছি। তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি, বীরা !

জানালা দিয়া সমস্তটি শরীর দেখা গেল।

বীরা। রণরাও !

রণরাও। হাঁ বীরা, আমি, আমি রণরাও ! এস বীরা, আমার সঙ্গে চল।

বীরা। কোথায় যাব ?

রণরাও। তোমার পিতার দুর্গে।

বীরা। সে দুর্গ ত শত্রু অধিকার করে নিয়েছে।

রণরাও। শত্রু নয়, শত্রু নয় বীরা, দেবতার চেয়েও বড়। দেবতার চেয়েও উদার।

বীরা। যে তোমার আমার মাঝে একটা পাহাড়ের ব্যবধান সৃষ্টি করেছে—

রণরাও ! সত্য নয়, তা সত্য নয় বীরা !

বীরা। যে গুপ্তঘাতক দিয়ে আমার পিতাকে হত্যা করিয়েছে।

রণরাও। বীরা, অভাগী বীরা !

বীরা। যার জন্য এই পাপপুরীতে আশ্রয় নিয়ে আমায় নিত্য শত ঘৃণ্য প্রস্তাব শুনতে হচ্ছে, লম্পটের লালসা থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য অষ্টপ্রহর সজাগ থাকতে হচ্ছে।

রণরাও। আমার সঙ্গে এই পাপপুরী ত্যাগ করে চল বীরা! তোমার পিতার দুর্গ মহারাজ শিবাজী তোমারই জন্যই রেখে দিয়েছেন।

বীরা। শিবাজীর কৃপা কুড়িয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না রণরাও!

রণরাও। তাহলে চল তোমায় অন্য কোথাও নিয়ে যাই।

বীরা। রণরাও!

রণরাও। বেশী বিলম্ব করোনা বীরা। শত্রুপুরী, প্রহরীরা সজাগ, দেখে ফেল্লে আর ফিরে যাওয়া হবে না।

আলি শা বাহির হইয়া গেল এবং তীর ধনুক লইয়া ফিরিয়া আসিল

বীরা। কিন্তু তোমার সঙ্গে ত আমি যেতে পারি না, রণরাও!

রণরাও। আমার সঙ্গেও যেতে পার না!

বীরা। নারীকে তুমি কি মনে কর রণরাও? সে কি হৃদয়হীন, সখেরই পুতুল কেবল, যে, ইচ্ছামত তাকে প্রত্যাখ্যান করবে, ইচ্ছামত তাকে আদর জানাবে?

রণরাও। নারীকে আমি দেবী বলেই জানি, বীরা।

বীরা। মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা, রণরাও। যদি তা সত্য হতো, তাহলে আজ তুমি আমার কাছে আসতে সাহসী হতে না। তুমি যাও, চলে যাও রণরাও, আমি এইখানে শত অসম্মানের জীবন যাপন করব, তবুও তোমার সঙ্গে যাব না।

রণরাও। অভিমান ত্যাগ কর বীরা!

বীরা। একে অভিমান বলে আমার আর অপমান করোনা, রণরাও। এ অভিমান নয়, এ আমার নারীত্বের মর্য্যাদা।

রণরাও। ফিরে চলে যাব বীরা ?

বীরা। যে-দাবী তুমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছ, ইচ্ছা করলেই কি আবার তা প্রতিষ্ঠা করতে পার ? পার না, পার না রণরাও !

বীরা সরিয়া দাঁড়াইয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিল

রণরাও। হয়ত এ শাস্তি আমার প্রাপ্যই ছিল। কিন্তু তবুও বলে যাই বীরা, যদি কখনো প্রয়োজন হয়, যদি কখনো মার্জ্জনা করতে পার—তাহলে রণরাওকে স্মরণ করো। প্রথম মিলনের সেই মধুর-স্মৃতিটুকু বুকে নিয়ে সে তোমার জন্য অপেক্ষা করবে।

রণরাও নামিয়া গেল। আলিশাহ্ ধনুকে তীর যোজনা করিয়া জানালার কাছে গেল

বীরা। এ কি সুলতান ?

আলি শাহ্। তীরের পাল্লায় একটা শিকার পড়েছে হিন্দুবাঈ। একটু সবুর কর, তোমার পদতলেই উপহার দোব।

আলিশাহ্ লক্ষ্য স্থির করিল। বীরা আলিশাহ্‌কে জড়াইয়া ধরিল

বীরা। রক্ষা কর, রক্ষা কর !

আলিশাহ্ তীর ধনুক ফেলিয়া দিল

আলি শাহ্। তোমারই কৃপায় কাফের প্রাণ লাভ করল। কিন্তু কি কোমল তোমার স্পর্শ !

বীরাবাঈ সুলতানকে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল

বীরা। সুলতান !

আলি শাহ্। বাইরের শীকারটা মাটি করে দিলে, আবার নিজেও তুমি ধরা দেবে না। তাও কি হয়? আমি তোমায় চাই, তোমাকেই আমি চাই বীরা। মরিয়ম কি বলেনি, তোমার ওই রূপ কি আগুন জ্বেলে দিয়েছে আমার অন্তরে!

বীরা। বীজাপুর-স্থলতানের এই কি উচিত ব্যবহার?

আলি শাহ্। নয় কেন? শুনেছি তোমাদেরই শাস্ত্রে লেখে ভূমি আর নারী বীরভোগ্যা!

বীরা। লজ্জা করে না কাপুরুষ, বীরত্বের কথা কইতে? অসহায় এক নারীকে আশ্রয় দিয়ে তাকে যে অপমান করতে পারে, সে আবার বীর!

আলি শাহ্। অপমান করতে চাইনে বীরা, তোমায় আমি সিংহাসনে বসাতে চাই, বিজাপুরের নূরজাহান করে রাখতে চাই।

বীরা। এখুনি এই কক্ষ পরিত্যাগ করুন স্থলতান।

আলি শাহ্। কিন্তু তার আগে—

আলিশাহ্ বীরাবাঈয়ের দিকে অগ্রসর হইল।
তীর ধনুক লইয়া লক্ষ্য স্থির করিয়া বীরা কহিল

বীরা। সাবধান স্থলতান! মারাঠির মেয়ে সত্যই অবলা নয়!

বেগম প্রবেশ করিলেন

বেগম। আলিশাহ্।

আলি শাহ্। মা!

আলিশাহ্ চলিয়া গেল, বীরাবাঈ তীর ধনুক ফেলিয়া দিয়া বেগমের পদতলে লুটাইয়া পড়িল

বেগম। এই পাপেই বিজাপুর গেল!

বেগম সেইখানে বসিয়া বীরাবাঈয়ের মাথা কোলে তুলিয়া লইলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

সিংহগড় দুর্গে শিবাজী ও তাঁর অমাত্যগণ

শিবাজী। মোগল যে আমাদের আক্রমণ করবে, তা ত জানতুমই তানাজী।

তানাজী। কিন্তু জেনেও আমরা তাদের গতিরোধ করতে পারিনি মহারাজ!

শিবাজী। প্রতি-আক্রমণ প্রতিরোধ করতে না পারলেই যে পরাজয় হয়, আশা করি এমন কথা তোমরা কেউ মনে কর না বন্ধুগণ!

রঘুনাথ। কিন্তু পুণা অবধি তারা অধিকার করেছে।

শিবাজী। তা করুক। সমগ্র মহারাষ্ট্র আছে, মারহাঠার পর্ব্বত আছে, অরণ্য আছে আর আছ তোমরা, যারা বিলাস চাও না, শান্তি চাও না, স্বাচ্ছন্দ্য চাওনা, চাও কেবল মারহাঠার মুক্তি!

পেশোয়া। কিন্তু মোগলের সঙ্গে আবার সন্ধি করলে হয় না?

শিবাজী। সন্ধি ত করেইছিলুম পেশোয়া। কিন্তু মোগল তার সম্মান রাখলে কৈ? দিল্লীতে নিজেকে নিরাপদ মনে করে আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খাঁকে পাঠালে শিবাজীকে দমন করতে। কিন্তু আমিও বলে রাখছি পেশোয়া। চোখের জল ফেলতে ফেলতে শায়েস্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ করতে হবে।

রঘুনাথ। কিন্তু আমরা কি জয়ী হতে পারব?

শিবাজী। আত্মপ্রতিষ্ঠার এই চেষ্টার ফলে যে ধরণীর বুক থেকে আমরা লোপ পেয়ে যাব না, একথা নিশ্চিত। মোগলকে

নিশ্চিন্ত থাকতে দিলে আমাদের চলবে না। সর্ব্বদা অতর্কিত আক্রমণদ্বারা তাদের বিব্রত রাখতে হবে। সম্মুখেই বর্ষা সমাগত। বিলাসে পালিত মোগল-সৈন্য তখন এক পাও অগ্রসর হতে পারবে না—তারপর মারহাঠার পার্ব্বত্য নদী সকল দুকূল-প্লাবিত করে ভীমবেগে বয়ে যাবে,—তখনই আমরা মোগলকে আক্রমণ করব।

তানাজী। শুনেছি শায়েস্তা খাঁ আদেশ দিয়েছে, কোন মারহাঠী পুণায় প্রবেশ করতে পারবে না।

শিবাজী। শায়েস্তা খাঁকে শিক্ষা দেবার ভার আমি নিজে নিচ্ছি তানজী।

রঘুনাথ। আমরা থাকতে মহারাজ নিজে এই বিপজ্জনক কাজে প্রবৃত্ত হবেন ?

শিবাজী। রঘুনাথ! ভাই! তোমাদেরও ত আমি কখনো নিরাপদে থাকতে দিই না। জেনেশুনেও যে তোমাদের আমি মৃত্যুর মুখেই পাঠিয়ে দিই।

তানাজী। আজ মনে পড়ে—বাজী প্রভুর কথা।

শিবাজী। বাজীপ্রভু! বাজীপ্রভু মানুষ ছিল না তানাজী—সে ছিল শাপভ্রষ্ট এক দেবতা। শত্রুরূপে প্রথম সে আমাদের দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তারপর মালকাপুরের গিরিশঙ্কট রক্ষা করবার জন্য বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে মারাঠার যে উপকার সে করে গেছে, মহারাষ্ট্র কখনো তা বিস্মৃত হতে পারে না। তুমি সেখানে ছিলে না তানাজী, রঘুনাথ, তুমিও তা দেখনি। সম্মুখে অপরিসর গিরিশঙ্কট—পানহালার দুর্গ থেকে স্বল্প-

সংখ্যক সৈন্য নিয়ে সবেমাত্র তখন বেরিয়েছি এম্নি সময় বিরাট এক বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করল সিদ্দি আজ্জিজ্ আর ফাজল খাঁ। আক্রমণের সেই ভীমবেগ আমি প্রতিরোধ করতে পারলুম না—প্রাণপণে চেষ্টা করলুম গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করতে। শবের পর শব স্তূপীকৃত হতে লাগল, মৃত্যু যেন পাতাল থেকে ছুটে এল মারাঠীদের গ্রাস করতে। এম্নি সময় বাজীপ্রভু এসে বল্লে তানাজি, প্রভু! মারহাঠা এ-যুদ্ধে তার শক্তি ক্ষয় করতে পারেনা। অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে আপনি গিরিশঙ্কট অতিক্রম করে বিশালগড় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করুন—আমি ততক্ষণ এই গিরিশঙ্কট রক্ষা করি। আমি সম্মত হলুম। অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে আমি গিরিশঙ্কটে প্রবেশ করলুম। তার জন্য রেখে এলুম মাত্র সাতশত সৈন্য। সেই সাতশত মাওলা নিয়ে সপ্তদশসহস্র বিজাপুরীকে বাধা দিতে দাঁড়াল বাজীপ্রভু। দিবা যখন অবসান-প্রায় তখন বিশালগড় দুর্গে প্রবেশ করলুম। দুর্গশিরে দাঁড়িয়ে দেখলুম বিজাপুরীসৈন্য পলায়িত। অপেক্ষা করলুম—বহুক্ষণ অপেক্ষা করলুম বাজীপ্রভুর প্রত্যাগমন-আশায়। কিন্তু—কিন্তু সে ফিরে এল না। তখন আবার ছুটে গেলুম সেই রণক্ষেত্রে। সূর্য্য তখন রক্তস্নাত, দিগন্ত রক্তে রাঙা, ধরণীর বুকেও রক্তের স্রোত। দেখলুম—দেখলুম, আমার সাতশত মাওলা, মারহাঠার শ্রেষ্ঠ সাতশত বীর সেই রক্তসাগরে আত্মবলি দিয়েছে। সন্ধান করে বাজীপ্রভুকে যখন পেলুম, তখন শেষ নিশ্বাসটি হয়ত তার বুক থেকে বেরুচ্ছে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলুম,

কিন্তু রাখতে পারলুম না, বীর-জীবনের দেনা-পাওনা সব শেষ করে বাজীপ্রভু অমৃত-লোকে চলে গেল।

শিবাজী দুই হাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া রহিলেন। অমাত্যগণও কেহ কোন কথা কহিলেন না। পরে সে নীরবতা ভঙ্গ করিলেন তানাজী

তানাজী। মহারাজ্!

শিবাজী। কি তানাজী?

তানাজী। বাজীপ্রভু দেবতা ছিলেন; কিন্তু মারহাঠার ভাগ্যক্রমে বাজীপ্রভুর বীরত্ব, বাজীপ্রভুর নিষ্ঠা, বাজীপ্রভুর দেশপ্রীতি আজ মহারাষ্ট্রে একান্ত দুর্ল্লভ নয়। রঘুনাথ পন্ত, শম্ভাজী কাবাজী, ফেরঙ্গজী নরশালা, তরুণ রণরাও কত নাম করব মহারাজ,—মারাঠার মুক্তির জন্য জীবনের শেষ রক্তবিন্দু পাত করতে কেউ কখনো কুণ্ঠিত নয়।

শিবাজী। তা জানি তানাজী। জানি বলেই ত বিপক্ষের কোন আয়োজন দেখেই আমি কখনই ভীত হই না। জানি বলেই ত এ-বিশ্বাস আমি স্থির রাখতে পারি যে, মারহাঠার অভ্যুত্থান ভবানীর অভিপ্রেত।

রঘুনাথ। কিন্তু পুণা অধিকার করে…

শিবাজী। রঘুনাথ, তোমাদের এখন বিশ্রাম প্রয়োজন। পুণা পুনরধিকার করবার জন্যে আমায় মাত্র পাঁচশত মাওলা দিয়ো তানাজী। তাদেরই সাহায্যে আমি শায়েস্তা খাঁকে কেবল পুণা থেকেই নয়—সমগ্র দাক্ষিণাত্য থেকে তাড়িয়ে দোব।

তানাজী। মহারাজের কথা আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না।

শিবাজী। ঔরংজেবকে তোমরা জান না তানাজী। শায়েস্তা খাঁ যদি

পুণা আমার হাতে সমর্পণ করে তাহলে ঔরংজেব তাকে ক্ষমা করতে পারবে না।

পেশোয়া। কিন্তু শায়েস্তা খাঁ-ই মোগলের একমাত্র সৈন্যাধ্যক্ষ নয় মহারাজ। দিলীর খাঁ, মহারাজ জয় সিংহ, মহারাজ যশবন্ত সিংহ বীরত্বে কেউ ত কম নন।

শিবাজী। আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না—পেশোয়া। একজন যাবে আর একজন আসবে। সেই অবসরে মহারাষ্ট্র যা হারিয়েছে, তাই অধিকার করে নেবে।

রঘুনাথ। তাহলে আমাদের প্রতি মহারাজের এখন আদেশ?

শিবাজী। অন্তত ছুটো দিন তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ কর।

শিবাজী ছাড়া সকলে চলিয়া গেলেন। শিবাজী একাকী কিছুকাল পায়চারী করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন তারপর বলিতে লাগিলেন

পুণা! আমার কৈশোরের সুখ-স্মৃতি বিজড়িত পুণা—আমার প্রথম যৌবনের কর্ম্ম-কেন্দ্র পুণা—মহারাষ্ট্রের স্বরাজ্য-সাধনার পীঠস্থান পুণা—কতদিন আর তাকে শত্রুপদতলে ফেলে রাখব?

শ্যামলী প্রবেশ করিল

শ্যামলী। বাবা!

শিবাজী। আয় মা! তোকেই আমার প্রয়োজন।

শ্যামলী। পুণা আর কতদিন শত্রুকবলে থাকবে বাবা?

শিবাজী। তুই এ প্রশ্ন করছিস কেন শ্যামলী? রাজনীতি কি তোকেও তাতিয়ে তুল্ল।

শ্যামলী। না বাবা, তার জন্য নয়। মারহাঠীদের মুখের দিকে আমি

আর চাইতে পারি না, বাবা। পুণা জয় করে মোগল যেন সমস্ত মারহাঠার মুখে কালি মাখিয়ে দিয়েছে। মারহাঠীরা সেই লজ্জায় যেন ভালো করে মাথা তুলেও কারু দিকে চাইতে পারছে না।

শিবাজী। তুইও তা দেখছিস্ মা?

শ্যামলী। দেখছি বাবা।

শিবাজী। আমিও তাই দেখেছি শ্যামলী! কিন্তু তা দেখে আমার কি মনে হয়েছে জানিস্?

শ্যামলী। কি বাবা?

শিবাজী। আমার মনে হয়েছে, মারহাঠার প্রতিষ্ঠার দিন আগত। পরাজয়কে যে-জাতি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে শ্যামলী, জয়ের গৌরব থেকে ভাগ্যবিধাতা চিরদিন তাকে বঞ্চিত রাখেন। পুণার জন্য, মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য মারাঠীর এই যে বেদনা, এই থেকেই মারাঠা চিরজয়ী হবার শক্তি অর্জ্জন করবে। কিন্তু সে কথা থাক। তুই আমায় বলতে পারিস শ্যামলি, একটা জাতির স্ত্রী-পুরুষ সবাই মিলে রণ-রঙ্গে মত্ত না হলে কি জাতির মুক্তি মেলে না?

জিজাবাঈ প্রবেশ করিলেন

জিজা। শ্যামলী এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না শিব্বা। শ্যামলী সন্তানের জননী নয়, তাই সে জানে না, বোঝে না যে, সন্তান শক্তিলাভ করে মায়ের কাছ থেকে, মাতৃদুগ্ধ পানের সঙ্গে সঙ্গে। মা যে জাতির দুর্ব্বল, জাতির মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রতি উদাসীন—সে জাতি শক্তিমান হবে, প্রতিষ্ঠা লাভ করবে কেমন করে শিব্বা?

শিবাজী। তা তো বুঝলুম মা। কিন্তু জাতি গড়বার জন্য চাই কি কেবল দৈহিক শক্তি—চাই কি কেবল কঠোরতা, স্নেহ-মমতা, বিসর্জ্জন ?

জিজা। স্নেহ মমতা কোমলতা—এ-সবই নারীর ভূষণ সন্দেহ নেই। কিন্তু এরই বোঝায় নারীর নিজের এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতির জীবনের শক্তিও যদি অচল হয়ে যায়, তাহলে তার অনেকখানিই কি বাদ দেওয়া দরকার নয় শিব্বা ? আমি লক্ষ্য করেছি, কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছি যে, তোর চিত্তের দৃঢ়তা যেন শিথিল হয়ে পড়েছে, একটা সংশয়, একটা সন্দেহ যেন তোর মনে ক্রমেই বড় হয়ে উঠ্‌ছে।

শিবাজী (হাসিয়া)। না মা, তোমার এ আশঙ্কা একেবারেই অমূলক। আমি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার কথাই ভাবছি। ভেবে ঠিক করে নিতে চাইছি যে, কেবল শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে অথবা শত্রুকেই কেবল পরাজিত করে জাতি গড়ে তোলা যায় কি না ? আমার মনে হয় মা, শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষ একেবারেই বাইরের ব্যাপার আর জাতির প্রতিষ্ঠার অনেকখানিই নিভর করে জাতির ভিতরকার সম্পদের উপর। স্বাধীন যে জাতি, যে-জাতি অজাতশত্রু, সে জাতিও দেউলে হয়ে যায় মা, যদি না অন্তরে সে এই সম্পদ জমিয়ে তুলতে পারে। মারহাঠা সেই সম্পদ কিছু সঞ্চয় করতে পারছে কি না, জাতি গড়বার ভার নিয়ে তা কি আমি দেখব না মা ?

জিজা। কিন্তু আমার পুণা !

শিবাজী। মা, পুণার জন্য তোমার ওই আর্ত্তনাদ সমগ্র মারহাঠারই বেদনা প্রকাশ করছে। তাই পুণা মুক্তি পাবেই। কিন্তু

আজও সময় থাকতে ভেবে স্থির করো মা, মুক্তির নেশায় মত্ত হয়ে মারহাঠীদের অমানুষ করে তুলবে কি না। কেন-না, মানুষ যদি অমানুষ হয় তাহলে মুক্তিই তার সবচেয়ে বড় বন্ধন হয়ে উঠে। পুণা-উদ্ধারের আয়োজন আমি করছি।

শিবাজী প্রস্থান করিলেন। জিজাবাঈ ও শ্যামলী ভিন্নদিকে চলিয়া গেলেন

তৃতীয় দৃশ্য

শায়েস্তা খাঁ-অধিকৃত পুণার মারহাঠী প্রাসাদের একটি কক্ষে বাঈজীরা নাচ-গান করিতেছে, শায়েস্তা খাঁর পারিষদরা তা উপভোগ করিতেছে। সেই কক্ষের উত্তরে আর একটি কক্ষের স্ফটিকদ্বার রুদ্ধ। সেই রুদ্ধ দ্বার খুলিলে গবাক্ষ দিয়া দূরের পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রান্তর ও পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যায়। নৃত্যগীত করিতে করিতে একে একে বাঈজীরা প্রস্থান করিতে লাগিল, পারিষদরা চঞ্চল হইয়া উঠিল

বাইজীদের গান

রঙীন্ নেশার গান শোনাব, আজকে তোমার কানে কানে।
প্রাণের কাছে আন্‌ব টেনে, বে-দরদী চোখের টানে॥
নীল আকাশে চাঁদ্‌নী দোলে,
গোলাপ কুঁড়ি অধর খোলে,—
হৃদয়-বীণায় যে তান বাজে,
মন জানে আর পীতম্ জানে॥
সুখের বাসা বুকের ডালায়,
সাজ্‌ব তোমার বাহুর মালায় ;—
চপল আঁখি ললিত লীলায়, রইবে চেয়ে মুখের পানে॥

প্রথম পারিষদ। এমন কথা তো ছিল না সুন্দরীরা!

দ্বিতীয়। রোসনাই আশমান আঁধার করে এক একটি তারা যে খসেই পড়ছে।

তৃতীয়। মাইরি ভাই, ওরা না থাকলে অন্ধকারে পথ হাতড়ে পাবো না।

১ম। ওদের আটক কর।

২য় ও ৩য়। পথ তো ছেড়ে দোবনা সুন্দরী!

পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

শায়েস্তা খাঁ প্রবেশ করিলেন, সকলে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। বাঈজীরা এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল

শায়েস্তা খাঁ। এই কি আমোদের সময়? সম্রাট হুকুমের পর হুকুম পাঠাচ্ছেন শিবাজীকে ধরে নিয়ে দিল্লী যেতে, সেনাপতির পর সেনাপতি পাঠাচ্ছেন পার্ব্বত্য এই দক্ষিণাত্যে। সম্রাটের আদেশ আমাদের পালন করতে হবে। আমোদের অবসর নেই।

প্রথম। হুজুর যে ভাবে দুর্গের পর দুর্গ জয় করছেন, তাতে শিবাজীকে মাথাশুদ্ধ ধরা দিতেই হবে।

দ্বিতীয়। আর কটা দুর্গই বা বাকী আছে?

শায়েস্তা খাঁ। কিন্তু কি চতুর এই শিবাজী। আজ অবধি আমাদের একটাও যুদ্ধ দিল না।

প্রথম। দেবে কি করে বলুন! শায়েস্তা খাঁ সেনাপতি, সৈন্যরা মোগল—ভয় পাবে না?

দ্বিতীয়। আমি শুনেছি সে আর পুণার কাছেও ঘেঁসবে না। মোগল

সমগ্র মহারাষ্ট্র জয় করলেও সে বাধা দিতে আস্‌বে না—পর্ব্বতে প্রান্তরে বা অরণ্যে মাওলা অসভ্যদের সঙ্গে তাঁবুতে তাঁবুতে রাজাগিরি করবে।

তৃতীয়। আরে আসলে লোকটা সেই রকমই। সম্রাটের খেয়াল, তাই এই বর্ষার দিনে সেনাপতিকে দিল্লী থেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন এই জলা জায়গায়!

প্রথম। কিন্তু হুজুর, এই শিবাজী ত আমাদের যুদ্ধে মারবে না, মারবে আমোদ করতে না দিয়ে। দিবারাত্র যদি হাতিয়াড় হাতে নিয়ে বসে থাকতে হয় প্রভুর শুভাগমনের অপেক্ষায়, তাহলে প্রাণপাখী খাঁচাছাড়া হয়ে যাবে না কেন?

শায়েস্তা খাঁ। শিবাজীকে তোমরা জান না। যে-কোন মুহূর্ত্তেই এসে সে আমাদের আক্রমণ করতে পারে। তাই আমাদের সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকাই দরকার।

দ্বিতীয়। সৈন্যরা ত প্রস্তুতই রয়েছে হুজুর। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ দশহাজার সৈন্যসহ নিজে সিংহগড়ের পথ আগলে রয়েছেন। পুণার সকল পথই সুরক্ষিত। শিবাজী যদি পুণা আক্রমণ করতে চায়, তাহলে আগে যশোবন্ত সিংহকে পরাজিত করতে হবে। আর তাও যদি হয়, মহারাজ যদি পরাজিত হন, তাহলেও শিবাজী পুণায় পৌঁছবার আগে একটা খবর অন্তত আমরা পাবো।

তৃতীয়। তাই আমরা বলছিলুম হুজুর···

প্রথম। আর একটু নাচ গান করলে হয় না?

তৃতীয়। হুজুর অনুমতি করুন।

শায়েস্তা খাঁ। ধর্ম্মবিগর্হিত কাজ। তা যুদ্ধের জন্য যখন তোমাদের

প্রস্তুত থাকতে হবে, তখন দেহ ও মন পটু রাখা চাই বই কি !

প্রথম পারিষদ লাফাইয়া উঠিল

প্রথম। সাধে কি হুজুরের কাজে আমরা জান কবুল করি !

শায়েস্তা খাঁ। কিন্তু সরাব-টরাব এনো না যেন।

দ্বিতীয়। না, না সরাব-টরাব নয়—নেশায় মশগুল হয়ে পড়লে সময় থাক্‌তে শিবাজীর আগমন-সংবাদ পাওয়া যাবে না। আর সংবাদ পেলেও যুদ্ধ বা পলায়ন কোনটাই তেমন যুৎসই হয়ে উঠবে না।

৩য়। ওহে মিছে ভয়। শিবাজী যদি চতুরই হয়, তাহলে কি আর সিংহের গহ্বরে মাথা গলাতে আসে !

১ম। হুজর যদি অনুমতি করেন ত বলি—

২য়। বড় জলো জলো বোধ হচ্ছে।

৩য়। হুজুর অনুমতি করুন।

শায়েস্তা খাঁ। তোমরা যা হয় কর—আমি চল্লুম। আমার বড় ঘুম পাচ্ছে।

শায়েস্তা খাঁ উঠিয়া গেলেন। সংবাহক সুরা আনিয়া দিল। নাচ-গান চলিতে লাগিল। পারিষদরা সুরা পান করিতে লাগিল

কাঁকন ফেলে এসেছি হায়,
নদীর ঘাটে মনের ভুলে।
বাঁশের বাঁশী বাজ্‌লো যখন,
অম্‌নি যে প্রাণ উঠ্‌লো দুলে॥
যে জন কাঁকন্ কুড়িয়ে এনে—
পরিয়ে দেবে হাতটি টেনে—
যৌবন মোর লুটিয়ে দেব, তার চরণে পরাণ খুলে॥

১ম। বাবা শিবাজী, তুমি পাহাড়-পর্ব্বতে ঝোঁপে জঙ্গলেই থাক বাবা। আমরা দেহ আর মন পটু রাখবার জন্য নিত্য এই রকম ফুর্ত্তি করি।

২য়। আর যদি নেহাৎই একবার তোমায় পুণায় আসতে হয়, তাহলে আগে খবর পাঠিয়ে এসো বাবা!

৩য়। কিন্তু বাবা, এখন যদি এসে পড়ে?

১ম। এখন এলে ভড়কে যাবে। মারহাঠার মদ্দা মেয়েই তারা দেখেছে, দিল্লীর এই সুন্দরীদের নয়ন-বাণে একেবারে ঘায়েল হয়ে পড়বে।

২য়। কিন্তু লোকটা শুনেছি বড় কড়া-রকমের—এসেই চুপিয়ে কাটে, ঝুটো মিঠে কথাও বলে না।

১ম। এসে কি আমাদেরই আর দেখা পাবে! আমরা এই পরীদের ডানায় চেপে উধাও হয়ে যাব। কি ভাই, তোমরা যে সব চুপ মেরে গেলে! হুজুর অনুমতি দিয়ে গেছেন, সারারাত চালাও।

কুঙ্কুমে আজ ঘুম ভেঙেছে, শ্যামের সাথে খেল্‌ব হোরী।
শিউলি ফুলি কাপড় ছেড়ে,
ডালিম ফুলি বসন পরি॥
মন-কুসুমে রং গুলেছি, শরম ভরম সব ভুলেছি.
তোমার রাঙা হাসির রংয়ে—
পিচ্‌কারী আজ দাও না ভরি॥

পুনরায় নৃত্য সুরু হইল। দ্বিতীয় পারিষদ উঠিয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। তৃতীয় তাহাকে ধরিয়া ফেলিল

৩য়। এই বদ্‌রসিক, বেতমিজ···রস ভঙ্গ করে কোথায় যাও চাঁদ?

১ম। কোথায় যাও ?

২য়। হুজুরের হুকুমটা সকলকে শুনিয়ে আসি—আজ সারারাত ফুর্ত্তি চলবে।

১ম। হা বাবা, সারারাত···কাফেরের এই বাড়ীর ঘরে ঘরে আজ হুরী-পরীদের জলসা জমে উঠুক

দ্বিতীয় প্রস্থান করিল। নৃত্য শেষ হইয়া গেল

৩য়। এস সুন্দরীরা, গলাটা ভিজিয়ে নাও।

১ম। লজ্জা কিসের ? কুলবধূ তোমরা যে নও, তা আমরাও জানি, তোমরাও জান।

৩য়। তোমরা সঙ্গে এসেছ বলেইত প্রাণটা হাতে নিয়েও আমোদ করতে পারছি।

১ম। আর প্রাণ আমাদের যাবেই যখন, তখন শিবাজীর বাঘনখের আঘাতে না গিয়ে তোমাদের বাহুর চাপে আর দশনাঘাতেই তা যাক্—বেহেস্তে ঠাঁই পাব। এস, এস সুন্দরীরা !

পারিষদরা বাঈজীদের টানিয়া কাছে বসাইল এবং সকলে মিলিয়া সুরা পান করিতে লাগিল।
দ্বিতীয় পারিষদ প্রবেশ করিল

২য়। কি বাবা, এরই মাঝে নেতিয়ে পড়লে ? ঘরে ঘরে হুজুরের হুকুম শুনিয়ে এলুম।

১ম। শুনে সব কি করলে ?

২য়। দাঁড়াও বাবা···গলাটা একটু ভিজিয়ে নি।

৩য়। হাঁ, হাঁ এই নাও···এখন বল।

২য়। আমার মুখের কথা শেষ হতে-না-হতে বাঈজীদের ডাক পড়ল, তারা এল, তাদের ওড়না আকাশে উড়ল, তাদের কাচুলি

ভুলে উঠল, ঘাঘড়া উঠল ফুলে, ঘরে ঘরে দেখে এলুম হুরী-পরীদের জলসা।

১ম। এই মিছে কথা।

৩য়। আমাদের বোকা পেয়েছিস ? আমাদের বুদ্ধি নেই ?

২য়। শুধু বুদ্ধিই যে নেই তা নয়—মাথায় ভুটো করে চোখও নেই··· ওই দেখ না—

ক্ষটিকের দ্বারে নৃত্যরতা নর্ত্তকীদের ছায়া পরিষ্কার হ'য়ে উঠল

৩য়। আরে বাঃ বাঃ, আমরাই কি চুপ করে থাকব! সুন্দরীরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়।

১ম। এই চুপ! ওরা নেচে নেচে হায়রাণ হোক, তারপর আমাদের আসর জমবে। আমরা ততক্ষণ সিরাজী ওই সুরা আর এই সুন্দরীদের অধর-সুধা উপভোগ করি।

স্ফটিকের দ্বারে প্রতিফলিত নৃত্য দেখা যাইতে লাগিল। নৃত্যের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল—এঘরের প্রমত্ত নরনারীরা তাহারই তালে তালে বসিয়া অঙ্গ দোলাইতেছিল। সহসা একটা আর্ত্তনাদ শোনা গেল। নর্ত্তকীদের নাচের ছন্দ ভাঙ্গিয়া গেল। তাহাদের পলায়নপর মূর্ত্তির ছায়া দ্বারে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। এ-ঘরের নরনারীরা ভীত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

১ম। কি বাবা এমন করে তাল কেটে গেল কেন ?

(অন্তঘরে)

দস্যু, দস্যু। সামাল! সামাল!

২য়। ও কিরে বাবা!

নরনারী এক যায়গায় জড়ো হইল

তানাজী। পবিত্র এই প্রাসাদকে তোরা নরকে পরিণত করেছিস,

তোদের আর পরিত্রাণ নেই। প্রাণ দিয়ে তোদের এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

স্ফটিকের দ্বারে প্রতিবিম্ব দেখা গেল, সৈনিকরা তরবারির আঘাত করিতেছে

৩য়। কেটে ফেল্লে, টুকরো টুকরো করে কেটে ফেল্লে !

সকলে মুখ ঢাকিল. নর্ত্তকীরা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল

(অন্যঘরে)

শায়েস্তা খাঁ। দস্যু শিবাজী ! এই নিশীথ আক্রমণের প্রতিফল পাবে।

২য়। ওই হুজুরের কণ্ঠস্বর ! আর ভয় নেই।

(অন্যঘরে)

হুজুর, হুজুর !

(অন্যঘরে)

শায়েস্তা খাঁ। যারা প্রাণে বাঁচতে চাও, তারা আমার অনুসরণ কর।

(অন্যঘরে)

পালাও, পালাও।

২য়। পালাও পালাও।

নরনারী দ্রুত দ্বারের দিকে গেল

তানাজী। পলায়িত শায়েস্তাখাঁর অনুসরণ কর।

নরনারীরা ফিরিয়া আসিল

৩য়। মারহাঠীরা পথ অবরোধ করেছে।

২য়। ঐদিকে, ঐদিকে চল !

অন্য দ্বারের কাছে গিয়া ফিরিয়া আসিল

১ম। এ দিকেও মারহাঠী দস্যু।

বেগে একদল মারহাঠী সৈনিক প্রবেশ করিল। উভয় পার্শ্ব হইতে
তানাজী, রঘুনাথ ও মারহাঠী সৈনিকগণের প্রবেশ

তানাজী। স্তব্ধ হও কুক্কুরের দল।

বাঈজীরা চীৎকার করিয়া দৌড়াইয়া গেল

প্রথম পারি। আমরা কি বন্দী?

তানাজী। হাঁ, মহারাজ শিবাজীর বন্দী তোমরা।

দ্বিতীয় পারি। কি! এত বড় স্পর্দ্ধা। জান, আমাদের সেনাপতি স্বয়ং শায়েস্তা খাঁ।

অন্যঘরের গোলমাল থামিয়া গিয়াছে

রঘুনাথ। তোমাদের সেনাপতি হাতের একটি আঙুল রেখে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়েছেন। এতক্ষণ তিনি হয়ত আমেদ-নগরের পথে।

পারিষদরা নতজানু হইয়া কহিল

পরিষদগণ। রক্ষা কর, আমাদের রক্ষা কর।

স্ফটিকের দ্বার খুলিয়া শিবাজী প্রবেশ করিলেন

শিবাজী। যাও কাপুরুষের দল, তোমাদের শিবিরে গিয়ে বল যে শায়েস্তা খাঁ পলায়িত, শিবাজী পুণা অধিকার করতে এসেছে।

পারিষদরা মুক্তি পাইয়া পলায়ন করিল

রণরাও! দেখত দূরে পাহাড়ে পাহাড়ে মশালের আলো দেখা যায় কি না?

রণরাও পশ্চাতের জানালার কাছে গেল

রণরাও। মহারাজ পার্ব্বত্য পথ দিয়ে প্রজ্জ্বলিত মশাল নিয়ে অসংখ্য সৈন্য চলা-ফেরা করছে। বাপুজী আর নেতাজী হয়ত মহারাজের অপেক্ষা করছেন।

শিবাজী। দেখত রণরাও, মোগল-সৈন্য পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে কি না?

রণরাও। মহারাজ যথার্থই অনুমান করেছেন। মোগল বাপুজী আর নেতাজীকে আক্রমণ করবার জন্য তীরবেগে অগ্রসর হচ্ছে, তাদের মশালের আলোকে সমস্ত শহর আলোকিত হয়ে উঠেছে।

শিবাজী। দেখত আর কিছু দেখতে পাও কি না?

রণরাও। সর্ব্বনাশ হলো মহারাজ! বাপুজী আর নেতাজী পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছেন। তাঁরা পর্ব্বত-শিখরে, অরণ্যের ভিতরে সৈন্যশ্রেণী সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

শিবাজী। বেশ! রণরাও, আমরা এখন নিশ্চিন্ত।

রণরাও। কিন্তু বাপুজী আর নেতাজী যে এখুনই মোগল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হবেন। আদেশ করুন মহারাজ, আমি তাদের সাহায্যার্থ গমন করি।

শিবাজী। তার কোন প্রয়োজন নেই রণরাও! মোগল যখন পাহাড়ে গিয়ে উঠবে তখন দেখতে পাবে যে, প্রজ্জ্বলিত ওই মশাল নিয়ে একটি মারহাঠীও সেখানে নেই।

রণরাও। সেনাপতিবিহীন মোগলকে বাধা দান করতে কি মারহাঠীরা অক্ষম মহারাজ, যে, এবারও তারা পলায়ন করবে!

শিবাজী। সময় উপস্থিত হলে পিছন দিক থেকে আমরা মোগল-সৈন্য আক্রমণ করব। কিন্তু এখন নয়, এখন নয়, রণরাও! পাহাড়ে ঐ যে মশাল দেখছ, ও মারাঠীর মশাল নয়। গো-মহিষের শৃঙ্গে শৃঙ্গে মশাল বেঁধে দিয়ে পাহাড়ের পথে

পথে তাদের তাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। তোমারই মত মোগলও ভাবছে মারাঠী সৈন্যরা পুণা আক্রমণ করছে। তাই তারাও ছুটে চলেছে। কিন্তু পাহাড়ে যখন তারা পৌছবে তখন জলে জলে মশাল সব নিভে যাবে—মোগল একটি মারাঠীরও সন্ধান সেখানে পাবে না। যেমনটি হবে বলে আশা করেছিল, তেমনটি না দেখে মোগল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে। সেই অবসরে বাপুজী আর নেতাজী মোগল-সৈন্য আক্রমণ করবে। আর তখনই রণরাও! আমরা পিছন দিক থেকে মোগলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।

রণরাও। মহারাজ। মোগল প্রায় পাহাড়ের পাদদেশে পৌচেছে।

শিবাজী। ভবানীর নাম নিয়ে এবার চল রণরাও।

মারাঠী সৈন্যগণ। জয় মা ভবানী!

চতুর্থ দৃশ্য

পুণার পথের একটি সরাই। মুলানা আহম্মদের পুত্রবধূ মেহের ও বীরাবাঈ

মেহের। বেগমও তোমায় রক্ষা করবার চেষ্টা করলে না?

বীরাবাই। বেগমের অনুগ্রহেই ত সেই পাপপুরী থেকে ধর্ম্ম নিয়ে আসতে পেরেছি। সুলতান যখন উপদ্রবের মাত্রা অত্যন্ত বাড়িয়ে দিল, বেগম তখনই আমায় গোপনে এক হিন্দুর গৃহে পাঠিয়ে দিলেন। সুলতান যেন কেমন করে তারও সন্ধান

পেল। আমার আশ্রয়দাতার উপরও অত্যাচার সুরু করল। তাই দেখে আমি পালিয়ে এলুম। পথে আপনাদের সঙ্গে দেখা হলো, দয়া করে আপনারা সাথে নিলেন বলেই এতটা দূর আসতে পারলুম।

মেহের। এখন কি করবে স্থির করেছ। কোথায় যেতে চাও?

বীরাবাঈ। কিছুই স্থির করিনি, কোথায় যাব তাও জানিনে।

মেহের। চল, তোমায় আমরা মহারাজ শিবাজীর কাছেই রেখে যাই।

বীরাবাঈ। শিবাজী শয়তান। সেই আমায় সর্ব্বস্বহারা করেছে। আপনি ত সবই শুনেছেন।

মেহের। শিবাজী দেবতা কিনা তা জানি না বোন, কিন্তু শিবাজী যে নারীর মর্য্যাদারক্ষা ধর্ম্ম বলেই জানে, তার পরিচয় আমি পেয়েছি।

মুলানা আহম্মদ প্রবেশ করিলেন

মুলানা আহম্মদ। মা, পুণায় আর আমাদের যাওয়া হলো না। মারহাট্টারা পুণা আক্রমণ করেছে। শুনলুম শায়েস্তা খাঁ পুণা রক্ষা করতে পারবেন না। পুণা হয়ে যেতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। এখন অন্য দিক দিয়েই যাওয়া ভালো। কিন্তু আমি ভাবছি, আমার এই হিন্দু-মাকে কোথায় রেখে যাই।

মেহের। আমি বলেছিলুম শিবাজীর কাছে ওকে রেখে যাই। কিন্তু ও তাতে রাজী নয়।

মুলানা আহম্মদ। শিবাজী ওর পিতৃদুর্গ অধিকার করেছে, পিতাকে

হত্যা করবার অনুমতি দিয়েছে ; সুতরাং শিবাজীর কাছেই বা ও কেমন করে যাবে ?

কেহই কোন কথা কহিলেন না

কিন্তু শুনেছি মা, শিবাজী তোমার পিতৃদুর্গ তোমায় প্রত্যর্পণ করতে প্রস্তুত আছেন।

বীরা। শত্রুর দান আমি গ্রহণ করতে অসম্মতি প্রকাশ করেছি।

মুলানা আহম্মদ। রাজনৈতিক এ শত্রুতা চিরস্থায়ী হয় না, মা। আর যদি কিছু মনে না কর, তাহলে একটা কথা বলি। তোমার পিতা শিবাজীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন।

বীরা। কিন্তু তবুও তিনি আমার পিতা—আর শিবাজী আমার পিতৃহন্তা।

মুলানা আহম্মদ। এই পিতৃহন্তাকে কি মার্জ্জনা করা যায় না ? আমি বলছি না মা, যে, তুমি শিবাজীর আশ্রয়ে গিয়ে থাক। তোমার পিতৃদুর্গে গিয়ে বাস করতে তোমার কোন বাধা নেই—বিশেষতঃ শিবাজী যখন নিজেই সেই দুর্গে থাকবার অধিকার তোমায় দান করছেন।

বীরা। কিন্তু সেখানে না থাকবার অন্য কারণও আছে।

মেহের সে কারণও আমি জেনে নিয়েছি বাবা। তাও একটা গুরুতর সমস্যা। আমি যতই ভাবছি বাবা, ততই বুঝতে পারছি যে, শিবাজীর কাছে আমাদের একবার যেতেই হবে।

মুলানা আহম্মদ। কিন্তু বীরাবাঈ যে বলছেন, তিনি কোনমতেই শিবাজীর কছে যেতে পারবেন না, অথচ তোমাদের এখানে রেখে যে, আমি নিজে শিবাজীর সঙ্গে দেখা করে একটা ব্যবস্থা করব, তাও ত সম্ভবপর নয়।

বীরাবাঈ। আমায় নিয়ে আপনারা বড়ই বিব্রত হয়ে পড়ছেন দেখচি। আমি আপনাদের তীর্থযাত্রার বিঘ্নস্বরূপ হয়ে আর পাপ অর্জ্জন করতে চাই না। আমি এবার হিন্দুরাজ্যে এসে পড়েছি। আশ্রয় কোথাও অবশ্যই পাবো।

মুলানা আহম্মদ। মা, না বলে থাকতে পারছি না, বুড়ো ছেলের অপরাধ নিয়ো না। তোমার এই বয়েসে যা ভয়ের, তা কেবল মুসলমানের কাছ থেকে আসবে, হিন্দুর কাছ থেকে নয়—এমন কথা মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে থেকো না। ধর্ম্ম নিয়ে নয়, প্রবৃত্তি নিয়েই মানুষ হয় পশু। সে-প্রবৃত্তি যেমন থাকে মুসলমানের, তেম্নি থাকে হিন্দুর।

বীরাবাঈ। কিন্তু এই মহারাষ্ট্রে কি একটিও পুরুষ নেই, যে, নারীকে তার প্রাপ্য মর্য্যাদা দিতে জানে?

মুলানা আহম্মদ। থাকবে না কেন মা! কিন্তু তাদের সন্ধান তুমি কেমন করে পাবে? শিবাজীকে আমরা সকলেই জানি। তাই বার বার তারই কথা আমাদের মনে উঠ্ছে।

নেপথ্যে সরাইওয়ালা

মহাশয়, একবার আসতে পারি কি! বড় বিপদ।

মুলানা আহম্মদ। তোমরা একটু ওই ঘরে যাওত মা।

মেহের আর বীরা কক্ষান্তরে গেলেন

এস বন্ধু।

সরাইওয়ালা প্রবেশ করিল

সরাইওয়ালা। মহাশয়, বড় বিপদে পড়েছি। মহারাজ শিবাজী শায়েস্তা খাঁকে পরাজিত করে এইদিকে আসছেন। এখুনি হয়ত তিনি এসে পড়বেন। অগ্রদূত তাঁর থাক্‌বার ব্যবস্থা

এইখানেই করতে চায়। জানেন ত প্রতিবাদ করবার উপায় নেই।

মুলানা আহম্মদ। এ আর বিপদ কি বন্ধু! শিবাজী দেব-তুল্য। তিনি আজ তোমার অতিথি, এত তোমার সৌভাগ্য।

সরাইওয়ালা। কিন্তু এঁরা কোথায় থাকবেন?

মুলানা আহম্মদ। তার জন্য চিন্তিত হয়ো না। আমরা এ-ঘর ছেড়ে দোব।

সরাইওয়ালা। এ-ঘর ছাড়তেই বা আপনাদের বলি কি করে? সঙ্গে স্ত্রীলোক রয়েছেন। কি বিপদেই পড়লুম।

বাহিরে অশ্বপদধ্বনি শোনা গেল

ওই যে এসে পড়েছে। কি করব! কি বলে অভ্যর্থনা জানাব? কোথায় বসতে বলব! হায় হায়!

মুলানা আহম্মদ। তুমি চিন্তিত হয়ো না ভাই, আমিই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে এস।

তাঁহারা বাহিরে চলিয়া গেলেন

মেহের। সমস্ত মন দিয়ে যা কামনা করেছিলুম, তাই-ই হলো। শিবাজীর সঙ্গে দেখা হলো, ভালই হলো।

বীরা। আমি কিন্তু এই দস্যুর সম্মুখে উপস্থিত হতে পারব না।

মেহের। আর সঙ্গে যদি তোমার সেই বীরপুরুষটি থাকেন!

বীরা। বীরপুরুষ মহারাষ্ট্রে একটিও নেই।

মেহের। বীর নেই—তবুও দুর্গের পর দুর্গ তারা জয় করছে?

বীরা। সু-যোদ্ধা আছে—কিন্তু বীর নেই। বীর যে সে কখনো গুপ্তহত্যা করে না, সে কখনো নিশীথকালে শত্রুকে আক্রমণ করে না, কখনো পৌরুষের গর্ব্বে নারীর মর্য্যাদা পায়ে দলে চলে যায় না।

মেহের। বোন, তোমাদের হিন্দু-শাস্ত্র নারীর আদর্শ কি স্থির করে দিয়েছে, তা জানিনে ; কিন্তু নারী তার নারীত্বের জন্য সবই বিসর্জ্জন দেবে এ কি তোমাদের ধর্ম্মেরই আদেশ? আর নারীত্বের অর্থই কি কারু ভুল ত্রুটি কোন কালেও মার্জ্জনা না করা?

বাহির হইতে মুলানা আহম্মদ বল্লেন

মুলানা আহম্মদ। মা! মহারাজ শিবাজী তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

বীরাবাঈ দ্রুত সরিয়া গেল

শিবাজী। ছেলেকে একবার দেখা না দিয়ে মক্কায় ত তুমি যেতে পারলে না মা! জয় কিন্তু ছেলেরই হলো।

মেহের। মহারাজ! এক হিন্দু কুমারীকে নিয়ে আমরা বড়ই বিপদে পড়েছি।

শিবাজী। সব শুনেছি মা। উপযুক্ত ব্যবস্থা আমি করছি। কিন্তু মা কি একবার দেখাটিও দেবে না?

মেহের অন্যঘরে গিয়া বীরাবাঈকে ডাকিয়া আনিল

অপরাধ স্বীকার করছি মা! শাস্তি দাও, শাস্তি দাও মা!

বীরা। দস্যু!

শিবাজী। দস্যু নই মা, আমি শিবাজী—মারহাঠার সেবক। কর্ত্তব্যের অনুরোধে মারহাঠার মঙ্গল-কামনায় আমায় অনেক নির্ম্মম ব্যবহার করতে হয়েচে—কিন্তু আমি হৃদয়-হীন নই।

বীরা। আমার পিতা শিবাজীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন বলেই তিনি অপরাধী আর শিবাজী গুপ্তঘাতক দিয়ে আমার

পিতাকে হত্যা করালে, তবুও সে নিরপরাধ, তবুও সে দেবতা—ন্যায়ের কোন্ যুক্তি অনুসারে মুলানাসাহেব।

শিবাজী। নিরপরাধ নই মা, দেবতাও নই—অপরাধী আমি, সামান্য মানুষ আমি। শ্যামলীর কাছে তখনই তা স্বীকার করেছি, এখনও তোমার কাছেও তাই স্বীকার করছি। শাস্তি দিতে চাও ত শাস্তি দাও—আর যদি ক্ষমা করতে পার, তাহলে শিবাজীকে ক্ষমা কর মা।

মুলানা আহম্মদ। মহারাজ শিবাজী তোমার কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা করছেন মা!

বীরা। শিবাজী মহারাজ, তাই সংসারে তার অপরাধ লঘু বলেই বিবেচিত হবে। না, মুলানাসাহেব?

শিবাজী। না, না মা! মহারাজ শিবাজী ক্ষমা-ভিক্ষা করে না—মানুষ শিবাজীই ক্ষমা চাইছে।

মেহের। বোন অবুঝের মত কাজ করো না। নিজের ভবিষ্যতের কথা বিস্মৃত হয়ো না।

বীরা। না, না, শিবাজীকে আমি ক্ষমা করব না—ক্ষমা করতে পারি না।

শিবাজী। আমাকে ক্ষমা যদি না করতে পার মা, রণরাওকে ক্ষমা করো।

বীরা। তাও পারি না। পুরুষেরই উপর আমি শ্রদ্ধা হারিয়েছি। সে দেখে শুধু নিজের স্বার্থ, বোঝে শুধু নিজেরই কথা। নারীকে তার নিজের যখন প্রয়োজন হয়, তখনই তাকে পাশে বসায়, আর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে করে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান।

শিবাজী। এই অল্প বয়সে এ অভিজ্ঞতা তোমায় সঞ্চয় করতে হয়েছে

বলে সত্যই আমরা দুঃখিত। আরো দুঃখিত এইজন্যে যে, এই অভিজ্ঞতার তিক্ততা দূর করবার একটা সুযোগও তুমি আমাদের দিতে নারাজ। মা! জোর করে আমি একটা দুর্গ অধিকার করতে পারি—কিন্তু জোর করে ত তোমার মার্জ্জনা পেতে পারি না। তুমি প্রত্যাখ্যান করলে,—সেই ব্যথা নিয়েই আমি চল্লুম মা। শ্যামলীকে বলেছিলুম, তোমায় একদিন নিয়েই যাব। জীবনে এই-ই প্রথম শিবাজী তার কথা রাখতে পারল না। মুলানাসাহেব, মক্কায় গিয়ে আপনারা শান্তিলাভ করুন। মা, শিবাজীকে তুমি মনে রেখেছ এই-ই তার পরম সৌভাগ্য। এখন বিদায় দাও মা।

শিবাজী প্রস্থান করিলেন। মুলানাসাহেব তাঁহার অনুগমন করিলেন। বীরাবাঈ সেইখানে বসিয়া পড়িলেন

মোহের। কি করলে বোন!

বীরা। উপদ্রুতা উপেক্ষিতা নারীর যা কর্ত্তব্য তাই।

উভয়ে প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

ঔরংজেব ও মহারাজ জয়সিংহ

ঔরংজেব। ভাইদের বিদ্রোহ আমায় যত না চিন্তিত করেছে মহারাজ, শিবাজীর সাফল্য তাই করেছে। আমি জান্‌তুম যে, দারা সুজা, মোরাদ সকলেই শক্তিহীন—কিন্তু শিবাজী দিনের পর

দিন যে শক্তি সঞ্চয় করছে, তার সংঘাতে মোগল-সাম্রাজ্য ভেঙে পড়াও অসম্ভব নয়। আর শিবাজী শুধু শক্তিমানই নয় বুদ্ধিমানও বটে। শায়েস্তা খাঁ তার প্রকাণ্ড নির্বুদ্ধিতা নিয়ে পুণায় জাঁকিয়ে বসে ছিল—আর শিবাজী শুধু চাতুরী করেই পুণা কেড়ে নিল।

জয়সিংহ। কিন্তু যুদ্ধ করলে বীর শায়েস্তা খাঁ শিবাজীকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারতেন—শিবাজী যুদ্ধই করল না!

ঔরংজেব। তার কারণ শিবাজী মূর্খ নয়। শায়েস্তা খাঁকে আমি বাঙলায় পাঠাচ্ছি মহারাজ। আর আপনাকে পাঠাতে চাই দাক্ষিণাত্যে। কি বলেন মহারাজ?

জয়সিংহ। সম্রাটের আদেশ অমান্য করি এমন শক্তি আমার নাই,

ঔরংজেব। ঔরংজেব স্পষ্ট কথা শুনতে ভালবাসে মহারাজ, মনের কথা স্পষ্ট করেই প্রকাশ করুন।

জয়সিংহ। হিন্দুর বিরুদ্ধে হিন্দু হয়ে আমি···

ঔরংজেব। মহারাজ জয়সিংহ! মোগল যাদের বন্ধু বলে গ্রহণ করেছে, তারাও কি হিন্দু-প্রীতি প্রকাশ করবার অবসর পাবে? আমার বিশ্বাস ছিল মহারাজ জয়সিংহ মোগলের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিদ্রোহী হিন্দুদের দমন করতে দ্বিধাবোধ করবেন না। কিন্তু এখন দেখছি মহারাজ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নির্ভুল নয়।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা, হিন্দু-প্রীতি বশতই যে আমি শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযান করতে দ্বিধাবোধ করছি, তা সত্য নয়। মোগল সাম্রাজ্যের কণ্টক দূর করবার জন্য আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

আমি শুধু ভাবছিলুম লোকে কি বলবে? তারা বলবে হিন্দুই হিন্দুর সর্ব্বনাশ করছে।

ঔরংজেব। আপনি এই দুর্ণামের ভয় করছেন, মহারাজ।

জয়সিংহ। অন্য ভয় জয়সিংহ জানেনা জাঁহাপনা।

ঔরংজেব। আমি যখন পিতাকে কারারুদ্ধ করেছিলুম, তখন কিন্তু দুর্ণামের ভয় করিনি, ভাইদের যখন শাস্তি দিয়েছি তখনো নয়—কেননা কর্ত্তব্য আমায় পথ দেখিয়েছিল, যশলিপ্সা নয়। কর্ত্তব্যকে যদি পায়ে দলতে পারতুম, ধর্ম্মের আহ্বান যদি উপেক্ষা করতুম—তাহলে দ্বিতীয় জগদীশ্বর আমিও হতে পারতুম মহারাজ। আপনার কি মনে হয়?

জয়সিংহ। জাঁহাপনার দুর্ণাম আমরা কখনো শুনিনি।

ঔরংজেব। কিন্তু আমি শুনেছি। থাক্ সে সব কথা। শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযান করতে আপনি কি তাহলে সম্মত নন?

জয়সিংহ। জাঁহাপনার আদেশ কখনো অমান্য করিনি—এখনও করবনা।

ঔরংজেব। আপনি আমায় একটা কঠোর কর্ত্তব্যের দায়িত্ব থেকে রক্ষা করলেন মহারাজ। হাঁ, যশোবন্ত সিংহ দাক্ষিণাত্যে আছেন; কিন্তু তার উপর আমার তেমন আস্থা নেই। দাক্ষিণাত্যে আপনার সঙ্গে যাবেন, সেনাপতি দিলীর খাঁ।

জয়সিংহ। তারও কি এই কারণ যে জাঁহাপনা আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন না?

ঔরংজেব। হিন্দু-প্রীতি আপনাকে মাঝে মাঝে দুর্ব্বল করে ফেলে—দিলীর খাঁকে সেইজন্যই পাঠাতে চাই।

জয়সিংহ। কিন্তু হিন্দুর পক্ষে হিন্দুর প্রতি একটা আকর্ষণ থাকা কি অপরাধ ?

ঔরংজেব। অবশ্যই নয়। শিবাজীকে শাস্তি দেবার জন্যই যে আমি ব্যগ্র, এমন কথা মনে করবেন না, মহারাজ। আপনি যদি পারেন শিবাজীকে মোগলের আধিপত্য স্বীকার করিয়ে নিতে তাহলে আমি তাকে পাঁচহাজারী মনসবদারী দিতে সম্মত আছি। আর এ কাজে আপনি ছাড়া আর কেউ সাফল্য লাভ করবেন বলে আমার বিশ্বাস নেই।

জয়সিংহ। জাঁহাপনার অনুগ্রহ !

ঔরংজেব। মহারাজ তাহলে দাক্ষিণাত্য অভিযানের আয়োজন করুন। আমরা এখানে সাগ্রহে সেইদিনের জন্য অপেক্ষা করব যেদিন শিবাজীকে আপনি এখানে নিয়ে আসবেন।

জয়সিংহ প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন।

মহারাজ জয়সিংহ !

জয়সিংহ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

আপনি যতদিন দাক্ষিণাত্যে থাকবেন, ততদিন কুমার রামসিংহ দরবারে উপস্থিত থেকে আমাদের আনন্দ বৃদ্ধি করবেন।

জয়সিংহ। সম্রাট !

ঔরংজেব। বলুন, মহারাজ !

জয়সিংহ। সম্রাট কি স্পষ্টকথা বলবেন ?

ঔরংজেব। আমিত পূর্ব্বেই বলেছি মহারাজ, ঔরংজেব স্পষ্ট কথাই বলে।

জয়সিংহ। সম্রাট কি আমায় অবিশ্বাস করেন ?

ঔরংজেব। আমায় কি এই কথাই বিশ্বাস করতে বলেন মহারাজ

যে বার্দ্ধক্য বশত মহারাজ জয়সিংহও তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হারিয়েছেন? আপনাকে অবিশ্বাস করলে আপনাকে দাক্ষিণাত্যে পাঠাতুমনা, পাঠাতুম কাবুল বা কান্দাহার জয় করতে—জীবন নিয়ে সেখান থেকে আপনি ফিরে আসতে পারতেন না।

জয়সিংহ কুর্ণিশ করিয়া চলিয়া গেলেন। ঔরংজেব জয়সিংহ যে-দিকে চলিয়া গেলেন কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর একটু হাসিয়া বলিলেন

রাজপুত চতুর—কিন্তু মোগলও মূর্খ নয়।

দিলীর খাঁ প্রবেশ করিয়া কুর্ণিশ করিলেন।

এই যে দিলীর! দিলীর!

দিলীর। জাঁহাপনা।

ঔরংজেব। হিন্দুর বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, না দিলীর?

দিলীর। এত বড় একটা জাতি, এত বড় সভ্যতা গড়ে তুলেছিল!

ঔরংজে। আর মুসলমান, দিলীর? জাতি হিসেবে খুবই ছোট? সভ্যতা তাদের কখনো ছিলনা, এখনও নেই—কেমন?

দিলীর। দাস সে-কথা বলেনি জাঁহাপনা।

ঔরংজেব। দিলীর খাঁ তা অবশ্যই বলবেনা—কিন্তু জয়সিংহ বলতে পারে, মুখে না বল্লেও ভাবে ইঙ্গিতে তাই প্রকাশ করে। সামান্য একটা মারহাঠী জায়গীরদার শিবাজী, শুধু নাকি বুদ্ধির বলেই মোগলকে বার বার পরাজিত করছে। আমি এবার তাই দেখতে চাই মোগল সত্যই নির্ব্বোধ কিনা?

দিলীর। কিন্তু মোগল যে নির্ব্বোধ সে কথা কে বলেছে জাঁহাপনা?

ঔরংজেব। এক এক সময় আমারই তাই বলতে ইচ্ছে হয়। দিলীর

তোমায় আমি দাক্ষিণাত্যে পাঠাতে চাই মহারাজ জয়সিংহের সহকর্ম্মীরূপে।

দিলীর মহারাজ যশোবন্ত সিংহ ?

ঔরংজেব। তিনিও সেইখানেই থাকবেন। হিন্দুর মনে একটা ক্ষোভ রয়েছে দিলীর। তাদের বিশ্বাস যে, সব থাকতেও তারা শুধু মুসলমানের চক্রান্তেই সর্ব্বস্ব হারিয়েছে। তাই যখনই কোথাও কোনমতে হিন্দুশক্তি এতটুকু প্রবল হয়ে ওঠে, তখনই তারা আশা করে, সমগ্র ভারতবর্ষ নিয়ে আবার তারা ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবে। যশোবন্ত সিংহ, জয়সিংহ সকল রকমেই মনুষ্যত্ব হারিয়েছে—কিন্তু হিন্দুত্বের গরবটুকু আজও ছাড়তে পারেনি। শিবাজীর অভ্যুত্থান দেখে এরা ভাবছে হিন্দুরাজ্য বুঝিবা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আমিও বলে রাখছি দিলীর, এদের দিয়েই আমি শিবাজীকে দমন করব। এরই জন্য দাক্ষিণাত্যে যেতে হবে।

দিলীর ! দিলীর চিরদিনই সম্রাটের আদেশ বিনাপ্রশ্নে পালন করেছে।

জনৈক সেনানীর প্রবেশ

সেনানী। সম্রাট ! শিবাজী সুরাট আক্রমণ করে বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করে পালিয়েছে।

ঔরংজেব। শোন দিলীর ! শিবাজী সুরাট আগ্রমণ করে বহু ধন-রত্ন লুণ্ঠন করে পালিয়েছে। সমস্ত মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ এম্নি অধ্যঃপতিত হয়েছে দিলীর যে, ওই দস্যুর গতিরোধ করবার শক্তিও তাদের নেই।

সেনানী। সম্রাট ! নগর আক্রমণ করবে শুনে নাগরিকরা অত্যন্ত ভীত হয়ে উঠল। তারা বাড়ী ঘর-দোর ফেলে পালাতে

সুরু করল, সৈন্যরাও তাই দেখে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়ল। এনায়েৎ খাঁ দুর্গে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। শিবাজী চার দিন সুরাটে থেকে, ধনরত্ন লুটে নিয়ে বাড়ী ঘর-দোর পুড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। সুরাটের অধিবাসীরা ভয়ে আজও সুরাটে ফেরেনি।

ঔরংজেব। আচ্ছা যাও। দিলীর!

দিলীর। জাঁহাপনা!

ঔরংজেব। রাজ্য কি অরাজক দিলীর? মোগল কি সত্যই শক্তিহীন? অথবা দস্যু শিবাজীকে শাস্তি দিতে সম্রাট ঔরংজেবকেই দাক্ষিণাত্যে যেতে হবে?

দিলীর। সম্রাট! মোগল সেনাপতিরা কাপুরুষ নয়!

ঔরংজেব। তাই ত জান্‌তুম দিলীর। কিন্তু শায়েস্তা খাঁ, এনায়েৎ খাঁ ···যাক দিলীর। মহারাজ জয়সিংহের সঙ্গে তুমি অবিলম্বে দাক্ষিণাত্যে যাও। শিবাজীর স্পর্দ্ধা আর বেড়ে উঠতে দিলে মোগল সাম্রাজ্য বিপন্ন হবে।

দিলীর প্রস্থান করিলেন

হিন্দুর প্রতিষ্ঠা, মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র—ঔরংজেব জীবিত থাকতে নয়!

ঔরংজেব প্রস্থান করিলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য ✕

একটি কুটীরের বহিঃপ্রাঙ্গণ। শিবাজী ও তানাজী প্রবেশ করিলেন।

শিবাজী। এই কুটীরেই তিনি আছেন।

তানাজী। কিন্তু এদিকে ত তাঁকে কখনো দেখিনি।

শিবাজী। কখনো না এলেও আজ এসেছেন…আমার ভুল হতে পারে না…আমি এমন কণ্ঠস্বর শুনেছি যা সাধারণ মানুষের কণ্ঠ নয়। তুমি সন্ধান কর তানাজী।

রামদাস। (কুটীরাভ্যন্তর হইতে) জয় রঘুপতি!

শিবাজী। ওই শোন তানাজী।

তানাজী। শুনেছি মহারাজ…এ তাঁরই কণ্ঠস্বর। মারহাঠার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি সর্ব্বত্র মানুষের আবেদন নিয়েই তিনি ফিরছেন।

শিবাজী। আর তারই ফলে হাজার হাজার বীর এসে আমার পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে। ওই দেবতার চরণ দর্শন না করে আমি ফিরব না তানাজী। তুমি তার ব্যবস্থা কর।

তানাজী কুটীরের অঙ্গনের দিকে চলিয়া গেল

মারহাঠার মুক্তি আর নিজের মুক্তি কোনটা বড়? কোনটা প্রার্থনীয়? মারহাঠার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা তো আমি করেই দিয়েছি—শক্তিমান নিপুণ এক বাহিনী গঠন করেছি… দাক্ষিণ্যাত্যের প্রতি দুর্গ-শিরে মারহাঠার বিজয়-পতাকা উড়িয়ে দিয়েছি…নর-নারীকে করেছি নব ভাবে উদ্বুদ্ধ। আমার অবর্ত্তমানে মারহাঠা অবশ্যই পারবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করতে।

রামদাস কুটীর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। এক হাতে
:তাঁর গৈরিক পতাকা—আর এক হাতে ভিক্ষাভাণ্ড—পিছনে
তানাজী।

রামদাস। জয় রঘুপতি!

শিবাজী অগ্রসর হইয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন।
রামদাস তাঁহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুকাল চাহিয়া
রহিলেন।

পেয়েছি···পেয়েছি···সারা মারহাঠা সন্ধান করে মানুষের মত মানুষ আজ পেয়েছি।

শিবাজী। যদি কৃপাচক্ষে দেখেছেন, তাহলে চলুন, রাজধানীতে গিয়ে হিন্দুর আত্ম-প্রতিষ্ঠার এই যজ্ঞে ঋত্বিকের আসন পরিগ্রহ করে আমায় ধন্য করুন।

রামদাস। রাজধানী, রাজা! রামদাস রাজধানীর ঐশ্বর্য্য সইতে পারে না। রাজধানী মানুষের মনুষ্যত্বকে নিঃশেষে গ্রাস করে ফেলে তাকে বিলাসের, ঔদ্ধত্যের, স্বার্থপরতার, জীবন্ত প্রতীক করে তোলে।

শিবাজী। প্রভু, এ অধমকেও কি আপনি ওই কারণে অযোগ্য বলে মনে করছেন?

রামদাস। না রাজা, তুমি তার ব্যতিক্রম। তুমি রাজধানীতেই থাক কি পর্ব্বত গহ্বরেই বাস কর, তোমার তেজঃপুঞ্জ সকল মলিনতা গ্রাস করবে। কিন্তু তোমাকেও আমি বলে রাখি রাজা, রাজত্বের মোহ বড় ভয়ানক, সাধনার মহা বিঘ্ন। সর্ব্বদা সতর্ক থেকো।

শিবাজী। প্রভু, আমি নিজে যে তা কখনো অনুভব করিনি, তা নয়।

তা করেছি বলেই ত আপনার স্মরণাপন্ন হয়েছি। দৈন্য আসে, দৌর্ব্বল্য আসে, মোহ আসে বলেই ত আমি আশ্রয়-প্রার্থী। একান্তই যদি রাজধানীতে যেতে আপনি অসম্মত, তাহলে আমাকে চরণে টেনে নিন—রাজা শিবাজী যদি মরেও যায়, মানুষ শিবাজী আপনার আশীর্ব্বাদে অমৃতের অধিকারী হবে।

রামদাস। রাজা তুমি কি সত্য বলছ ?

শিবাজী। প্রভুর সঙ্গে পরিহাস করবার দুঃসাহস শিবাজীর নেই।

রামদাস। রাজ্য-সম্পদ প্রতিষ্ঠা সমস্ত পরিত্যাগ করে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ফিরতে পারবে ?

শিবাজী একান্তে তানাজীকে

শিবাজী। তানাজী, লেখনী সংগ্রহ করে দান পত্র লিখে আন। পৃথিবীতে আমার যা কিছু আছে, সবই আমি ওই দেবতার শ্রীচরণে অর্পণ করলুম।

কুটীরের ভিতর হইতে একটি লোক আসিয়া একখানি চৌকি রাখিল। রামদাস তাহাতে উপবেশন করিলেন। লোকটি পতাকা আর ভিক্ষাপাত্র হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যাও তানাজী, কালবিলম্ব করো না।

তানাজী। কিন্তু মহারাজ,······

শিবাজী। যাও, যাও বন্ধু।

তানাজী প্রস্থান করিলেন। শিবাজী গুরুদেবের পদতলে বসিলেন। রামদাস শিবাজীর মস্তকে হাত রাখিলেন।

রামদাস। বৎস, সন্ন্যাস বড় কঠোর ব্রত।

শিবাজী। কঠোর জীবন যাপনে দাস অভ্যস্ত।

তানাজী প্রবেশ করিয়া শিবাজীর হাতে দানপত্র অর্পণ করিলেন। শিবাজী তাহা পড়িয়া দেখিলেন। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রভু! আদেশ করুন, দাস শ্রীচরণে অঞ্জলি দান করবে।

রামদাস। বেশ, তোমায় যেরূপ অভিপ্রায়। ভিক্ষাপাত্র।

রামদাস হাত বাড়াইলেন লোকটি তার হাতে ভিক্ষাপাত্র দান করিল। শিবাজী দানপত্র খানি তাহাতে অর্পণ করিলেন। তানাজী মাথা নত করিল।

শিবাজী। স্থাবর অস্থাবর যা কিছু আমার আছে, সর্ব্বস্ব আমি নিবেদন করছি—গ্রহণ করে আমায় ধন্য করুন।

রামদাস। রাজা!

শিবাজী। রাজা নই প্রভু, শ্রীচরণের দাস।

রামদাস। উত্তম। আমার অনুসরণ কর।

রামদাস আবার কুটীরের দিকে অগ্রসর হইলেন। শিবাজী তাঁহার অনুগমন করিলেন।

তানাজী। মহারাজ, প্রভু, বন্ধু······

শিবাজী ফিরিয়াও চাহিলেন না। রামদাসের সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তানাজী ক্ষিপ্তের মত প্রাঙ্গণে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

তানাজী। কেন এ সন্ন্যাসীর কথা মহারাজকে বলেছিলুম···কেন সঙ্গে করে নিয়ে এলুম? এক মুহূর্ত্তে মহারাষ্ট্র কল্পনার সামগ্রী হয়ে গেল!

রণরাও প্রবেশ করিল।

রণরাও। আপনি এখানে? মহারাজ কোথায়? একি, আপনি

অমন করছেন কেন, কি হয়েছে আপনার? মহারাজ কুশলে আছেন ত?

তানাজী। রণরাও! মারহাঠার আজ বড় দুর্দ্দিন। মহারাষ্ট্রকে যিনি মুক্তি দেবেন, মহারাষ্ট্রকে যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি আজ রাজ্য-সম্পদ সকলই এক সন্ন্যাসীর পায়ে নিবেদন করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন।

রণরাও। সন্ন্যাসী! এমন শক্তিমান সন্ন্যাসী কে সেনাপতি, যিনি মহারাজ শিবাজীকেও মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেল্লেন?

তানাজী। প্রভু রামদাস স্বামী!

রণরাও। আমায় দেখিয়ে দিন সেনাপতি, কোথায় সেই সন্ন্যাসী। আমি তাঁকে মহারাষ্ট্রের বাইরে রেখে আসব। তাঁকে বলব সন্ন্যাসে এ জাতির প্রয়োজন নেই।

শিবাজী (নেপথ্যে)। ভিক্ষাং দেহি।

তানাজী। ওই মহারাজের কণ্ঠস্বর। এই দিকেই আসছেন।

গৈরিক বাস পরিহিত শিবাজী ভিক্ষাভাণ্ড হাতে লইয়া কুটীর হইতে বাহির হইলেন।

রণরাও। অসহ্য!

তানাজী। চুপ, চুপ রণরাও।

শিবাজী ধীরে ধীরে তানাজীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন

শিবাজী। তানাজী, বন্ধু, সর্ব্বপ্রথমে তুমিই আমায় ভিক্ষা দাও।

তানাজী। রাজরাজেশ্বরকে ভিক্ষা দোব আমি!

শিবাজী। রাজা আর নই তানাজী—রাজা ওই কুটীরে, আমি পরিব্রাজক, ভিক্ষা দাও!

তানাজী। শিব্বা, বন্ধু···

শিবাজীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তানাজী কাঁদিতে লাগিল

রণরাও। মহারাজ!

শিবাজী জবাব দিলেন না

রণরাও। সেনাপতি!

তানাজী। কি রণরাও?

রণরাও। মহারাজকে জিজ্ঞাসা করুন তিনি আমার গোটাকয়েক প্রশ্নের জবাব দেবেন কিনা।

তানাজী। তুমিই জিজ্ঞাসা কর রণরাও!

তানাজী দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন

শিবাজী। কি রণরাও?

রণরাও। আমি জানতে চাই, এ অভিনয়ের অর্থ কি?

শিবাজী। অভিনয়!

রণরাও। অভিনয় নয়? দেশ, জাতি সব পড়ে রইল—আর আপনি জীবনের ব্রত ভুলে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, তাই-ই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে?

শিবাজী। এই-ই প্রথম রাজা সন্ন্যাসী হলোনা রণরাও। ভারতবর্ষের বহু রাজা সন্ন্যাস গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। দেশ রইল, জাতি রইল, তাদের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য রইলে তুমি, রইল তানাজী, মারহাঠার অযুত বীর সন্তান······আর···আর সর্ব্বশক্তিমান ওই দেবতা যিনি দয়া করে আমায় আশ্রয় দিয়েছেন।

রণরাও। মহারাষ্ট্র: যদি ওই সন্ন্যাসীকে রাজা বলে না মানতে চায়?

শিবাজী। বিদ্রোহ করুক। প্রভুর ইচ্ছায় ভৃত্য শিবাজী পারবে সে বিদ্রোহ দমন করতে। তানাজী, ভিক্ষা দাও।

তানাজী। কি ভিক্ষা দোব বন্ধু ?

শিবাজী। তাহলে আমি চল্লুম পুরবাসীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও!

শিবাজী ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন

রণরাও। সেনাপতি আদেশ দিন, উন্মত্ত রাজাকে আমি বন্দী করি। প্রজারা এই অবস্থায় যখন ওঁকে দেখবে, এই সংবাদ যখন মোগল পাবে—তখন মহারাষ্ট্রকে যে আর রক্ষা করা যাবেনা। আদেশ দিন।

তানাজী। আদেশ দেবার অধিকার আমার নেই রণরাও—সে অধিকার যাঁর আছে, তিনি ওই কুটীরে।

শিবাজী। (নেপথ্যে) ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও।

রণজী আর তানাজী মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।
ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রামদাস স্বামীর কুটীর-প্রাঙ্গণ। রামদাস উপবিষ্ট। তাঁহার পিছনে একজন শিষ্য পতাকা ও ভিক্ষাভাণ্ড লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। নীচে জিজাবাঈ ও শ্যামলী বসিয়া আছেন। তানাজী এবং রণরাও দণ্ডায়মান

রামদাস। বিশ্বাস কর মা মহারাষ্ট্রকে শক্তিহারা করবার জন্য আমি

তোমার পুত্রকে সন্ন্যাসে দীক্ষা দিইনি। তোমার পুত্রের তপস্যায় মহারাষ্ট্রের শক্তিই বৃদ্ধি পাবে।

জিজাবাঈ। প্রভু! নারী আমি, সন্ন্যাসের মর্ম্ম অবগত নই। মহারাষ্ট্রের বীর সন্তান রণসাজ ত্যাগ করে বৈরাগীর উত্তরীয় কাঁধে ফেলে ভিক্ষাভাণ্ড হাতে নিয়ে সংসারের অনিত্যতা প্রচার করলে মহারাষ্ট্রের কতখানি হিত সাধিত হবে, তা অনুমান করে নেবার শক্তি আমার নেই। ভারতের অতীত ইতিহাস মনে মনে আলোচনা করে আমি দেখতে পেয়েছি প্রভু যে, সংসারের প্রতি, সম্পদের প্রতি আসক্তি নয়,—অনাসক্তিই—হিন্দুর এই শোচনীয় অধঃপতনের জন্য দায়ী। যদি তা বুঝতুম, তাহলে শিবার সম্মুখে আমি রাজধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন করতুম না—দেবদত্ত শিবাজীকে আমি দেবতার চরণেই উৎসর্গ করে দিতুম। (আমার বাৎসল্য সে কাজে আমায় বাধা দিতে পারত না।)

রামদাস একটু হাসিলে, তাহার পর বলিলেন

রামদাস। ভারতের ইতিহাসে তুমি কি শুধু দেখেছ মা বৈরাগ্যের প্রভাবে শক্তির অপচয়? ঐশ্বর্য্যের অনাচার দেখনি, তামসিকতার জড়তা দেখনি, মদ-মাৎসর্য্যের উচ্ছৃঙ্খলতা উদ্দামতা দেখনি? বৈরাগ্য বিরতি নয় মা, বৈরাগ্য মানুষকে খর্ব্ব করে না মা, বৈরাগ্য মানুষকে অতিমানব করে তোলে। মারহাঠায়, শুধু মারহাঠায় নয়, সমগ্র ভারতে একটি অতিমানব যেদিন আত্মপ্রকাশ করবে, সেদিন তার সকল দৈন্যের অবসান হবে। বিশ্বাস কর মা, তোমার পুত্র, আমার শিষ্য, মহারাষ্ট্রের রাজা,···ভবানীর বংশাবতংস মহারাজ

শিবাজীই সেই অতিমানবত্বের অধিকারী—সন্ন্যাস তার পক্ষে পুরুষোত্তম হবার সাধনা।

তানাজী। সে সাধনায় যতদিন তাকে সমাহিত থাকতে হবে, ততদিনে মহারাষ্ট্র সমাধি প্রাপ্তি হবে।

জিজাবাঈ। প্রভু রাজা সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন শুনে প্রজারা হতাশ হয়ে পড়েছে ; শত্রুরা হয়েছে উল্লসিত। এতদিন যারা মহারাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য জীবন পণ করে মহারাষ্ট্রের সেবা করে এসেছে, শিব্বার সন্ন্যাস তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। শিব্বা যদি আর রাজধানীতে ফিরে না যায়, রাজদণ্ড আর যদি না গ্রহণ করে, তাহলে আপনার রাজ্যভার আপনিই গ্রহণ করুন। এ অবস্থায় আর একদিন থাকলে অরাজকতা এসে পড়বে।

রামদাস। মা, আমি সন্ন্যাসী, রাজধর্ম্ম অবগত নই। আমি কার্য্যভার গ্রহণ করলে সব দিকেই হয়ত বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

রণরাও। রাজ্য পরিচালনের শক্তি যদি না-ই থাকবে, তাহলে মহারাজ শিবাজীর দান গ্রহণ করলেন কেন ?

রামদাস ঈষৎ হাসিলেন

রামদাস। তোমাদের কাউকে দিয়ে দোব বলে। নেবে ? তুমি নেবে ? মা তুমি ?

জিজাবাঈ। সন্তান যার সন্ন্যাস নিয়েছে, রাজ্যের বিলাসে তার প্রয়োজন ?

রামদাস। তাহলে রাজ্যে কারু কোনই প্রয়োজন নেই ? মহারাষ্ট্রকে রক্ষা করবার জন্য কোন মারহাঠাই এগিয়ে আসবে না ? সারা মহারাষ্ট্রে শিবাজী ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই ? উত্তম। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তাহলে আমাকেই করতে হবে।

শিবাজী প্রবেশ করিলেন, হাতে তাঁর ভিক্ষাভাণ্ড। সকলে চিত্রার্পিতের মতো বসিয়া রহিলেন। শিবাজী ধীরে ধীরে গিয়া রামদাস স্বামীর চরণে প্রণত হইলেন। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অন্য কাহারও দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না।

রামদাস। শিবাজী তোমার সাধনায় আমি তুষ্ট হয়েছি—তুমি যে সত্যই রাজর্ষি সেই পরিচয় পেয়ে আমি বুঝেছি মহারাষ্ট্রকে তুমি প্রতিষ্ঠিত করবে। রাজ্যে ফিরে গিয়ে আগেকার মতো রাজকার্য্য পরিচালনা কর।

শিবাজী। প্রভু, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু ক্ষত্রিয় আমি ইষ্ট-দেবতার পায়ে একবার যা নিবেদন করেছি, আবার তা কেমন করে গ্রহণ করব? রাজ্য, সম্পদ, কিছুই ত আমার নয়।

রামদাস। রাজ্য তোমার নয় তা আমি জানি। মহারাষ্ট্র তার রাজার নয়, মহারাষ্ট্র সমগ্র জাতির। রাজার নয় বলেই, তুমি রাজ্য কাউকে দান করতে পার না। মহারাষ্ট্র যে দিন বলবে যে সে তার রাজাকে চায় না, সেইদিন রাজ্যভার ফেলে তুমি আমার কাছে চলে এসো। মনে রেখো রাজগিরি তোমার বিলাস নয়—তোমার ধর্ম্ম

শিবাজী। ত্বয়া হৃষীকেষ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

শিবাজী রামদাসের পদপ্রান্তে প্রণত হইলেন। রামদাস তাঁহাকে উঠাইয়া বুকে টানিয়া লইলেন।

রামদাস। কুটীরে গিয়ে রাজবেশ পরিধান করে এস।

শিবাজী। প্রভুর এই স্নেহের দানও সঙ্গে নেবার অধিকার আমার নেই?

রামদাস। অধিকার কেন থাকবে না বৎস। প্রয়োজন যখনই হবে, তখনই সন্ন্যাসীর এই বেশ আমি তোমায় পরিয়ে দোব।

শিবাজী কুটীরে চলিয়া গেলেন।

জিজাবাঈ: প্রভু, আমায় মার্জ্জনা করুন। আমি আপনার অভিসন্ধি বুঝতে না পেরেই আপনাকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেছিলাম।

রামদাস। শিবাজীর জননী শক্তিরূপিণী—সে তারই যোগ্য কাজ করেছিল। এমন মা না হলে কি অমন সন্তান হয়?

শিবাজী কুটীর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

এস বৎস।

রামদাস শিষ্যের হাত হইতে গৈরিক-পতাকাটি লইলেন।

তোমার গৈরিক বেশ আমি গ্রহণ করেছি বলে দুঃখিত হয়ো না বৎস। তার পরিবর্ত্তের ত্যাগের নিদর্শন এই গৈরিক পতাকা তুমি ধারণ কর। এই গৈরিক পতাকা সর্ব্বদাই তোমায় কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়ে দেবে।

শিবাজী হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পতাকা গ্রহণ করিলেন।

শিবাজী। প্রভু পবিত্র এই পতকা বহন করবার শক্তি আমায় দিন।

রামদাস তাঁহার মস্তকে হাত রাখিলেন। শিবাজী পতাকা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শিবাজী। আজ থেকে ত্যাগ ও শক্তির প্রতীক এই গৈরিক-পতাকাই হোক মহারাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা।

তানাজী এবং রণরাও অসি উন্মুক্ত করিয়া জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করিল। শ্যামলী ও জিজাবাঈ পতাকার উদ্দেশে প্রণত হইলেন

রামদাস। মা!

জিজাবাঈ তাঁহার কাছে আগাইয়া গেলেন

তোমার রাজরাজেশ্বর ছেলেকে এনে সন্ন্যাসী করেছিলুম—এবার তাকে রাজর্ষি করে তোমার কোলেই ফিরিয়ে দিলুম—তাকে বুকে টেনে নাও মা।

শিবাজী মাকে প্রণাম করিলেন

জিজাবাঈ। শিব্বা, তুই কেবল আমার নস, তুই দেশের, তুই জাতির, তুই ধর্ম্মের—এর বাড়া গৌরব আমার আর নাই।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

মোগল শিবির। জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ

জয়সিংহ। চৌদ্দ বৎসর বয়েস থেকে যুদ্ধ করে করে চুল পাকিয়ে ফেল্লুম দিলীর খাঁ—কিন্তু শত্রুর রণ-নৈপুণ্যের কাছে এমন ধারা অসহায় বোধ কখনো করিনি।

দিলীর খাঁ। সত্য বলেছেন মহারাজ। কুশলী যোদ্ধা এই দস্যু শিবাজী।

জয়সিংহ। দস্যু নয় খাঁ সাহেব, শিবাজী দস্যু নয়। রাজপুত রক্ত তার ধমনীতে প্রবাহিত। সে যোদ্ধা, সত্যিকারের মহা যোদ্ধা।

দিলীর খাঁ। কিন্তু শত্রুর তারিফ করতে সম্রাট আমাদের এখানে পাঠান নাই মহারাজ!

জয়সিংহ। তা জানি দিলীর খাঁ। কিন্তু তুমিও ত বীর। বীরত্বের

এম্নি পরিচয় পেলে শ্রদ্ধায় তোমারও শির কি আপনিই নুয়ে পড়েনা ? মোগলের তুলনায় কি তুচ্ছ মহারাষ্ট্রের যুদ্ধায়োজন, কত নগণ্য তার সৈন্য-সামন্ত, সমর-সম্ভার ! সকল রকমে শক্তিমান হয়েও না পারলুম আমরা শিবাজীকে পরাস্ত করতে, না পারলুম করতে তাকে বন্দী। আক্রমণের যত পথ রয়েছে, সব অবরোধ করে বসে আছি। তবুও কেমন করে ওই যাতুকর বজ্রের মত চকিতে এসে বজ্রের মতই আমাদের আঘাত দিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রতিকারের কোন উপায়ই ত স্থির করতে পারছি না।

দিলীর খাঁ। শায়েস্তা খাঁ আর মহারাজ যশোবন্ত সিংহও এম্নি বিপদেই পড়েছিলেন মহারাজ ! শিবাজীর সম্যক পরিচয় না পেয়েই আমরা তখন তাঁদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলুম।

জয়সিংহ। আমার আজ কি মনে হচ্ছে জান দিলীর খাঁ।

দিলীর। কি মহারাজ !

জয়সিংহ। মনে হচ্ছে কটা বছর আগে যদি এই বীরের আবির্ভাব হতো !

দিলীর খাঁ। তাহলে কি হতো মহারাজ ?

জয়সিংহ। রাণা প্রতাপের সঙ্গে যদি শিবাজীর মিলন ঘটতে পারত, তাহলে ভারতের ইতিহাস ভিন্নরূপ ধারণ করত।

দিলীর খাঁ। কিন্তু যা হয়নি মহারাজ, তার জন্য আর বৃথা আক্ষেপ করে লাভ কি !

জয়সিংহ। সত্য বলেছ দিলীর খাঁ বৃথা আক্ষেপ করে লাভ কি ! কিন্তু কি জান দিলীর খাঁ, মন কেন যেন থেকে থেকে কিসের

বেদনায় আর্ত্তনাদ করে ওঠে···থেকে থেকে কেবলই কেন যেন মনে হয় পরাধীন···সব থাকতেও হিন্দু পরাধীন !

দিলীর খাঁ। মহারাজ আজ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।

জয়সিংহ। তুমি যদি হিন্দু হতে দিলীর খাঁ, তাহলে তুমিও উত্তেজিত হতে—তুমিও গৌরব অনুভব করতে স্বজাতীয়ের ওই বীরত্ব দেখে। দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে তুমিও চাইতে ওই কাজে আত্ম-নিয়োগ করতে। ভবিষ্যতের কতখানি সম্ভাবনা নিয়ে শিবাজী আবির্ভূত হয়েছে, তা কি তুমি বোঝনা দিলীর খাঁ !

দিলীর খাঁ। হিন্দুর সঙ্গে আপনার যোগসূত্র কোথায় তা ত আমি বুঝতে পারিনা মহারাজ। শুনেছি পিতৃ-মাতৃহীন অবস্থায় মাত্র দ্বাদশবর্ষ বয়সেই আপনি মোগলের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। যৌবনের প্রারম্ভ থেকে আজ অবধি জীবনের প্রতিদিন আপনি আপনার অসাধারণ শক্তি নিয়োগ করেছেন, হয় মোগলের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে, নয় সেই সাম্রাজ্য বংশপরম্পরায় মোগল যাতে ভোগ করতে পারে তারই ব্যবস্থা করতে। মধ্য এসিয়ায় সুদূর সেই বল্খ্ থেকে দাক্ষিণ্যাত্যের বিজাপুর—আর কান্দাহার থেকে মুঙ্গের অবধি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় কি মোগলকে মহারাজ কম সাহায্যই করেছেন ?

জয়সিংহ। কিন্তু তবু···তবুও কি জান দিলীর খাঁ, নাড়ীর টান যেন আমায় হিন্দুর মাটির দিকেই টানে।

দিলীর খাঁ। এতই প্রবল ভাবে যদি সে টান অনুভব করেন মহারাজ তাহলে মোগলের দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে মুক্ত হয়ে হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন করুন।

জয়সিংহ। আবার যদি যৌবন ফিরে পেতুম, তা হলে হয়ত তাই-ই করতুম—হয়ত এই দাক্ষিণাত্যে, হিন্দুর মুক্তির সাধনার এই মহাতীর্থে এসে দাস ভাবে আবার আগ্রায় ফিরে যেতুম না।

দিলীর খাঁ। বিজয়ীর বেশে যেতেন ?

জয়সিংহ। তুমি আমায় পরিহাস করছ ? কর পরিহাস। হিন্দু যখন দাসত্ব বরণ করে নিয়েছে, তখন পরিহাস তার প্রাপ্য। কিন্তু দিলীর, ভুলোনা তুমিও মোগল নয়, পাঠান ; মোগল সাম্রাজ্যে হিন্দুর দাসত্বের দোসর তোমরাও। কিন্তু থাক্ এসব আলোচনা। মনে রাখতে হবে, শিবাজীকে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসিনি, এসেছি তাকে বন্দী করতে।

দিলীর খাঁ। প্রয়োজন হলে বধও করতে।

জয়সিংহ। দিলীর !

দিলীর খাঁ। মহারাজ !

জয়সিংহ। জয়সিংহ অধস্তন কর্ম্মচারীর কাছে উপদেশ চায়না, চায় তার আদেশ পালন।

দিলীর খাঁ। দিলীর যেমন দুর্ব্বল নয়, তেম্নি বিদ্রোহীও নয়। অধ্যক্ষের আদেশ পালনের জন্য সর্ব্বদাই সে প্রস্তুত। বলুন, কি তাকে করতে হবে।

জয়সিংহ। দিলীর খাঁ !

দিলীর খাঁ। মহারাজ !

জয়সিংহ। একসঙ্গে কত যুদ্ধ করেছি মনে আছে ?...মনে আছে শত্রুর একই অস্ত্রের আঘাত গ্রহণ করবার জন্য দুজনাই এক সঙ্গে কতবার বুক পেতে দিয়েছি।

দিলীর। সবই মনে আছে মহারাজ।

জয়সিংহ। একসঙ্গে বিপদকে বার বার বরণ করে নিয়েছি আর পারিনি কি পরস্পর পরস্পরের বন্ধুত্ব অর্জ্জন করতে? মোগল সেনাপতি দিলীর খাঁ কি জয়সিংহকে বন্ধু বলে মনে করতে পারেনা? আমি রূঢ় আচরণ করছিলুম স্বীকার করি। তার জন্য আমি মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি দিলীর···আমায় ক্ষমা কর দিলীর খাঁ।

দিলীর। রূঢ় আচরণ করবার অধিকার আপনার আছে মহারাজ। কিন্তু এসব ব্যক্তিগত কথা এখন থাক। মোগলের গোলাম আমরা, মোগল সাম্রাজ্যের কণ্টক দূর আমাদের করতেই হবে। যদি প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে বলুন, তার কি আয়োজন করেছেন।

জয়সিংহ। শিবাজীর নৌ-বহর পশ্চিম উপকূলে অপেক্ষা করছে। বিদেশী ফিরিঙ্গিদের কাছে আমি দূত প্রেরণ করছি। প্রস্তাব করেছি তারা যদি অতর্কিত আক্রমণ করে শিবাজীর নৌবহর ধ্বংস করে ফেলতে পারে, তাহলে পুরস্কার স্বরূপ তারা ভারতে বাণিজ্য করবার অধিকার পাবে।

দিলীর খাঁ। মহারাজ দূরদর্শী। ফিরিঙ্গিরা এতে সম্মত হতে পারে।

জয়সিংহ। নিকোলা ম্যান্থুসি চোল অঞ্চলের ছোট বড় সামন্তদের দলবদ্ধ করেছে। শিবাজীর উপদ্রব থেকে কোনমতেই তারা আত্মরক্ষা করতে না পেরে আমাদেরই পক্ষ অবলম্বন করেছে। নিকোলা নিপুণ গোলন্দাজ। তার অধীনে একদল গোলন্দাজ সৈন্য তৈরি হচ্ছে।

দিলীর খাঁ। নিকোলার উপর আমরা নির্ভর করতে পারি।

জয়সিংহ। দাক্ষিণাত্যের শক্তিমান সকল সর্দ্দারের কাছেই আমি

দূত পাঠিয়েছিলুম, তারা ফিরে এসে আমায় জানিয়েছে যে শিবাজীর বিরুদ্ধে যারই কোন অভিযোগ আছে, সেই-ই আমাদের সহায়তা করবে। আফজাল খাঁর পুত্র ফাজল খাঁ পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নেবে বলে আমাদের পতাকাতলে এসে সমবেত হয়েছে।

দিলীর খাঁ। মহারাজ তাহলে জয়ের সকল আয়োজনই সমাধা করেছেন।

জনৈক সেনানীর প্রবেশ

কি সংবাদ সেনানী!

সেনানী। মহারাজ! পুরন্দর দুর্গ থেকে একদল মারহাঠী সৈন্য বেরিয়ে এসে আমাদের সহসা আক্রমণ করে। আমরা তাদের পরাস্ত করেছি। তারা পুনরায় পুরন্দর দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে।

জয়সিংহ। আর কোন সংবাদ আছে?

সেনানী। আমাদের সৈন্যরা পুরন্দর দুর্গের প্রতি পথ অবরোধ করেছে।

জয়সিংহ। বেশ! তুমি এখন বিশ্রাম কর গে সেনানী—

সৈনিক প্রস্থান করিল

এই পুরন্দর ও তার পার্শ্ববর্ত্তী দুর্গমালাই মারহাঠীদের মেরুদণ্ড স্বরূপ। এই খানটায়ই আমাদের সর্ব্বাগ্রে আঘাত করতে হবে। আত্মাজী আর কাহার কোলি নামক দুই সেনানী পুরন্দর দুর্গের সকল সন্ধান অবগত আছে বলে উৎকোচ দানে তাদের আমি স্বপক্ষে এনেছি। দুর্গ আক্রমণ কালে তারা আমাদের সঙ্গেই থাকবে। কালবিলম্ব না করে আমাদের এই দুর্গ আক্রমণ করতে হবে দিলীর। দিলীর! তুমি আজই রাত্রে পুরন্দর অভিমুখে অভিযান কর। আমি যথা-সময়ে তোমার সঙ্গে যোগ দোব।

দিলীর। মহারাজ! একটি কথা কিন্তু আমার মনে হচ্ছে।

জয়সিংহ। কি দিলীর?

দিলীর খাঁ। মহারাজ জয়সিংহ যদি না এই অভিযানের নেতৃত্ব করতেন, তাহলে এমন ষড়যন্ত্র, এত চাতুরী করে কেউ শিবাজীকে পরাজিত করতে পারতনা—অথচ আশ্চর্য্য এই যে মহারাজের বিশ্বাস হিন্দুর মাটির প্রতি তাঁর অন্তরের টান রয়েছে!

জয়সিংহ। যাও দিলীর, ও আলোচনার আর অবসর নেই। পুরন্দর আক্রমণের আয়োজন কর।

জয়সিংহ চলিয়া গেলেন

দিলীর। হিন্দু হয়ে হিন্দুর যে ক্ষতি তুমি করলে জয়সিংহ, পাঠান হয়েও দাসত্বের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা নিয়েও আমি তা পারতুম না। হিন্দুর বংশে এমনি কুলাঙ্গার জন্মেছিল বলেই শ্রেষ্ঠ সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও সে আজ ক্রীতদাসেরই জীবন যাপন করছে। একটা প্রতাপ, একটা শিবাজী কত স্বজাতিদ্রোহীর সঙ্গে সংগ্রাম করবে?

তৃতীয় দৃশ্য

রায়গড় প্রাসাদে শ্যামলী ও রণরাও

রণরাও। নারীর নিষ্ঠার কথাই বলছ শ্যামলি, কিন্তু নারীর নিষ্ঠুরতার কথা কেন ভুলে যাও?

শ্যামলী। ভুল যে তোমরাই কর রণরাও! তোমরা ভাব নারী কেবলই কোমল, তাই হেলায় তোমরা তাদের আঘাত কর। কিন্তু আমরাও ত মানুষ, আহত হয়ে যদি আমরা প্রতিঘাত করি, তাকে অস্বাভাবিক কেন বল রণরাও! তুমি আজ বীরার প্রতি বিরূপ—কিন্তু মনে করে দেখ ত সেদিনকার কথা। কি ব্যথাই সেদিন না তুমি দিয়েছিলে বীরার প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে। সেদিন কিন্তু সে কথাটিও কয়নি। তোমার নির্ম্মম আঘাতে তার হৃদয়ের তার ছিঁড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তবুও রণরাও, সেদিন একটি কঠোর কথাও তোমায় বলেনি।

রণরাও। কিন্তু তারপর?

শ্যামলী। তারপরো কি ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে সে তোমার প্রত্যাবর্ত্তনের পথ চেয়েই বসেছিল। প্রতিক্ষা করে করে হৃদয় তার পাষাণে পরিণত হলো। প্রেমের পরশে যে নারী দেবী হতে পারত, সে হয়ে উঠল দানবী। বলতে পার রণরাও, তার জন্য দায়ী কে?

রণরাও। দায়ী যেই-ই হোক, রণরাও নিশ্চিতই নয়। তুমি কি বলতে চাও শ্যামলি, পুরুষ বলে আমরা পাথর দিয়েই গড়া? তুমি কি বলতে চাও যে তোমরা কোমল বলে তোমাদের আঘাত আমাদের বুকে বাজেনা, আমাদেরও হৃৎপিণ্ড চুঁইয়ে রক্ত ঝরেনা? বীরা ব্যথা পেয়েছে আর রণরাও আনন্দ-সাগরে পরম সুখে ভেসে বেড়াচ্ছে—না শ্যামলী?

জিজাবাঈ প্রবেশ করিলেন

জিজাবাই। শ্যামলি।

শ্যামলী। এ কি মা! তোমার এ মূর্ত্তি কেন মা!

জিজা। এরই জন্য কি তোরা আমায় সহমরণে যেতে দিসনি—শ্যামলী। এই দেখতেই কি বেঁচে ছিলুম ?

শ্যামলী। কি হয়েছে মা ? এমন করে তুমি কাঁপছ কেন ?

জিজাবাই। মোগল পুরন্দর জয় করেছে।

শ্যামলী। মা, শত্রু পুরন্দর জয় করেছে—আমরা তা পুনরধিকার করব।

জিজাবাঈ। সে ভরসাও আর রাখিনা শ্যামলী। মোগল যখন পুণা জয় করেছিল, তখনও ভেবেছিলুম বেশীদিন পুণা শত্রু-পদতলে থাকবে না। কিন্তু সেই যে তারা পুণার বুকে চেপে বসেছে, আজ অবধি তাদের কেউ হটাতে পারলে না। এবার তারা পুরন্দর অধিকার করল—এক এক করে সব দুর্গ তারা কেড়ে নেবে।

শ্যামলী। কিন্তু মহারাষ্ট্র ত শক্তিহীন নয় মা। যুদ্ধে জয় পরাজয় সবই আছে। মহারাষ্ট্র যা হারিয়েছে, আবার তা অধিকার করবে।

জিজাবাঈ। কিন্তু কে আর যুদ্ধ করবে শ্যামলী ? মহারাষ্ট্রের বীরকুল নিঃশেষপ্রায়।

শ্যামলী। বীর পুরুষ যদি অবশিষ্ট না থাকে, বীর নারী ত রয়েছে মা।

জিজাবাঈ। শ্যামলী, সত্য বলছিস ? শিবাজীর শিষ্যা তুই, ভাবতে পারিস নারী রণরঙ্গিনী হবে ?

শ্যামলী। কেন পারবনা মা। মহারাজের মুখেইত শুনেছি মা, ভারত-বর্ষের মেয়েরা প্রয়োজন হলে অস্ত্র ধরতেও দ্বিধাবোধ করেনি।

জিজাবাঈ। যদি তা সম্ভব বলে মনে করিস, তাহলে সেই আয়োজন কর মা, সেই আয়োজনই কর—নইলে তোদের মহারাষ্ট্রকে মোগলের গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারবিনে।

রণরাও। কিন্তু মহারাষ্ট্রের বীরপুরুষ ত নিঃশেষ হয়নি মা।

জিজাবাঈ। পুরন্দরে হয়নি কিন্তু তারপর? রণরাও, মোগল এখানে খেলা করতে আসেনি, তারা এসেছে সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করতে। তারা জানে শিবাজী যদি স্বাধীন মহারাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারে, তাহলে মোগল-সাম্রাজ্য নিরাপদ থাকবে না। পুরন্দর জয় করে তারা নিশ্চিন্তে বসে থাকবেনা, আর প্রতি আক্রমণে বাধা দিতে গিয়ে মহারাষ্ট্রকে তার সব বীরদের বলি দিতে হবে। তারপর, তারপর রণরাও।

শিবাজী প্রবেশ করিলেন

শিবাজী। মহারাষ্ট্র আপাতত আর যুদ্ধ করবে না।

জিজাবাঈ। শিব্বা।

শিবাজী মায়ের পদধূলি লইলেন

শিবাজী। মা!

জিজাবাঈ। মোগল কি অপরাজেয়?

শিবাজী। আপাতত তাই বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু পরাজয় তাদের মেনে নিতেই হবে মা—আর তা তোমার এই অকৃতি ছেলেরই কাছে।

জিজাবাঈ। ভবানীর অংশে জন্ম তোর। তোর মুখ দিয়ে মিথ্যে বেরুতে পারে না। কিন্তু মহারাষ্ট্র আর যুদ্ধ কেন করবে না শিব্বা?

শিবাজী। মা পুরন্দর পতনের পরই আমি সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছি। মহারাজ জয়সিংহ হয়ত সে প্রস্তাবে সম্মত হবেন।

জিজাবাই। মহারাষ্ট্রকে শেষে যেচে সন্ধি করতে হলো, শিব্বা?

শিবাজী। তাতে অপমান নেই মা। শক্তি সংগ্রহের জন্য সন্ধি চাই-ই।

রাজপুত যে ভুল করে নিজের সমাধি নিজেই রচনা করেছে, মহারাষ্ট্রও যেন না সেই ভুলই করে। মহারাষ্ট্র স্বাধীন হয়ে বেঁচে থাকতে চায় মা, স্বাধীন হতে পারবে না বলে আত্ম-বিসর্জ্জন করতে চায় না! মা দুশ্চিন্তায় তুমি বড় কাতর হয়ে পড়েছ, অন্তঃপুরে যাও মা। আমরা এখুনি আসছি। রণরাও!

জিজাবাঈ চলিয়া গেল

রণরাও। মহারাজ!

শিবাজী। বীরাবাঈয়ের সন্ধান পেয়েছ?

শ্যামলী। অভিমানিনী কারু কথা শুনলে না, কারু দিকে ফিরেও চাইলে না। বুকের জ্বালা সইতে না পেরে উল্কার মত কোথায় যে ছুটে চলে গেল!

শিবাজী। সত্যিই বলেছিস মা! উল্কার মতই ছুটে চলে গেল! রণরাও! জান অপরাধী কে?

রণরাও। প্রভু! অপরাধ স্বীকার করেছি—তবু মার্জ্জনা পাইনি।

শিবাজী। এমন অপরাধও মানুষ করে রণরাও, যার আর মার্জ্জনা নেই। তুমি সেই অপরাধই করেছ। জান তার প্রায়শ্চিত্ত কি?

রণরাও। আদেশ করুন মহারাজ।

শিবাজী। প্রায়শ্চিত্ত কঠোর রণরাও। দেশ-সেবা থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা। পারবে?

রণরাও। অন্য আদেশ করুন মহারাজ!

শিবাজী। অন্য প্রায়শ্চিত্ত নেই রণরাও।

রণরাও। দেশের আহ্বান শুনেইত তাকে উপেক্ষা করে চলে এসেছিলুম।

শ্যামলী। প্রায়শ্চিত্ত ত সেই জন্যই প্রয়োজন রণরাও।

রণরাও। আমায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করুন মহারাজ!

রণরাও শিবাজীর পদতলে পতিত হইল।

শিবাজী তাহাকে তুলিয়া ধরিলেন

শিবাজী। ওরে পাগল! দেশ-সেবার অর্থ কেবল শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধই নয়। মহারাষ্ট্রের সত্যিকার সেবা তারাই করবে রণরাও, যারা শুধু অশ্বপৃষ্ঠে অসি হাতেই ছুটে বেড়াবে না, যারা মরণোৎসবেই কেবল মত্ত থাকবে না, যারা নবীন মারহাঠীদের সত্যিকার মানুষ করে গড়ে তুলবে। সৈনিক সব দেশেই থাকে রণরাও, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে তারাই জীবন বিসর্জ্জন করে কিন্তু তা করে বলেই একথা বলা চলে না, যে সৈন্যরাই একটা জাতি গড়ে তোলে। তাই তুমি যাকে দেশ-সেবা বলে মনে কর, তা থেকে তোমায় আমি বঞ্চিত রাখতে চাই। প্রাণ দেবার জন্যই তুমি জগতে আসনি রণরাও, তুমি এসেছ সৃষ্টি করতে। মহারাষ্ট্রের প্রতি তরুণ আর তরুণী বীরাবাঈয়ের মতো তেজস্বিনী নারীকে মহারাষ্ট্র উপেক্ষা করতে পারে না—তাই তোমার প্রতি আমার আদেশ, যেখানেই তার সন্ধান পাও, সেখান থেকেই তাকে তার নিজের দেশে ফিরিয়ে আন।

রণরাও। মহারাজ! রণরাও কি পারেনি সৈনিক জীবনের কর্ত্তব্য পালন করতে?

শ্যামলী। রণরাও! তুমি শুধু সৈনিক নও—তার চেয়েও দায়িত্ব-পূর্ণ পদ তুমি আজ পেলে। যে দীক্ষা নেবে বলে তুমি বীরাকে ত্যাগ করে চলে এসেছিলে, মহারাজ শিবাজী আজ সেই দীক্ষাই তোমায় দিলেন! তাঁরই চরণে প্রণত হয়ে

এই প্রার্থনাই কর যে, মহারাষ্ট্রকে গড়ে তোলবার গুরুতর কর্ত্তব্য তোমরা যেন পালন করতে পার।

রণরাও। আমরা? আমরা কারা শ্যামলী?

শিবাজী। নবীন মারহাঠী। তোমরা যদি না পার মানুষ হতে, তাহলে মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য এই যে অকাতরে প্রাণ-বলি এ সবই ব্যর্থ, ব্যর্থ হয়ে যাবে রণরাও। মহারাষ্ট্রের জন্য মরে মরে আমরা দেশকে শ্মশান করে রেখে যাব আর সেই শ্মশানের ওপর নন্দন-কানন রচনা করবে তোমরা। তোমাদের কাজ সৃষ্টি, আত্মবলিদান নয়।

তানাজী প্রবেশ করিলেন

তানাজী। আত্মবলি নয়, মহারাজ?

শিবাজী। কে, তানাজী? হাঁ বন্ধু তোমার কাজ আত্মবলি, আমারও তাই—কিন্তু নবীন মারহাঠীর কাজ তারও চেয়ে কঠোর, তারও চেয়ে মহৎ তানাজী। তাই তাদেরই আমি বাঁচিয়ে রাখতে চাই।

রণরাও। কিন্তু দেশে যে বলি চাইছে মহারাজ!

শিবাজী। জননী রাক্ষসী নন রণরাও—তিনি যে কেবল রক্ত চান, এ কথা কখনো সত্য নয়। প্রয়োজন উপস্থিত হয় তাই মানুষ রক্তপাত করে। তাই করতে করতে যে মানুষ রক্তলোলুপ হয়ে ওঠে, মানুষের স্তর থেকে সে অনেক নীচেই নেমে পড়ে রণরাও।

প্রতিহারী প্রবেশ করিল

প্রতিহারী। মহারাজ জয়সিংহ দূত পাঠিয়েছেন।

শিবাজী। পাঠিয়েছেন? চল তানাজী।

শ্যামলী ও রণরাও ব্যতীত সবাই চলিয়া গেল

শ্যামলী। এখন, রণরাও!

রণরাও। জয় বুঝি তোমারই হলো?

শ্যামলী। জয় এখনও হয় নি! সেইদিনই হবে, যেদিন বীরাবাঈ তোমার কর্ণধারিণী হবেন।

শ্যামলী গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল। রণরাও কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল

রণরাও। বুঝতে পারলুম না এই শ্যামলীকে।

চলিয়া গেল

চতুর্থ দৃশ্য

[শিবাজীর দরবার—অমাত্যগণ সহ শিবাজী]

শিবাজী। মোগলের সঙ্গে আমাদের সর্ত্ত ছিল যে, সম্রাট ঔরংজেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবার জন্য আমায় দিল্লী যেতে হবে না। বন্ধুগণ, আমি তারপর বিবেচনা করে দেখলুম যে, আমি একবার দিল্লী ঘুরে এলে ফল ভালই হবে।

পেশোয়া। কিন্তু ঔরংজেব ধূর্ত্ত, তাকে কি আমরা সম্যক বিশ্বাস করতে পারি মহারাজ?

শিবাজী। পারি কি না, একবার পরখ করতে চাই পেশোয়া। বার বার মোগলের সঙ্গে আমাদের সন্ধি হয়েছে। কিন্তু মোগল কোন সন্ধিরই মর্য্যাদা রক্ষা করেনি। আমি নিজে একবার দেখে বুঝে আসতে চাই, মোগলের শক্তি আসলে কোথায়।

পেশোয়া। মহারাজ! মহারাষ্ট্রের কেবল নয়, সমগ্র হিন্দুর শিবরাত্রির সলতে আপনি। আপনাকে অবলম্বন করে হিন্দুর আশা-ভরসা বর্দ্ধিত হচ্ছে, হিন্দুর একটা ভবিষ্যৎ গড়ে উঠেছে। দিল্লী গেলে যদি আপনার কোন অমঙ্গল হয়, তাহলে ব্যক্তিগত ভাবে কেবল আমাদেরই ক্ষতি হবে না মহারাজ, সমগ্র হিন্দু জাতিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

শিবাজী। আপনার কথা সত্য নয় পেশোয়া। শিবাজীকে আপনি স্নেহ করেন। তাই মনে করছেন সমগ্র হিন্দু আমারই সাফল্য কামনা করে। এ ভুল যে একা আপনিই করছেন, তা নয়—এ ভুল আমরাও করেছি। দেখেছেন ত হিন্দু যশোবন্ত, হিন্দু জয়সিংহ আস্ফালন করে এগিয়ে এসেছে শিবাজীকে শিক্ষা দিতে, জানেন ত মহারাষ্ট্রের হিন্দুরাই প্রতিপদে আমায় বাধা দিয়েছে। হিন্দু যাকে অস্পৃশ্য করে রেখে দিয়েছে—জানেন ত, আমার সেই মুসলমান প্রজারা অবধি মোগলের প্রলোভন জয় করে তাদের এই দরিদ্র রাজারই আনুকূল্য করেছে।

তানাজী। মহারাজের পরিচয় একবার যে পেয়েছে, সাধ্য কি তার যে সে তাঁকে ত্যাগ করে।

শিবাজী। না, না, তানাজী। ব্যক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যের অমর্য্যাদা করোনা। মহারাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে হলে ব্যক্তির প্রাধান্য অগ্রাহ্য করে জাতিকেই বড় করে তুলতে হবে। ঔরংজেব যদি দিল্লী পেয়ে আমাকে হত্যাও করে, শিবাজী যদি আর মহারাষ্ট্রে ফিরে নাও আসে—তাহলেও মহারাষ্ট্র ভেঙে পড়বে না, এম্নি ব্যবস্থা যদি আমরা করতে পারি,

তাহলেই ত মহারাষ্ট্র সত্যিকার জাতি বলে প্রতিষ্ঠিত হবে।

যোদ্ধৃবেশে শম্ভাজী প্রবেশ করিল

শম্ভাজী। বাবা! দিল্লী যাবার জন্য আমি প্রস্তুত। এই দেখুন!

শিবাজী পুত্রের চিবুক স্পর্শ করিয়া বহুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন

শিবাজী। কর্ত্তব্যের আহ্বান জীবনে যখনই আসবে, তখুনি তার জন্য এম্নি প্রস্তুত থেকো পুত্র। বন্ধুগণ! গুরুদেব এখন কোথায় তা আমার জানা নেই। সময়ে তিনি দাসকে দেখা দেবেন, এ বিশ্বাস যদিও আমার আছে, তবুও এখানকার সকল ব্যবস্থা আমি স্থির করে যেতে চাই। আমার অনুপস্থিতিকালে মায়ের আদেশ নিয়ে তোমরা রাজকার্য্য পরিচালনা করবে। আশা করি তোমা-দের কারু এতে অমত থাকবে না।

পেশোয়া। জননী জিজাবাঈ অপত্যনির্ব্বিশেষেই প্রজা পালন করবেন।

শিবাজী। বিচার-বিভাগ সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন নেই। মোগলের সঙ্গে যখন সন্ধি স্থাপিত তখন আশা করা যায় যুদ্ধ আপাতত আমাদের করতে হবে না। কিন্তু তা না হলেও তানাজী, সমস্ত কিল্লাদারদের সর্ব্বদা সজাগ থাকতে বলো। বিজাপুর গোলকুণ্ডা অথবা মোগলই যদি কখনো দুর্গ আক্রমণ করে, তাহলে যেন সম্যক অভ্যর্থনার কোন রূপ ত্রুটি না হয়। নৌ-বহর সম্বন্ধে আমার বিশেষ বক্তব্য এই যে ফিরিঙ্গিরা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে, সিদ্দিরাও বিরাট শক্তি সংগ্রহ করছে—মহারাষ্ট্র যেন দুয়ের প্রতিই সমান দৃষ্টি রাখে।

পেশোয়া। আগ্রায় মহারাজকে কতদিন থাকতে হবে ?

শিবাজী। তা তো জানি না পেশোয়া। মোগল সাম্রাজ্যের ব্যাপার কি তাই-ই আমি ধারণায় আনতে পারি না। তারপর মোগল বাদশাহার রাজধানী দিল্লী—মায়ার ফাঁদে যদি জড়িয়েই ফেলে, তাহলে ফিরে হয়ত নাও আসতে পারি। পিতা-পুত্রে হয়ত সেখানে বাসাই বেঁধে ফেলতে পারি। কি বল শম্ভা !

শম্ভাজী। হাঁ বাবা, শুনেছি দিল্লীর মানুষগুলো এত বড় লোক যে তারা হাসুক আর কাঁদুক ঝুর ঝুর করে মুক্তোই ঝরে।

সকলে হাসিয়া উঠিল

আপনারা হাসছেন ? শ্যামলী বলেছে, সে সব জানে।

শম্ভাজী বাহির হইয়া গেল

শ্যামলী, শ্যামলী।

শিবাজী। আমি সাতজন সেনানী আর সহস্র সৈনিক সঙ্গে নোব। আশা করি তাদের অভাবে আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না।

পেশোয়া। আমার মনে হয় সঙ্গে আরো কিছু বেশী সৈন্য থাকা ভালো।

অনেকে। আমাদেরও তাই মনে হয়।

শিবাজী। আপনারা আমার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠছেন। সৈন্য সঙ্গে নিচ্ছি শোভার জন্য, মহারাষ্ট্রের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, যুদ্ধ করবার জন্য নয়। মহারাষ্ট্রে একটিও সৈন্য অবশিষ্ট না রেখে যদি সমগ্র বাহিনী আমার সঙ্গে দিল্লী নিয়ে যাই, তা হলেই বা কি করতে পারি ? মোগল সৈন্য-বারিধির মাঝে মহারাষ্ট্র বাহিনী বুদ্বুদের মতই যে মিলিয়ে যাবে।

পেশোয়া। কিন্তু কিছুতেই যে মন চাইছে না মহারাজ, আপনাকে দিল্লী পাঠাতে। যে সাম্রাজ্যের জন্য বাপকে বন্দী করেছে, ভাইদের হত্যা করেছে—সে কি না করতে পারে, মহারাজ ?

শিবাজী। বাপ ছিল তার বৃদ্ধ, পক্ষাঘাতে পঙ্গু, তার ওপর অত্যন্ত স্নেহশীল—ভাইদের মাঝে কেউ ছিল উদার, কেউ ছিল দুর্ব্বল। তাই ঔরঙ্গজেব তাদের সম্বন্ধে ও ব্যবস্থা সহজেই করতে পেরেছে।

রামদাস প্রবেশ করিলেন

রামদাস। মহারাষ্ট্রের জয় হোক!

শিবাজী। গুরুদেব!

রামদাসের পদতলে প্রণত হইলেন।
সমবেত সকলে প্রণাম করিল

রামদাস। এই দিল্লী-যাত্রাই মহারাষ্ট্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার সূচনা।

শিবাজী। তাহলে এবার আপনার রাজত্ব আপনিই গ্রহণ করুন গুরুদেব! ভৃত্য আমি, আপনার আদেশ বহন করে নিশ্চিন্ত মনে দিল্লী যাত্রা করি।

রামদাস। বার বার একই ভুল কেন কর, বৎস। ও সিংহাসন আমারও নয়, তোমারও নয়,—সকল মারহাঠীর। তোমার অবর্ত্তমানে মারহাঠীরাই করবে ওর মর্য্যাদা রক্ষা। স্বেচ্ছায় আমি যে ব্রত গ্রহণ করেছি, তা আজও উদ্‌যাপিত হয় নি! আজও মহারাষ্ট্রের পল্লীতে পল্লীতে আমাকে মানুষের সন্ধানে ফিরতে হবে, তাদের শোনাতে হবে মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার কথা, মহারাজ শিবাজীর আদর্শে তাদের অনুপ্রাণিত করে, জাতির গৈরিক পতাকাতলে তাদের সমবেত করতে হবে।

শিবাজী রামদাসের চরণে পুনরায় প্রণত হইলেন

শিবাজী। মহারাষ্ট্র আপনার কাছে চিরঋণী রইল গুরুদেব।

রামদাস শিবাজীকে উঠাইলেন

রামদাস। নিশ্চিন্ত মনে তুমি দিল্লী যাও বৎস। যাত্রার সময় উপস্থিত।

শিবাজী। আমরা প্রস্তুত গুরুদেব।

জিজাবাঈ একদল নর-নারী সহ প্রবেশ করিলেন। শিবাজী মায়ের পদরজ গ্রহণ করিলেন। শ্যামলী শিবাজীকে প্রণাম করিল। মেয়েরা শিবাজীকে বরণ করিল। জাতীয় সঙ্গীত গীত হইল। সকলে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জাতীয় সঙ্গীত

জনতার মাঝে জনগণপতি বক্ষের মাঝে দৃপ্ত মন,
জাগ্রত হও স্বাধীন ভারত জাগো মারাঠার পুত্রগণ ॥
ভীমার্জ্জুনের স্বদেশ হ'য়েছে পৃথ্বিরাজের কর্ম্মভূমি,
জন্ম মোদের সেই মাটীতেই শত বীর-পদচিহ্ন চুমি ;
জীবন মোদের ঝঞ্ঝার মত মৃত্যুকে করে আক্রমণ ॥
রাত্রি প্রভাত চলগো যাত্রী সূর্য্যে ঝরিছে রক্তকর—
অতীত নিশার শিশির-অশ্রু মুছে গেল ওই মর্ত্ত্য 'পর ;
সম্মুখে হাসে মুক্ত অসীম পশ্চাতে কাঁদে ঘরের কোণ ॥
উথলি উঠিছে চিত্তসাগর জীবন-তরণী নৃত্যময় ;
জয়তু শিবাজী ! জয়তু শিবাজী ! ভারত ভরিয়া তোমারি জয় !
খড়্গো খড়্গো চুম্বনে আজ হিংসায় প্রেমে আলিঙ্গন !
রাণা প্রতাপের গৈরিক বাস উড়াও আকাশে পতাকা করি,
মহাযোগী জ্বালে যজ্ঞ-আগুন মহাভারতের তীর্থ ভরি।
কে হবি সমাধি ? আসিয়াছে শুভ আত্মদানের আমন্ত্রণ ॥

গান থামিয়া গেলে শিবাজী কহিলেন

বন্ধুগণ ! মহারাষ্ট্রের সকল ভার তোমরা গ্রহণ করেছ। এইবার আমাদের বিদায় দাও।

জিজাবাঈ। শিব্বা!

শিবাজী। মা!

আমার শম্ভা, যদিও তোরই পুত্র, তবু বংশের প্রদীপ এ। মহারাষ্ট্রের প্রয়োজনে আমাদের সকলের হৃদয়-রাজ্য আঁধার করে শম্ভাকে আমি তোর হাতেই সঁপে দিচ্ছি—আবার তোর কাছেই আমি একে ফিরে চাই।

জিজাবাঈ শম্ভাকে শিবাজীর হাতে দিলেন। শিবাজী কোন কথা কহিলেন না। বাহিরে আবার বিজয়-বাদ্য বাজিয়া উঠিল। আবার গান সুরু হইল, পতাকা উড়িল, মহারাজ শিবাজীর জয়নাদে দিগন্ত প্রকম্পিত হইল। পুরনারীরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন

পঞ্চম দৃশ্য

[মাহুরের পথ। বীরা অত্যন্ত ক্লান্তভাবে অগ্রসর হইতেছে। বিপরীত দিক দিয়া আসিতেছে বাজী ঘোড়ফড়ে। বীরা ঘোড়ফড়েকে চিনিতে না পারিয়া অগ্রসর হইল। ঘোড়ফড়ে চলিতে চলিতে ফিরিয়া ফিরিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল।]

ঘোড়ফড়ে। চিনি চিনি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু রংটা এত তামাটে ছিল না ত! চাউনিতে ছিল আগুন, এখন মনে হচ্ছে ছাই-চাপা পড়ে আছে। দেখিই না একবার পরখ করে। বীরাবাঈ, শুনচ? ওগো চন্দ্ররাওয়ের কন্যা!

বীরাবাঈ ফিরিয়া দাঁড়াইল

বীরা। কে ডাকলে? পিতৃ-পরিচয়ে আমার নাম ধরে সম্পূর্ণ এই অপরিচিত দেশে কে আমায় ডাকলে?

ঘোড়ফড়ে। বীরা! আমায় চিন্তে পারছনা ?

বীরা। আপনি! জীবনের পথে বার বার আপনার সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে কেন বলুনত!

ঘোড়ফড়ে। ভগবান আমাদের দুজনকে দিয়ে একটি উদ্দেশ্যই সাধন করিয়ে নেবেন বলে!

বীরা। সে উদ্দেশ্য কি বাজী সাহেব ?

ঘোড়ফড়ে। শিবাজীর হত্যা।

বীরা। না, না, আমার জীবনের সে উদ্দেশ্য আর নেই……আমি শিবাজীকে ক্ষমা করেছি বাজী সাহেব।

ঘোডফড়ে। পিতৃহন্তাকে ক্ষমা করেছ ?

বীরা। ব্যক্তিগত কোন সুবিধার জন্য যদি সে ও কাজ করত, জীবনে আমি তাকে ক্ষমা করতে পারতুম না—কিন্তু তাকে ওকাজ করতে হয়েছিল দেশের জন্য, জাতির জন্য। পৃথিবীর অনেক মহৎ লোককে বাধ্য হয়ে অম্নি ঘৃণিত কাজ করতে হয়েছে। তবু এম্নি উদার শিবাজী যে, কৃত অপরাধের জন্য সে মার্জ্জনা চেয়েছে, এমন কি দণ্ড নিতেও সে প্রস্তুত ছিল।

ঘোড়ফড়ে। শিবাজীর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল বুঝি। তাই ত বলি। সরলা অবলা পেয়ে দুটো কথা দিয়েই ভুলিয়ে দিয়েছে। বাপ কারু চিরদিন বেঁচে থাকে না, তাই পিতার মৃত্যুর আঘাত না হয় ভুল্লে কিন্তু…জীবন তোমার, যে একেবারেই ব্যর্থ করে দিল তাকেও কি তুমি ক্ষমা করবে ?

বীরা। আপনি কি চান বলুন ত বাজী সাহেব! আমাকে দিয়ে কি আপনি করাতে চান ?

ঘোড়ফড়ে। আমি আর তুমি একই আগুন বুকে নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছি না? তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পার?

বীরা। না।

ঘোড়ফড়ে। বিশ্বাস করতে পার না। আমি তোমার পিতৃ-বন্ধু।

বীরা। আমি শুনেছি আপনি বিশ্বাসঘাতক।

ঘোড়ফড়ে। শোনা কথা। নিজে কিছু জান না ত! দেখ মা, কথা অনেক শোনা যায়! ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি শিবাজী দেবতা—কিন্তু নিজে ত জান্তে পারছ সে আস্ত একটি দানব। শাস্ত্রে বলেছে মানুষকে বিশ্বাস করো কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে যা শোন তা বিশ্বাস করো না!

বীরা। আপনি এখানে এলেন কেমন করে?

ঘোড়ফড়ে। বিজাপুর থেকে পালিয়ে এলুম। [শিবাজীর সঙ্গে বিজাপুর যখন মিতেলি করেছিল, তখনই বুঝেছিলুম বিজাপুরে অন্ন মিল্লেও প্রাণটি হারাতে হবে। তাই কালবিলম্ব না করে মাহুর-অধিপতি উদারামের আশ্রয় গ্রহণ করলুম। উদারাম পরম শ্রদ্ধাভরে আমায় গ্রহণ করলেন। কিন্তু শিবাজী তাতেও বাদ সাধল। তার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে উদারাম দেহরক্ষা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই রাজ্য রক্ষার ভার একরকম আমরাই কাঁধে পড়ল। উদারামের বিধবা সাক্ষাৎ মা ভবানী। স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নেবার যে আয়োজন তিনি করেছেন, তা যখন পূর্ণ হবে—তখন দেখতে পাবে শিবাজীর রাজ্যের চূড়া ঝুর ঝুর করে ভেঙে পড়বে।

বীরা। এম্নি শক্তিমতী নারী?

ঘোড়ফড়ে। দেখলেই বুঝতে পারবে, সাক্ষাৎ মা ভবানী।

বীরা। কিন্তু অপরিচিতা আমি কেমন করে তাঁর দেখা পাব?

ঘোড়ফড়ে। সে মোটেই শক্ত নয় মা, মোটেই শক্ত নয়। চন্দ্ররাওয়ের কন্যা তুমি! চল, চল আমার সঙ্গে এখুনি চল, মা।

বীরা। কিন্তু কেন যাব? না না, আপনি যান বাজী সাহেব, আমি দেশেই ফিরে যাই।

ঘোড়ফড়ে। দেশেই যদি ফিরে যাবে, শিবাজীর অনুগ্রহ ভিক্ষা করেই যদি জীবন-যাপন করতে পারবে, তাহলে সারা দাক্ষিণাত্যে এমন করে ছুটো-ছুটি করে ঘুরে বেড়াতে কেন হবে মা?

বীরা। এতদিনের মাঝে এ প্রশ্ন একবারও মনে জাগেনি। সত্যিইত এমন করে উল্কার মতো কেন ছুটে বেড়াচ্ছি?

ঘোড়ফড়ে। প্রতিশোধ নিতে।

বীরা। প্রতিশোধ? কিসের প্রতিশোধ?

ঘোড়ফড়ে। পিতৃহত্যার।

বীরা। মনে মনে শিবাজীকে কখন যে মার্জ্জনা করে ফেলেছি, তা নিজেই বুঝতে পারিনি। আজ দেখছি শিবাজীর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নেই।

ঘোড়ফড়ে। ক্ষমাই নারীর ধর্ম্ম! তাই পুরুষ না চাইতেও তোমাদের ক্ষমা পায়। কিন্তু মর্য্যাদা? মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নারী করতে না পারে এমন কাজ ত নেই। মর্য্যাদা রক্ষার জন্যেই শিবাজী তোমার শত্রু।

বীরা। শত্রু নয়, শত্রু নয় বাজী সাহেব। কিন্তু—তবুও—চলুন বাজী সাহেব, কোথায় নিয়ে যেতে চান।

ঘোড়ফড়ে। এস মা, এস।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

দিল্লীর দেওয়ান-ই-আম। সম্রাট ঔরংজেব এখনো আসিয়া উপস্থিত
হন নাই। পাত্র-মিত্ররা সমবেত হইয়া মৃদু গুঞ্জন
করিতেছেন। দরবারে খুব কড়া
পাহাড়ার আয়োজন
হইয়াছে।

প্রথম অমাত্য। দরবারকে যে দস্তুরমত দুর্গ করে ফেল্লে।

দ্বিতীয় অমাত্য। জংলী—রাজা শিবাজী যে আসছে।

যশোবন্ত সিংহ। শিবাজী দেখছি মোগলের কাছে অত্যন্ত সম্মানের পাত্র হয়ে উঠছেন। অভ্যর্থনার কি বিরাট আয়োজন!

প্রথম অমাত্য। শিবাজীর মূল্য নিরূপণ করতে মহারাজ যশোবন্ত সিংহকেই না দাক্ষিণাত্যে পাঠানো হয়েছিল?

যশোবন্ত। যতদিন দাক্ষিণাত্যে ছিলুম, ততদিন পার্ব্বত্য ওই মূষিক একটিবারও তার গর্ত্ত থেকে বেরোনি।

২য় অমাত্য। কিন্তু শুনতে পাই মহারাজ যখন পুণার পথ আগলে বসেছিলেন, তখনই শিবাজী বিশহাজার মোগল সৈন্যের চোখে ধূলো দিয়ে সেনাপতি সায়েস্তা খাঁর হারেমে গিয়ে তাকে আহত করেছিলেন।

প্রথম অমাত্য। বুনো হলেও শিবাজী লোকটা বাহাদুর বটে।

দ্বিতীয়। বাহাদুর কি বলছেন মশাই, যাদুকর! বিজাপুরের আফজাল খাঁ দশহাজার ফৌজ নিয়ে এল শিবাজীকে বন্দী করতে। ফৌজ রইল দাঁড়িয়ে কাঠের পুতুলের মতো কিন্তু আফজাল খাঁকে আর জীবিত পাওয়া গেল না।

প্রথম অমাত্য। বাবা! ভালো করে সৈন্য সমাবেশ করো।

অধ্যক্ষ। শিবাজী রাজা!

অমাত্যগণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কুমার রামসিংহের সহিত শিবাজী প্রবেশ করিলেন।

কুমার রামসিংহ। এই-ই বিশ্ববিখ্যাত দেওয়ান-ই আম!

শিবাজী চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন

প্রথম অমাত্য। দেখে একেবারে মাথা ঘুরে গেছে। জংলী মানুষ!

শিবাজী। কুমার রামসিংহ! এই দরবার তৈরী করতে কত দেশের সম্পদ লুঠ করতে হয়েছে, তা বলতে পারেন?

কুমার রামসিংহ। আঃ মহারাজ! ও সব প্রশ্নের স্থান এ নয়।

শিবাজী। আফজল খাঁ আমার শিবিরের সম্পদ দেখেই নিশ্চিত করে বলেছিল—দস্যুগিরি না করে সে সম্পদ অর্জ্জন করা যায় না। এ ঐশ্বর্য্য দেখলে সে কি বলত?

দূরে নাকাড়া বাজিয়া উঠিল

অধ্যক্ষ। সম্রাটের আগমন ঘোষিত হয়েছে।

অমাত্যগণ নিজ নিজ আসন গ্রহণ করিলেন

কুমার রামসিংহ। চলুন মহারাজ, আমরা আসন গ্রহণ করি।

উভয়ে পাশা-পাশি বসিলেন। নকীব জানাইল সম্রাট আসিয়াছেন। সভাষদগণ সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঔরংজেব প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধান মন্ত্রী জাফর খাঁ। ঔরংজেব যাইবার সময় কুমার রামসিংহের সামনে দাঁড়াইলেন

ঔরংজেব। ইনিই শিবাজী রাজা?

রামসিংহ। জাঁহাপনা যথার্থই অনুমান করেছেন।

ঔরংজেব রামসিংহের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া সিংহাসন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

শিবাজী। এই কি মোগলের ভদ্রতা ?

রামসিংহ। নিরস্ত হৌন মহারাজ !

ঔরংজেব সিংহাসনে বসিলেন।
সভাষদগণও উপবেশন করিলেন

ঔরংজেব। দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে যে প্রস্তাব আমাদের আলোচ্য ছিল, শিবাজী রাজার আগমনে তার পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয়। সুতরাং আমরা আজ অন্য কাজে মনোনিবেশ করি।

জাফর খাঁ। সম্রাট্ ! বাঙলা থেকে······

ঔরংজেব। শিবাজী রাজার উপস্থিতিতে আজকার সভায় রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হতে পারে না।

জাফর খাঁ। জাঁহাপনা, বাঙলার ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর। যদি অনুমতি করেন, তা হলে রাজা শিবাজীর সঙ্গে আমাদের যে কাজ আছে, তা শেষ করে পরে বাঙলার সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হতে পারবে।

ঔরংজেব। উত্তম, তাই-ই হোক।

জাফর খাঁ। কুমার রামসিংহ !

উঠিয়া দাঁড়াইয়া কথা কহিয়াই আসন গ্রহণ করিলেন

রামসিংহ। যান মহারাজ, সম্রাটকে বশ্যতা জ্ঞাপন করুন।

শিবাজী। বশ্যতা কেন কুমার ! বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই এখানে এসেছি।

রামসিংহ। তার একটা রীতি আছে, মহারাজ।

শিবাজী। সে রীতি কি ভদ্রতার নিয়ম মানে না ?

ঔরংজেব। জাফর খাঁ !

জাফর খাঁ উঠিয়া দাঁড়াইয়া

জাফর খাঁ। কুমার রামসিংহ।

রামসিংহ উঠিয়া দাঁড়াইয়া আগে সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন। তারপর শিবাজীকে ধরিয়া তুলিলেন। জাফর খাঁ আসন গ্রহণ করিলেন

রামসিংহ। আর বিলম্ব করবেন না মহারাজ। আমি যেমন করে শিখিয়ে দিয়েছি, তেমন করেই অভিবাদন করবেন।

শিবাজী। মা ভবানী, জননী জিজাবাঈ আর গুরুদেব রামদাস স্বামী ব্যতীত কখনো কারুর কাছে আমি মাথা নত করিনি!

ঔরংজেব। কুমার রামসিংহ, শিবাজী রাজা কি আমাদের বশ্যতা স্বীকার করতে সম্মত নন?

রামসিংহ। (অভিবাদন করিয়া) মহারাজ ত সেই অভিপ্রায়েই এসেছেন জাঁহাপনা।···আপনার এই বিলম্ব মহারাষ্ট্রের অনিষ্ট করবে মহারাজ!

শিবাজী। মোগল যে মহারাষ্ট্রের অনিষ্ট সাধনেই বদ্ধপরিকর, তা আমি জানি কুমার। তবু যখন এসেছি, তখন মোগলের নীচতার সবখানি পরিচয় নিয়ে যাওয়াই ভাল।

শিবাজী সিংহাসন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং সিংহাসনের সামনে নজর রাখিলেন। ঔরংজেব একটু হাসিলেন। শিবাজী তিনবার কুর্ণিশ করিলেন

ঔরংজেব। রাজা শিবাজী! আপনার জন্য আমাদের যে লোকক্ষয় ও অর্থব্যয় হয়েছে, যে উদ্বেগ ভোগ করতে হয়েছে, তা আমরা ভুলতে পারতুম না—যদি না আপনি বিজাপুর আর গোলকুণ্ডা জয়ে আমাদের সহায়তা করতেন।

শিবাজী নীরব রহিলেন

আপনার বীরত্বের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। ভবিষ্যতে

আপনার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কিরূপ হবে তা যথাসময়ে আপনি অবগত হবেন। জাফর খাঁ!

জাফর খাঁ অগ্রসর হইয়া সম্রাটের হাতে একখানি কাগজ দিলেন। সম্রাট তাহা পড়িতে লাগিলেন। শিবাজী দাঁড়াইয়াই রহিলেন।

ঔরংজেব। জাফর খাঁ!

ইঙ্গিতে শিবাজীকে দেখাইয়া দিলেন

জাফর খাঁ। রাজা শিবাজী! সম্রাট আপনাকে আসন গ্রহণ করবার অনুমতি দিয়েছেন।

শিবাজী। সম্রাট!

ঔরংজেব হাতের কাগজ নীচু করিয়া একটিবার মাত্র শিবাজীর দিকে চাহিলেন। তারপর জাফর খাঁকে বলিলেন

ঔরংজেব। শিবাজী রাজাকে বলুন জাফর খাঁ, যে, আমরা এখন অন্য কাজে ব্যস্ত!

শিবাজী ঔরংজেবের দিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া ফিরিয়া আসিয়া নিজের আসন গ্রহণ করিলেন

শিবাজী। আমি জানতুম কুমার, যে, আয়ত্তে পেয়ে মোগল আমার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করবে, কিন্তু তার আচরণ যে এত জঘণ্য হতে পারে, তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি।

কুমার রামসিংহ শিবাজীকে পাশে বসাইলেন

রামসিংহ। আত্মবিস্মৃত হবে না মহারাজ!

শিবাজী। আমার আত্ম-বিস্মৃতিই ঘটেছে কুমার। মানুষের লজ্জা, মানুষের কলঙ্ক ঘৃণ্য এই দাস-যূথ মাঝে এসে আমি বিস্মৃত হয়েছি যে, মোগলের মহাত্রাস আমি, আমি তার চিরজাগ্রত বিভীষিকা, স্বাধীন মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা আমি, আমি দাস

নই—দাসের রীতি নয় আমার পালনীয়, দাসের নীতি নয় আমার অনুবর্ত্তনীয়, দাসের ধর্ম্ম নয় আমার আচরণীয় !

ঔরংজেব। শিবাজী অনভিজ্ঞ হতে পারেন, কিন্তু কুমার রামসিংহ দরবারের রীতি সম্যক অবগত আছেন বলেই আমাদের ধারণা ছিল।

রামসিংহ। আমার অনুরোধ মহারাজ, অন্তত আজকাঁর জন্য আপনি নীরব থাকুন।

শিবাজী। নীরবে অপমান সইতে শিবাজী কখনো অভ্যস্থ নয় কুমার। আমাদের সঙ্গে যাঁরা বসেছেন, তাঁদের পরিচয় পেতে পারি কুমার !

রামসিংহ। এঁরা সকলেই পাঁচহাজারী মনস্‌বদার।

শিবাজী। পাঁচহাজারী মনস্‌বদার !

রামসিংহ। হাঁ, মহারাজ।

শিবাজী। মোগলের চক্ষে আমি তাহলে আমার পুত্র শম্ভাজী আর সহচর নেতাজীরই সমকক্ষ। অপমানে আপনারা অভ্যস্থ কুমার। কিন্তু আমি ত দাস নই, দুর্ব্বল নই। এ অপমান আমার অসহ্য।

ঔরংজেব। কুমার রামসিংহ !

রামসিংহ। জাঁহাপনা।

ঔরংজেব। রাজা শিবাজীকে অত্যন্ত অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে।

রামসিংহ। অরণ্যচারী সিংহ দরবারের আবহাওয়ায় অস্বস্তি বোধ করছে।

ঔরংজেব। তাঁকে যখন সুস্থ মনে করবেন, তখন দরবারে নিয়ে আসবেন, তার আগে নয়।

রামসিংহ। মহারাজ! সম্রাট আমাদের দরবার ত্যাগ করবার অনুমতি দিয়াছেন।

শিবাজী ও রামসিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন

শিবাজী। এ নরকে ক্ষণকালও অপেক্ষা করবার ইচ্ছে আমার নেই। মোগলের এই দরবারে দাঁড়িয়েই আমি বলে যাচ্ছি কুমার, মহারাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে যে আগুন আমি জ্বেলে তুলব, তার লেলিহান শিখা দাক্ষিণাত্য থেকে দিল্লী অবধি এক মহাপ্রলয়ের কালানল নিয়ে ছুটে এসে শাঠ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মোগলের এই বিশাস সাম্রাজ্য, মোগলের আকাশ-স্পর্শী ঔদ্ধত্য, মোগলের ঔদার্য্যবিহীন প্রভুত্ব, মোগলের ক্ষমতাদৃপ্ত কর্তৃত্ব—সর্ব্বস্ব পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেবে! আপনাদের সম্রাটকে বলুন, তারই জন্য প্রস্তুত হতে।

রামসিংহ। চলুন, চলুন মহারাজ।

রামসিংহ শিবাজীকে ধরিয়া লইয়া দরবার হইতে চলিয়া গেলেন। দরবার নিস্তব্ধ। ঔরংজেব শিবাজী যে-দিকে গেলেন, সেই দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন

ঔরংজেব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ!

যশোবন্ত সিংহ। জাঁহাপনা!

ঔরংজেব। অতীতের একটী দিনের কথা আমার আজ মনে পড়ছে! সে দিনটি ছিল আমার পক্ষে অতি ভয়ানক, আর সেই দিনেই আমার ধৈর্য্যের পরীক্ষা আপনিই সব চেয়ে বেশী করেছিলেন। পরে বুঝলেও, সেদিন কিন্তু আপনি বুঝতে পারেন নি, কি গর্হিত আচরণই আপনি করেছিলেন।

খোদার অভিপ্রায়ে আমাদের সে দুর্দ্দিন কেটে গেছে। কিন্তু তেম্নি ঔদ্ধত্য আমাদের আজও সইতে হচ্ছে—রাজনীতির এমনই দাবী।

যশোবন্ত সিংহ মাথা হেঁট করিয়া বসিলেন

সভাসদগণ! এই অসভ্য বন্য রাজা আজ আমাদের অত্যন্ত উত্যক্ত করেছে। আজ আমাদেব সকল অলোচনাই স্থগিত রইল।

ঔরংজেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সভাসদগণও উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিলেন

জাফর খাঁ! শিবাজী আজ থেকে আমাদের বন্দী!

সকলে চমকিয়া উঠিলেন

জাফর খাঁ। সম্রাট!

ঔরংজেব। ঔরংজেব উত্তেজনার বশে কখনো কাজ করে না জাফর খাঁ। শিবাজী আমাদের বন্দী।

জাফর খাঁ অভিবাদন করিলেন। ঔরংজেব সিংহাসন হইতে নামিয়া দরবারের মধ্যস্থলে আসিয়া কিছুকাল চিন্তাকুল ভাবে দাঁড়াইলেন

জাফর খাঁ!

জাফর খাঁ। জাহাপনা!

জাফর খাঁ অগ্রসর হইয়া আসিলেন

ঔরংজেব। শিবাজীকে যে গৃহে থাকতে দেওয়া হয়েছে, সেই গৃহই হবে তার কারাগৃহ, সাধারণ বন্দীশালা নয়। দিবারাত্র শক্তিমান সশস্ত্র সৈনিক সেই গৃহ অবরোধ করে থাকবে। আমাদের আদেশ ব্যতীত কারু সে গৃহে যাতায়াত করবার

অধিকার থাকবে না। মারহাঠী শৃগালকে পোষ মানাবার আমাদের একটু অসাধারণ ব্যবস্থাই করতে হচ্ছে জাফর খাঁ।

জাফর খাঁ। অতিথির মর্য্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা···

ঔরংজেব। শিবাজী আমাদের অতিথি নয়,—শিবাজী আমাদের বন্দী।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লীতে যে গৃহে ঔরংজেব শিবাজীকে বন্দী রেখেছিল সেই গৃহেরই একটি কক্ষে শিবাজী ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। হীরাজী, জীবনরাও প্রভৃতি বসিয়া আছেন। শম্ভাজী নিদ্রিত। মধ্যরাত্র উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে

শিবাজী। ঔরংজেব ভেবেছে, এই গৃহে সে আমায় আমরণ বন্দী করে রেখে মারহাঠার উত্থান অসম্ভব করে দেবে—অথবা দীর্ঘ অবরোধে মহারাষ্ট্র-কেশরীর মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলে সে তাকে বুকে হাঁটাবে—জয়সিংহ, যশোবন্ত সিংহের মতো শিবাজীকে করে রাখবে তার ক্রীতদাস। মানুষের দম্ভ মানুষকে অপরের শক্তি সম্বন্ধে এম্নি অন্ধ করে ফেলে। মূর্খ, বিশ্বাস করে নিল, বন্দী থেকে শিবাজী সত্যই অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তার জীবন সংশয়। শিবাজী এত সহজে অসুস্থ হবে! আবাল্য সে রোদে জলে হিমে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছে, মাওলাদের

মুষ্টিমেয় চানা করেছে তার ক্ষুন্নিবারণ, তার শয়নের উপাধান হয়েছে পাহাড়ের কোমল প্রস্তর! সে আজ এই গৃহে বন্দী থেকে অসুস্থ হবে! ঔরংজেবের এই নির্ব্বুদ্ধিতাই আমার মুক্তির পথ সুগম করে দিয়েছে। সে যখন সংবাদ পাবে, তখন আমি দিল্লীকে যোজনের পথ পিছনে ফেলে চলে যাব, একটি মারহাঠীকেও সে দিল্লীতে খুঁজে পাবে না। হীরাজী!

হীরাজী। প্রভু!

শিবাজী। ভালো করে দেখ, প্রহরীরা কাছে কোথাও কেউ আছে কি না।

হীরাজী। মহারাজ, বাইরে পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

জীবনরাও দৌড়াইয়া দোরের কাছে গেল। ফিরিয়া আসিয়া কহিল

জীবনরাও। কোতোয়াল পোলাদ খাঁ।

শিবাজী। এত রাত্রে পোলাদ খাঁ!

শিবাজী আবার শয়ন করিলেন। দরজায় শব্দ হইল। জীবনরাও দোর খুলিয়া দিলেন। পোলাদ খাঁ প্রবেশ করিলেন

পোলাদ খাঁ। রাজা এখন কেমন আছেন?

জীবনরাও। অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন। বৈদ্য এই মাত্র বলে গেলেন, আজকার রাত নিরাপদে কাটলে জীবন রক্ষা হতেও পারে।

পোলাদ খাঁ। খোদা রাজাকে আজ নিরাপদেই রাখবেন। নইলে মোগলের নামে কলঙ্ক রটবে! সম্রাট বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

হীরাজী। সম্রাটের অনুগ্রহ আমরা বিস্মৃত হব না। এমন সুচিকিৎসা মহারাষ্ট্রে হতো না।

পোলাদ খাঁ। তা কি করে হবে মশাই! এটা রাজধানী আর আপনাদের সে দেশ জংলা। রাজা সেরে উঠুন। হাঁ, কালও কি আপনাদের মিষ্টান্ন বিতরণ করতে হবে?

হীরাজী। তা হবে বৈকি খাঁসাহেব। মহারাজ যতদিন না সুস্থ হয়ে উঠছেন, ততদিন ও কাজ আমাদের করতেই হবে। ও আমাদের ধর্ম্মের একটা অঙ্গ কি না।

পোলাদ খাঁ। বেশ! আপনাদের ধর্ম্মের ওপর মোগল হস্তক্ষেপ করতে চায় না। তা হলে আমি এখন আসি।

পোলাদ খা বাহির হইয়া গেলেন। জীবনরাও দোর বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিল। শিবাজী লাফাইয়া উঠিয়া বসিলেন

শিবাজী। রাত্রি প্রভাত হতে কত বাকি হীরাজী?

হীরাজী। আর বেশী বিলম্ব নেই।

শিবাজী। হীরাজী!

হীরাজী। মহারাজ!

শিবাজী। মাওলা সৈন্যরা মহারাষ্ট্রে পৌঁছেচে?

হীরাজী। মোগল তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেও আর তাদের ধরতে পারবে না।

শিবাজী। অমাত্যগণও নিরাপদ?

হীরাজী। হাঁ, মহারাজ।

শিবাজী। তাহলে বিলম্বের আর প্রয়োজন নেই?

হীরাজী। না মহারাজ। বিলম্বে বিপদের আশঙ্কা আছে।

শিবাজী। ঔরংজেব তুমি না বড় চতুর! কাল সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবে চাতুরীতে শিবাজীর কাছে তুমি শিশু।

বাহিরে ভজন-গান সুরু হইল

রাত্রি প্রভাত হয়েছে ?

হীরাজী। হাঁ মহারাজ ওই যে ভজন সুরু হলো।

শিবাজী। হীরাজী, আমাদের সবই প্রস্তুত—সন্ন্যাসীর পোষাক পরিচ্ছদ ?

হীরাজী। সবই প্রস্তুত মহারাজ। মিষ্টান্ন-পেঁটিকা বহন করে যারা নিয়ে যাবে তারাও তৈরী হয়ে পাশের ঘরেই অপেক্ষা করছে।

ভজন শেষ হইয়া গেল

শিবাজী। ভবানী! তোমার কৃপায় শিবাজী আজ মুক্তি পাবে—তারপর—তারপর, ঔরংজেব! শম্ভাজী, শম্ভা!

শম্ভা। বাবা! বাবা! মহারাজ।

শিবাজী। মহারাজ নয় শম্ভা, বাবা—বাবা! বড় মিষ্টি ডাক। না হীরাজী? কিন্তু হীরাজী, প্রাণভরে কখনো ডাকতে পাইনি। শম্ভা!

শম্ভা। বাবা!

হীরাজী পার্শ্বের ঘরে চলিয়া গেল

শিবাজী। ওঠ বাবা!

শম্ভাজী চোখ মেলিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিল

শম্ভা। এত ভোরে কেন বাবা? দরবারে যেতে হবে? সম্রাট কি সেই আদেশই দিয়েছেন ?

শিবাজী। দরবারে যেতে হবে না। মারহাঠী আমরা—সম্রাটের আদেশ আর মাথা পেতে নোব না—আমাদের দেশে যেতে হবে।

শম্ভা। দেশে, রায়গড়ে ?

হীরাজী আর জীবনরাও প্রবেশ করিল

হীরাজী। মহারাজ, আর কাল-বিলম্ব করা সঙ্গত নয়।

জীবনরাও। বেশ পরিবর্ত্তন করে মিষ্টান্ন-পেটিকার ভিতরে গিয়ে বসুন মহারাজ।

হীরাজী। মহারাজ, আপনার কঙ্কন!

শিবাজী কঙ্কণ খুলিয়া দিয়া শম্ভাজীকে লইয়া অন্যঘরে প্রবেশ করিলেন। দরজায় করাঘাত হইল। হীরাজী ক্ষিপ্রগতিতে শিবাজীর কঙ্কণ হাতে পরিয়া আপাদমস্তক বস্ত্রে ঢাকিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িলেন। জীবনরাও প্রবেশ করিয়া দোর খুলিয়া দিল। পোলাদ খাঁ প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে দুইজন রক্ষী।

পোলাদ। রাজা কেমন আছেন?

জীবনরাও। কিছুই বুঝতে পারছি না খাঁসাহেব। একেবারে অসাড় হয়ে পড়ে আছেন। দেখুন না, প্রাণ আছে কি নেই বোঝা যায় না! একটিবার দেখুন খাঁসাহেব!

পোলাদ খাঁ। না না, কাছে গিয়ে আর ব্যাঘাত করব না। যদি মরে গিয়েই থাকে। কাজ কি আর সকাল বেলায় কাফেরের শব ছুঁয়ে! খোদাকে ডাকুন, খোদাকে ডাকুন, মারহাঠী! আপনাদের ব্রত ত সুরু হয়েছে দেখলুম, ঝুড়ি ঝুড়ি মিষ্টান্ন নিয়ে বাহকরা মন্দিরে মন্দিরে চলেছে। কিন্তু আমাদের একটা অভিযোগ আছে।

জীবনরাও। মারহাঠী-বাহকরা কোন নিয়ম লঙ্ঘন করেছে?

পোলাদ খাঁ। না মহাশয়, মারহাঠীরা বড় বিনয়ী। তাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগের কোনই কারণ ঘটেনি। অভিযোগ আপনাদের বিরুদ্ধে। আপনারা যেরূপ মিষ্টান্ন বিতরণ করছেন, তাতে রাজা সেরে উঠবেন; কিন্তু দিল্লীর পেটুক বামুনরা পেট ফুলে মারা যাবে।

একজন রক্ষী অগ্রসর হইল

রক্ষী। জনাব! রাজবৈদ্য এসেছেন।

পোলাদ। এসেছেন! আসুন বৈদ্যরাজ! দেখুন ত রাজার জীবন নিরাপদ কিনা। সম্রাট বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

গঙ্গাজী। কোতোয়ালসাহেব, শাস্ত্রে লেখে যে বিধর্ম্মী, নারী, উন্মাদ এদের সামনে রোগী দেখতে নেই।

পোলাদ। বেশ! আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি। কিন্তু কি বিদ্‌ঘুটে আপনাদের শাস্ত্র!

পোলাদ খাঁ ও রক্ষীরা বাহিরে গেলেন, বৈদ্যরাজ গঙ্গাজী হীরাজীর দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন

গঙ্গাজী। মহারাজ নিরাপদে শহরের বাইরে উপনীত হয়ে, মথুরার পথে অগ্রসর হয়েছেন। রক্ষী-হিসেবে তাঁর সঙ্গে সাতজন সেনানীও গেছেন। তোমরা আর বিলম্ব করো না।

গঙ্গাজী রোগী দেখিবার ভাণ করিয়া কিছুকাল কাটাইলেন। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন

গঙ্গাজী। আপনি এখন আসতে পারেন কোতোয়ালসাহেব।

পোলাদ খাঁ ও রক্ষীরা পুনরায় প্রবেশ করিলেন

পোলাদ। রাজাকে কেমন দেখলেন বৈদ্যরাজ?

গঙ্গাজী। জীবনের আর ভয় নেই। খুবই সাবধানে রাখতে হবে। কিন্তু আপনার রক্ষীরা পাথরের ওপর নাগরাই জুতোর যে শব্দ করে!

পোলাদ। প্রহরী! আমার অনুমতি ব্যতীত তোমরা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করো না।

প্রহরী। জো হুকুম।

গঙ্গাজী। তা হলে চলুন কোতোয়ালসাহেব। এক প্রহর পরে আবার এসে দেখে যাব। জীবনরাও!

জীবনরাও। আদেশ করুন।

গঙ্গাজী। আপনি আর হীরাজী একটু পরে আমার গৃহে যাবেন। একটা ঔষধ প্রয়োগ-পদ্ধতি আপনাদের শিখিয়ে দোব। মহারাজের কাছে হয় আপনাকে, নয় হীরাজীকেই ত থাকতে হয়?

পোলাদ। এমন সেবা, এমন ভক্তি আমি আর দেখিনি।

গঙ্গাজী। এ আর বেশী কি খাঁসাহেব। আমাদের প্রাণ দিলেও যদি মহারাজ রোগ-মুক্ত হন, তাহলে হাসিমুখেই যে তা দিতে পারি।

গঙ্গাজী। রাজা নিরাপদ। চলুন কোতোয়ালসাহেব।

গঙ্গাজী ও পোলাদ খাঁ চলিয়া গেলেন। জীবনরাও দুয়ার বন্ধ করিয়া দিলেন। হীরাজী লাফাইয়া উঠিলেন

হীরাজী। জীবনরাও! আর বিলম্ব নয়। মিষ্টান্নের দুইটি মাত্র পেটিকা রয়েছে। চল তারই ভিতর বসে আমরা বেরিয়ে পড়ি। শুনেছি ঔরংজেব জানতে চেয়েছিল বুদ্ধি কার বেশী —মোগলের, না মারহাঠার? জবাব আমরাই দিয়ে গেলুম।

কতকগুলো কাপড়চোপড় আনিয়া বিছানায় রাখিয়া তাহার উপর মোটা চাদর চাপা দিয়া হীরাজী আর জীবনরাও বাহির হইয়া গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লীর প্রাসাদ-কক্ষ। ঔরংজেব ও জাফর খাঁ

ঔরংজেব। রাজাটা যদি মরেই যায় জাফর খাঁ!

জাফর। তাহলে মোগলের দুর্নাম রটবে।

ঔরংজেব। দুর্নামের ভয় তোমরা সকলেই কর দেখছি। কিন্তু এ'ত কেবল দুর্নামের কথা নয় জাফর খাঁ···আরো অনেক কথা রয়েছে। শিবাজীর মৃত্যু হোক, এ আমাদের অভিপ্রেত নয়।

জাফর। সেদিনকার দরবারে সে নিজকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছে।

ঔরংজেব। সে অপমান আমি ইচ্ছে করেই করেছি, তাও তুমি জান জাফর খাঁ! মানুষকে যত বেশী করে বোঝাতে পারবে যে, সে ক্ষুদ্র, অত্যন্ত হেয়, তার ভেতরের মহত্ত্ব ততই কমে যাবে।

পোলাদ খাঁ প্রবেশ করিয়া মাথা নত করিয়া দাঁড়াইলেন

পোলাদ খাঁ, এ সময়ে কেন?

পোলাদ খাঁ মাথা নত করিয়া দাঁড়াইলেন

পোলাদ। জাঁহাপনা!

জাফর। রাজার মৃত্যু হয়েছে?

পোলাদ। না উজীর সাহেব, দস্যু আমাদের সকলের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়েছে।

ঔরংজেব। পোলাদ খাঁ!

পোলাদ। সে ধূর্ত্তের ছল আমরা বুঝতে পারিনি সম্রাট!

ঔরংজেব। বুঝতে যে পারনি, তা ত স্পষ্টই দেখছি—কিন্তু কেমন করে পালাল তাই শুনি!

পোলাদ। দস্যু অসুখের ভাণ করে পড়েছিল। তাদের মিষ্টান্ন বিতরণের ব্যাপার একটা ছলমাত্র। একে একে সকলেই সেই মিষ্টান্নের পেটিকায় পালিয়েছে।

ঔরংজেব। তোমরা সেখানে ছিলে কিসের জন্য? কিন্তু থাক্ সে সব কথা। তোমাদের শাস্তির ব্যবস্থা পরে হবে, এখন নয়। এখন দিকে দিকে দ্রুতগামী অশ্বে লোক পাঠাও, সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচার করে দাও যে, পলাতক শিবাজীকে ধরে দিতে পারলে প্রচুর পুরস্কার পাওয়া যাবে।

পোলাদ খাঁ প্রস্থান করিল। ঔরংজেব দ্রুত পায়চারি করিতে লাগিলেন

জাফর খাঁ, জাফর খাঁ! আমার সকল আয়োজনই পণ্ড হলো! শিবাজী যদি মহারাষ্ট্রে ফিরে যেতে পারে, তাহলে আর তাকে পাওয়া যাবে না—মহারাষ্ট্র যাবে, বিজাপুর যাবে, গোলকুণ্ডা যাবে—দাক্ষিণাত্যে মোগলের প্রভুত্ব আর থাকবে না। জাফর খাঁ!

জাফর। সম্রাট!

ঔরংজেব। শিবাজীকে যে অপমান করেছিলুম, আমাকে নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন করে, সে তার শতগুণ অপমান আমায় করে গেল জাফর খাঁ! ঔরংজেব এমন অপমানিত আর কখনো হয়নি।

বেগে পরিক্রমণ করতে লাগিলেন

জাফর। সম্রাট! পালিয়ে শিবাজী কোথায় যাবে? আমাদের প্রহরীরা সতর্ক···

ঔরংজেব। ও-কথা আর আমায় বলো না। জাফর খাঁ, প্রহরীরা যদি সতর্কই থাকবে, তাহলে শিবাজী কেমন করে পালাবে? আমি জান্‌তুম যে, মোগল সাম্রাজ্যের প্রতি অঙ্গেই এমনি ঘুণ ধরেছে—সর্ব্বত্রই ঔদাসিন্য, সর্ব্বত্রই শৈথিল্য।

আবার পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

আজ কি বুঝতে পারলুম, জান জাফর খাঁ?

জাফর খাঁ। কি সম্রাট?

ঔরংজেব। আজ বুঝলুম মোগল সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য্য। প্রধান সেনাপতি থেকে সামান্য প্রহরী অবধি যখন এম্নি অপটু হয়, তখন সাম্রাজ্যের সৌধ ভেঙ্গেই পড়ে। মীরজুমলা জয়সিংহ, যশোবন্ত সিংহ, শায়েস্তা খাঁ, দিলীর খাঁ থেকে সুরু করে কোতোয়াল পোলাদ খাঁ আর তার প্রহরীরা অবধি কেউ যথার্থরূপে কর্ত্তব্য পালন করতে পারেনি বলে শিবাজী আজও তার স্পর্দ্ধা নিয়ে জীবিত।

আবার-পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

জাফর খাঁ। সম্রাট স্থির হউন।

ঔরংজেব। পিতাকে কারারুদ্ধ করে, ভাইদের দণ্ড দিয়ে যে সাম্রাজ্য অর্জ্জন করলুম, আমার সঙ্গে সঙ্গেই তার অস্তিত্ব লোপ পাবে।

পোলাদ খাঁ প্রবেশ করিলেন।

পোলাদ। সম্রাট! এই মাত্র খবর পেলুম যে শিবাজী ধরা পড়েছে। নাগপুরের পথ ধরে পিতা-পুত্রে পালাচ্ছিল—প্রহরীরা সন্দেহ করে তাদের বন্দী করেছে। তাদের কি সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করব?

ঔরংজেব। এখুনি, এখুনি এখানে নিয়ে এস।

পোলাদ খাঁ প্রস্থানোদ্যত হইলেন। এমি সময় একজন সেনানী প্রবেশ করিল।

সেনানী। সম্রাট! যাদের বন্দী করে আনা হয়েছে, তারা শিবাজী আর শম্ভাজী নয়—তারা নেতাজী আর তার পুত্র।

ঔরংজেব। জাফর খাঁ, এদের নিয়ে রাজ্য রক্ষা করতে হবে!

ঔরংজেব হতাশায় নুইয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।
জাফর খাঁ প্রভৃতিও প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

রায়গড় দুর্গ কক্ষ। জিজাবাঈ, রামদাস, মোরপন্ত, তানাজী ইত্যাদি।

জিজাবাঈ। প্রভু!

রামদাস শূন্য প্রেক্ষণে চাহিয়া রহিলেন। কোন জবাব দিলেন না

এ উৎকণ্ঠার মাঝে আরতো থাকতে পারি না প্রভু! আমার শিব্বা, আমার শম্ভা ফিরে না এলে ত মহারাষ্ট্রকে সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বস্বান্ত হতে হবে। শঠ ঔরংজেবের চক্রান্ত-জাল ছিন্ন করে শিব্বা আমার মুক্ত হয়েছে, এই সংবাদই আমার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সমগ্র উত্তর ভারতে মোগলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। রক্তলোলুপ পশুর মতো নগরে অরণ্যে প্রান্তরে সর্ব্ব স্থানে মোগল সৈনিকরা ওৎ পেতে বসে আছে। যদি তারা সন্ধান পায়, যদি তারা চিনতে পারে আমার শিব্বা আর শম্ভাকে, তাহলে···তাহলে প্রভু!

তানাজী। মহারাজ যখন একবার মুক্তি পেয়েছেন, তখন মোগল তাকে আবার বন্দী করতে পারবে, এমন বিশ্বাস আমার নেই।

জিজাবাঈ। স্তোক-বাক্যে আমায় ভোলাবার চেষ্টা করোনা, তানাজী। মোগলের শক্তি কোথায় কেমন, তা তুমি জান—আমিও জানি। নির্ম্মমতায় নিষ্ঠুরতায় ঔরংজেব ভারতে অদ্বিতীয়। একি গুরুদেব! আপনার মুখে বিপদের ছায়া, আপনার ললাটে দুশ্চিন্তার ঘন রেখা! তাহলে…তাহলে কি?…

রামদাস। মোগলের এই প্রতারণা, এই শাঠ্য, এই ঘৃণ্য জঘন্য ব্যবহারের কথা ভাবি আর আমার মনে হয় মা, মারহাঠীদের নিয়ে সমগ্র ভারতে প্রলয়ের আগুণ জ্বালিয়ে তুলে দর্প দম্ভ শাঠ্য সবই ভস্মীভূত করে ফেলি। শঙ্করের মতো শক্তিমান, শঙ্করের মতো সর্ব্বত্যাগী আমার শিব্বাকে আজ একান্ত অসহায়ের মতো, তস্করের মতো আত্ম-গোপন করে ফিরতে হচ্ছে,—এ গ্লানি সহ্য করা যে আমার পক্ষেও অসম্ভব হয়ে উঠেছে মা!

পেশোয়া। মহারাষ্ট্রের হৃত দুর্গ সকল পুনরুদ্ধার করবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত প্রভু! বিজাপুর আর গোলকুণ্ডা একত্র মিলিত হয়ে মোগলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। আমরা যদি এখন মোগলকে আক্রমণ করি তাহলে কোন্ দিক সে রক্ষা করবে, তা ভেবেও স্থির করতে পারবে না।

জিজাবাঈ। যদি তাই-ই সত্য হয়, তাহলে বৃথা কেন কালক্ষেপ কর মারহাঠী? দিকে দিকে মহারাষ্ট্রের বিজয় বাহিনী প্রেরণ কর। সমগ্র দাক্ষিণাত্যে সমরানল জ্বালিয়ে তোল, মোগল জানুক মারহাঠা দুর্ব্বল নয়। আদেশ দিন্ গুরুদেব।

রামদাস। মারহাঠী! শক্তির পরিচয় দাও! উল্কার জ্বালা নিয়ে, উল্কার গতি নিয়ে দিকে থেকে দিগন্তে তোমরা অগ্নি বর্ষণ কর।

জিজাবাঈ। গুরুদেব আদেশ দিয়েছেন তানাজী। পেশোয়া, গুরুদেব আদেশ দিয়েছেন। কালবিলম্বের আর প্রয়োজন নেই। দুর্গ এক সঙ্গে আক্রমণ কর!

পেশোয়া। সেনানীদের তাহলে সংবাদ দাও তানাজী।

তানাজী। মার্জ্জনা করবেন পেশোয়া। আপনাদের এ সিদ্ধান্ত আমি সমীচীন বলে মনে করতে পারছিনা।

জিজাবাঈ। গুরুদেব আদেশ দিয়েছেন তানাজী।

তানাজী। মহারাষ্ট্রে দক্ষ সেনাপতির অভাব নেই মা।

পেশোয়া। জননী আদেশ দিয়েছেন তানাজী।

তানাজী। সন্তান অযোগ্য হলেও সে জননীর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয় না। আমায় অক্ষম বিবেচনা করে মা আমায় মার্জ্জনা করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।

জিজাবাঈ। গুরুদেব!

রামদাস। মহারাষ্ট্রের অধিপতি মহারাজ শিবাজী আজ আত্মরক্ষার জন্য বন থেকে বনান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করছেন,—অনিদ্রায় অনাহারে, উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায় দেহ তাঁর শীর্ণ, মন তাঁর ক্লিষ্ট! আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তানাজী, হাঁ পেশোয়া আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি—ঘুমন্ত পুত্রকে বুকে নিয়ে রজনীর গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে মহারাজ শিবাজী রুদ্ধশ্বাসে, ত্রস্ত পদে এগিয়ে আসছেন···আর পেছনে···পেছনে শিকারী কুকুরের মতো তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করে ছুটে আসছে মোগলের হিংস্র সৈনিক দল!

জিজাবাঈ। গুরুদেব! গুরুদেব!

জিজাবাঈ দুইহাতে মুখ ঢাকিলেন।

রামদাস। কণ্টকাঘাতে দেহ ক্ষতবিক্ষত, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ, সর্ব্বাঙ্গ স্বেদাপ্লুত, শ্রান্ত দেহ কম্পিত···

জিজাবাঈ। শোন তানাজী, শোন তোমার রাজার, তোমার বাল্য-সহচরের দুর্দ্দশার কথা!

রামদাস। কিন্তু শঙ্কা নেই, মহারাজ শিবাজীর হৃদয়ে শঙ্কা নেই, মনে নেই হতাশা। বুকে অদম্য উৎসাহ নিয়ে, চোখে আত্ম-প্রত্যয়ের আলো নিয়ে মহারাষ্ট্রের মহারাজ সিংহের মতো এগিয়ে আসছেন।

জিজাবাঈ। এখন যদি আমরা মোগলকে আক্রমণ করি, তাহলে শিব্বার অনুসরণে তারা নিবৃত্ত হবে। শিব্বা আমার নিরাপদে স্বরাজ্যে ফিরে আসতে পারবে।

রামদাস। যাও তানাজী, আক্রমণের আয়োজন কর।

তানাজী অস্ত্র মাটিতে নামাইয়া রাখিল

তানাজী। তানাজী অস্ত্র ত্যাগ করছে জননী। তাকে শাস্তি দিন। সে এ আদেশ পালন করতে পারবেনা।

জিজাবাঈ। তোমার এ আচরণের অর্থ কি, তানাজী?

তানাজী। মা, চিরদিন আমি মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে কাটিয়েছি, দেখেছি মোগলকে আক্রমণ করবার আগে কত সতর্কতা তিনি অবলম্বন করেছেন—অগ্রপশ্চাৎ কত কথা তিনি বিবেচনা করেছেন। আজ উত্তেজনার বশে আমরা যদি সহসা একটা সিদ্ধান্ত করে ফেলি, তাহলে হয়ত মহারাজের অনভিপ্রেত কাজই করা হবে।

জিজাবাঈ। তোমার কাজ আদেশ পালন—বিচার নয়।

তানাজী। আমার বিবেক বলছে, এ আদেশ পালন অন্যায়।

জিজাবাই। মনে রেখো তানাজী, তোমার এ আচরণ বিদ্রোহ।

তানাজী। দাস শাস্তি নিতে প্রস্তুত।

রামদাস। উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় হিতাহিত বিবেচনায় সত্যই আমরা অক্ষম হয়ে পড়েছিলাম—মহারাজ শিবাজীর আদেশ না পাওয়া অবধি সত্যই আমরা মোগলকে আক্রমণ করতে পারিনা।

জিজাবাঈ। কিন্তু কোথায় গুরুদেব? তার আদেশ কেমন করে আমরা পাব?

রামদাস। কোন ভয় নেই মা। আমিই চল্লুম তার সন্ধানে। ভারতবর্ষের যেখানেই সে থাকুক, আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌ব। সে তোমার সন্তান, আমার শিষ্য, মহারাষ্ট্রের মহান অধিপতি—সকলে মিলে সকল বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করবার জন্য সর্ব্বস্ব আমরা বিসর্জ্জন করব।

প্রস্থান

জিজাবাঈ। গুরুদেবের নির্দ্দেশ মতো মোগলকে আক্রমণ করবার সঙ্কল্প আপাতত আমাদের বর্জ্জন করতে হলো। কিন্তু উদারামের বিধবার উপদ্রব নিবারণ করবার শক্তিও কি মহারাষ্ট্রের নেই? আমি শুনছি প্রতিহিংসাপরায়ণা সেই নারী যখন তখন অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করছে! তানাজী, এই নারীকেও কি আমরা সমুচিত শিক্ষা দিতে অসমর্থ?

তানাজী। মা বহুসংখ্যক নারী-সৈন্য এই দলভুক্ত বলে মারহাঠীরা তাদের আক্রমণ করতে পারে না।

জিজাবাঈ। নারী-সৈন্য !

তানাজী। হাঁ মা। পুরোভাগে তারাই থাকে। তাদের আঘাত করতে মারহাঠীদের হাতে অস্ত্র ওঠে না।

জিজাবাঈ। নারী-সৈন্য বলে মারাঠীরা কি তাদের আঘাত করতে পারবে না ! মারাঠীরা যে কোমলাঙ্গীদের চেয়েও কোমল প্রকৃতি হয়ে পড়েছে, তা ত জানতুম না তানাজী।

তানাজী নীরব রহিলেন

দোষ তোমাদের নয় তানাজী—দোষ তোমাদের মহারাজের।

তানাজী। মহারাজের !

জিজাবাঈ। হাঁ তানাজী তোমাদের মহারাজের। মহারাজ শিবাজীই অত্যন্ত কোমল হয়ে পড়েছেন।

তানাজী। কিন্তু তিনি ফিরে না আসা অবধি উদারামের বিধবাপত্নীর উপদ্রব আমাদের সইতেই হবে।

জিজাবাঈ। কেন তানাজী ? নারী যেখানে রণরঙ্গিনী হয়ে দেখা দেয়, সেখানে নারীই করবে তার বিরুদ্ধে অভিযান। আমিই অস্ত্রধারণ করব। শ্যামলি ! শ্যামলি !

শ্যামলী ! কি মা !

জিজাবাঈ। যুদ্ধ করতে পারবি মা ?

শ্যামলী। প্রয়োজন হলেই পারব মা। কিন্তু মহারাষ্ট্র কি এতই বিপন্ন ?

জিজাবাঈ। মহারাষ্ট্রের বিপদ এবার এসেছে পুরুষদের দিক থেকে নয় শ্যামলী—এবার তা এসেছে মেয়েদের দিক থেকে। মাহুরের নারীরা মহারাষ্ট্রকে গড়ে উঠতে দেবেনা। আমি যাচ্ছি তাদের দমন করতে—তুই যাবি আমার সঙ্গে ?

প্রতিহারী প্রবেশ করিল

প্রতিহারী। মা! একজন ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎপ্রার্থী।

জিজাবাঈ। ব্রাহ্মণ দেবতা। সমাদর করে নিয়ে এস। পারবি না শ্যামলী?

শ্যামলী। বাবা ফিরে আসা অবধি অপেক্ষা করলে চলে না?

প্রতিহারীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিলেন

ব্রাহ্মণ। মহারাষ্ট্রের জয় হোক!

জিজাবাঈ। শিব্বা!

ব্রাহ্মণবেশী শিবাজী মাকে প্রণাম করিলেন

তানাজী। বন্ধু!

শ্যামলী। বাবা!

মোরপন্ত। মহারাজ!

জিজাবাঈ। আমার শম্ভা কোথায় শিব্বা? শম্ভা!

শিবাজী। মা! শম্ভা নিরাপদ। শীঘ্রই তোমার কোলে ফিরে আসবে।

পরচুল ও দাড়ী ফেলিয়া দিলেন

তানাজী!

শিবাজী। বিশ্রামালাপের আর অবসর নেই তানাজী। এখুনি দিকে দিকে বিজয়-অভিযান সুরু করতে হবে। আমি সপ্তাহকাল এই ছদ্মবেশে মহারাষ্ট্রের সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। তাতে করে বুঝেছি আমার অনুপস্থিতিতে মহারাষ্ট্র এতটুকুও শক্তি হারায়নি। নবীন মহারাষ্ট্রের বুকের স্পন্দন আমি শুনতে পেয়েছি তানাজী—বুঝতে পেরেছি মহারাষ্ট্র এবার জয়-বিমণ্ডিত হবে। তাই আর কাল-বিলম্ব করতে চাই না।

একযোগে মোগল-অধিকৃত সমস্ত দুর্গ আক্রমণ করতে হবে তানাজী। মহারাষ্ট্র-বাহিনী দলে দলে বিভক্ত কর। উপযুক্ত অধ্যক্ষের অধীনে দিকে দিকে তারা জয়যাত্রায় বেরিয়ে পড়ুক। যে দিকে চাইবে সেই দিকেই মোগল মারহাঠীদের করাল মূর্ত্তি দেখে ভীতত্রস্ত হয়ে পলায়ন করুক।

তানাজী প্রস্থান করিলেন

শিবাজী। মহারাষ্ট্রের নৌ-বাহিনীও আমি আর অলস রাখতে চাই না পেশোয়ার। তারাও সমুদ্রতীরবর্ত্তী সহরসমূহ আক্রমণ করুক। ফিরিঙ্গিরা যদি মোগলের পক্ষ অবলম্বন করে বাধা দেয়, তাহলে তাদেরও আমরা ক্ষমা করব না। আপনি এই আয়োজনের ভার নিন পেশোয়া।

মোরপন্ত প্রস্থান করিলেন

জিজাবাঈ। মাহুরের উদারামের বিধবা......

শিবাজী, আমি জানি মা। ব্যবস্থাও আমি করেছি। রণরাওয়ের অধিনায়কত্বে আমি মাহুরে একটি বাহিনী পাঠিয়েছি।

শ্যামলী। বাবা!

শিবাজী কি মা, তুই অমন করে আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌লি কেন মা?

শ্যামলী। মাহুর বাহিনী পরিচালনা করছে উদারামের বিধবা স্ত্রী নয়—বীরা, আমারই বাল্য সখী বীরা।

শিবাজী. চন্দ্ররাওয়ের কন্যা?

শ্যামলী। হাঁ বাবা!

শিবাজী। অভাগিনী!

জিজাবাঈ। কে এই উন্মাদিনী?

শিবাজী। মা উন্মাদিনী নয়, অসাধারণ শক্তিশালিনী। তার ভিতরে

যে শক্তি রয়েছে, সেই শক্তিরই উপাসক আমরা। একবার ভাব মা, নিজের প্রতি অবিচার হয়েছে, অত্যাচার হয়েছে মনে করে, জীবনের সব-কিছু বিসর্জ্জন দিয়ে এই শ্যামলীর সমবয়স্কা এক বালা সমগ্র দাক্ষিণাত্যে একাকিনী ছুটে বেরিয়েছে—তারপর আজ সে মানুষের বাহিনীর অভিনেত্রী হয়ে আস্‌ছে আমাদের আক্রমণ করতে। বীরাবাঈয়ের শক্তি বিপথে চালিত হচ্ছে বলে আপাতত তা আমাদের অনিষ্ট-সাধন করছে, কিন্তু ওই শক্তিকে আমি নূতন পথে ফিরিয়ে দোব—আর তা যদি পারি, তাহলে মহারাষ্ট্রের যে হিত সাধিত হবে—যা বিজাপুর জয়ে হবে না, গোলকুণ্ডা জয়ে হবে না, এমন কি মোগল-জয়েও যা হওয়া অসম্ভব। শ্যামলী!

জিজাবাঈয়ের প্রস্থান

শ্যামলী। বাবা!

শিবাজী। তোমার সখীর রণ-নৈপুণ্য দেখতে চাও?

শ্যামলী। কেমন করে বাবা!

শিবাজী। দেখতে চাও ত আমার অনুসরণ কর।

শিবাজী বেগে প্রস্থান করিলেন,
শ্যামলীও তাঁহার অনুগমন করিল।
সকলেই চলিয়া গেলেন

চতুর্থ দৃশ্য

মাহুরের দুর্গ। দুর্গাশিরে বীরাবাঈ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আপাদমস্তক
তার অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত। সে দূরবীণ হাতে লইয়া মাঝে
মাঝে অতি ব্যস্তভাবে কি যেন দেখিতেছে।
ঘোড়ফড়ে পাশে দণ্ডায়মান। বীরাবাঈ
দূরবীণ নামাইল।

বীরা। বাজী সাহেব!

ঘোড়ফড়ে। কি মা!

বীরা। তিনবার মারাঠীরা পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। এই বার নিয়ে চতুর্থ আক্রমণ।

ঘোড়ফড়ে। কতবড় বীরের রক্ত তোমার ধমনীতে প্রবাহিত, তা কি আমি জানি না মা!

বীরা। বাজীসাহেব।

ঘোড়ফড়ে। বল মা!

বীরা। যৌবনে আমার বাবা খুব বীর ছিলেন?

ঘোড়ফড়ে। সে-কথা আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়? শিবাজী বীর বলে খ্যাতিলাভ করেছে···কিন্তু চন্দ্ররাওয়ের কাছে সে খদ্যোত···তাইত গুপ্তঘাতকদের দিয়ে সে তোমার বাবাকে হত্যা করালে।

বীরা। আমার যদি একটি ভাই থাকত বাজীসাহেব?

ঘোড়ফড়ে। সেও পিতার মত বীর হতো। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিত।

বীরা। চন্দ্ররাওয়ের পুত্র নেই, কিন্তু কন্যা ত আছে।

ঘোড়ফড়ে। পিতার বীরত্বের উত্তরাধিকারিণী সে…পিতৃহত্যার প্রতিশোধ সেই-ই নেবে।

বীরা। না, না প্রতিশোধ নেবার কথা নয়…বীরত্বের কথা।

ঘোড়ফড়ে। মারাঠীদের পরাজয়ইত তোমার সে বীরত্ব ঘোষণা করছে।

বীরা। করছে বাজীসাহেব?

ঘোড়ফড়ে। করছে না!

বীরা। অথচ বীরত্বের স্পর্দ্ধায় স্ফীত হয়ে রণরাও আমায় অক্ষম মনে করে, জীবনের বোঝা ভেবে হেলায় পায়ে দলে চলে গিয়েছিল। বাজীসাহেব!

ঘোড়ফড়ে। বল মা!

বীরা। এবার মহারাষ্ট্র-সৈন্যের অধিনায়ক কে বলতে পারেন? তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে আমরা এই দুর্গে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছি। অধিনায়ক যেই হোক, সে কুশলী যোদ্ধা, বিচক্ষণ সেনাপতি।

ঘোড়ফড়ে। সৈনাপত্য কে নিয়েছেন, তা তো জানি না মা। তবে একথা আমি বলে রাখছি যে, তুমি এখানে যে আগুন জ্বেলে তুলেছ. তাতে আহুতি দিতে মারাঠার ছোট বড় সেনাপতিকেই আসতে হবে, স্বয়ং শিবাজীকেও।

বীরা। ছোট-বড় সবাইকে আসতে হবে! রণরাও, রণরাও যদি আসে! আমারি দুর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত একটি গোলা যদি তাকে আঘাত করে…যদি সে আত্মরক্ষা করতে অসমর্থ হয়! আগে ত এ কথা ভাবিনি…রণরাও আসতে পারে আগে তো সে-কথা মনে হয়নি। না, না জেনে-শুনে আমার বিরুদ্ধে

রণরাওকে তারা কখনো পাঠাবে না— শ্যামলী আছে, সেই-ই বাধা দেবে।

ঘোড়ফড়ে। কি ভাবছ মা!

বীরা। শিবাজী নিজে যদি আসেন, বাজীসাহেব?

ঘোড়ফড়ে। প্রতিশোধ নেবার একটা সুযোগ আমরা পাব।

বীরা। আপনি কি বলেন বাজী সাহেব। শিবাজী এলে এক মুহূর্ত্তও আমরা এ দুর্গ রক্ষা করতে পারব না। তিনি এলে আমি-ই অস্ত্র ত্যাগ করব।

ঘোড়ফড়ে। সে কি মা!

বীরা। করব না বাজীসাহেব? আমার বিরুদ্ধে শিবাজীকেও অস্ত্র ধরতে হয়েছে, এর চেয়ে বড় কথা আর কি হতে পারে? সেই-ই আমার জয়। তিনি এলে তাঁর পদতলে অস্ত্র রেখে আমি বলব—আপনার প্রিয় শিষ্য আমায় পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল আমাকে মুক্তিপথের বিঘ্ন মনে করে।

ঘোড়ফড়ে। যতই তাতিয়ে তুলিনা কেন, জল হতে একটুও দেরী লাগে না। তুমি বীরত্বের অধিকারিণী এ পরিচয় শিবাজীকে দিয়ে আত্মশ্লাঘা অনুভব করতে পার; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তাতে কি তোমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হবে?

বীরা। বাজীসাহেব!

ঘোড়ফড়ে। আমার ওপর ক্রুদ্ধ কেন হও মা, তোমার পিতার অতৃপ্ত আত্মার কথা ভেবেই আমি তোমায় কর্ত্তব্য দেখিয়ে দিচ্ছি—নইলে শিবাজীর পতনে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনই লাভ নেই।

বীরা। আমার পিতার আত্মা যদি অতৃপ্ত থাকে, তাহলে রক্তপান

করে ত তৃপ্ত হবে না। আপনাকে আমি অনুরোধ করছি বাজীসাহেব, আর কখনো আপনি আমার পিতৃহত্যার কথা তুলে আমায় উত্তেজিত করবার চেষ্টা করবেন না— কখনো না!

বীরা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দূরবীণ লইয়া দেখিতে লাগিল

ঘোড়ফড়ে। একবার যে আগুন জ্বেলে দিয়েছি, তা কি সহজেই নিভ্‌তে দোব? মনের ওই উত্তেজনাই তো প্রকাশ করছে যে আগুন একেবারে নেভেনি।

বীরা। বাজীসাহেব, দেখুনত—দূরে, বহু দূরে মাটি থেকে আকাশ অবধি আচ্ছন্ন করে ধূলোর প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণ্যাবর্ত্ত এই দিকেই ছুটে আসছে না? ওইত মারাঠীরাই আসছে, দূরবীণ নিয়ে আপনি এখানে দাঁড়ান বাজীসাহেব, আমি সৈন্যদের প্রস্তুত করি।

ঘোড়ফড়ে। এইবার আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখতে হয়। দূরবীণ নিয়ে আমি কি করব মা! বুড়ো মানুষ, দৃষ্টি ত অত দূরে যাবে না।

বীরা। আপনি তাহলে নীচে যান বাজীসাহেব। অত সৈনিকদের প্রস্তুত হতে বলুন গে।

দূরবীণ লইয়া দেখিতে লাগিল

ঘোড়ফড়ে। দুর্গ থেকে এখন বার হওয়া ত সম্ভবপর নয়। কোন নিরাপদ স্থানে গিয়ে আত্মরক্ষা করি। তারপর যুদ্ধ থেমে গেলে আবার দেখা দোব। ঘোড়ফড়ের অস্ত্র অসি নয়, বর্শা নয়, বন্দুক নয়, কামান নয়—ঘোড়ফড়ের অস্ত্র ওই বীরাবাঈ, ওকে সামনে রেখে লড়তে পারলে জীবন-যুদ্ধে

ঘোড়ফড়েকে পরাজিত হতে হবে না। তাহলে যাই মা, সৈন্যদের প্রস্তুত করি গে।

ঘোড়ফড়ে নীচে নামিয়া গেল। বীরা বিষাণ বাজাইল। কয়েকজন নারী-সৈনিক উপরে উঠিয়া আসিল।

নারী-সৈনিক। কি আদেশ দেবি ?

বীরা। মারাঠীরা আমাদের আক্রমণ করতে ধেয়ে আসছে। তিনবার তোমরা তাদের পরাজিত করেছ, তিনবার তারা তাদের পৌরুষের পরিচয় দিয়েছে বীরবিক্রমে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। এই চতুর্থবারে সে সুযোগ তারা যেন না পায়—ওই প্রান্তরের ধূলোর মাঝেই যেন তারা তাদের সমাধি রচনা করে।

সৈনিকগণ অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল

নারী, অবলা, মুক্তির বিঘ্ন অথচ প্রাণভয়ে পলায়িত পুরুষও পৌরুষের দম্ভ করে।

কামানের আওয়াজ হইল

একি ! এরই মাঝে তারা আক্রমণ করল। এত ক্ষিপ্রগতি··· তবে কি এসেছেন, মহারাজ শিবাজী নিজে এসেছেন।

সম্মুখে পিছনে চারিদিকে কামানের ধ্বনি হইল

দুর্গ একেবারে ঘিরে ফেলেছে। ভবানী শক্তি দাও, শক্তি দাও মা···

একজন সৈনিক উঠিয়া আসিল

সৈনিক। দেবী, এখানে অপেক্ষা করা নিরাপদ নয়, আপনি নীচে চলুন দেবী।

বীরা। নিজেকে নিরাপদ রাখবার ইচ্ছে থাকলে তো অন্তঃপুরেই থাকতুম, এতবড় বিপদকে বরণ করে নিতুম না।

অপর একজন সৈনিক উঠিয়া আসিল

দেবী, মারাঠীরা দুর্গের পিছন দিক আক্রমণ করেছে। আপনি চলুন দেবী!

বীরা। মরণের জন্য প্রস্তুত হও আজ যুদ্ধ নয়, আজ আমাদের মরণোৎসব।

বীরা ও সৈনিকরা নীচে নামিয়া গেল

ব্রণরাও। ওই ঝোপের আড়ালেই তোমরা অপেক্ষা কর। আমরা তোপ দেগে দুর্গ-প্রাকার ভেঙে ফেলব। তখনই তোমরা দুর্গে প্রবেশ করবে। হে দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবি, ধন্য তুমি। পলকে সাতশত মারাঠীর প্রাণ তুমি নিয়েছো আর সাতশত মাত্র অবশিষ্ট—তারাও ওই মহাশক্তির কাছে আত্মবলি দিয়ে ধন্য হবে।

রুধিরাপ্লুত দেহে বীরা ওপরে উঠিয়া আসিল

বীরা। নারীর রক্ত চাও মারাঠী! সে তোমায় রক্ত দিয়ে স্নান করিয়ে দেবে। মৃত্যুকে ভয় কর মারাঠী, সে শিখিয়ে দেবে মৃত্যুকে কেমন করে জয় করতে হয়—মাহুরের নারী-বাহিনী আজ নিঃশেষ হয়ে মুছে যাবে কিন্তু তার আগে সে পুরুষের বুকে বুকে রক্তের হরফে দেগে রেখে যাবে যে, নারী অবলা নয় অযোগ্যা নয়, পুরুষের পক্ষে নয় কেবল একটা দুর্ব্বহ বোঝা।

একজন সৈনিক উঠিয়া আসিল

সৈনিক। দেবি! আমাদের বারুদ ফুরিয়ে গেছে।

বীরা। বারুদ ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু অসি আছে, বল্লম আছে, আছে ভগ্ন দুর্গ-প্রাকারের প্রস্তরখণ্ড, তাই দিয়েই যুদ্ধ করতে হবে।

সৈনিক। যারা যুদ্ধ করছিল, তাদের সকলেই প্রায় হত, সামান্য যে কজনা অবশিষ্ট আছে তারাও আহত।

বীরা। বাহুতে যতক্ষণ এতটুকু শক্তি থাকবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শত্রুকে আঘাত করতে হবে। এস মারাঠী, এই নারী-বাহিনী ধ্বংস করে তোমাদের পৌরুষের বিজয়-কেতন উড়িয়ে দাও। সংসারে সমাজে তাদের পায়ে দলে যে আনন্দ পাও, সংগ্রামেই বা সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকবে কেন? চল সৈনিক!

বীরা নামিয়া গেল। ঠিক সেই সময়েই মারহাঠীদের গোলা আসিয়া দুর্গের সম্মুখদিকের খানিকটা ভাঙ্গিয়া গেল। অসিহস্তে রণরাও ছুটিয়া আসিল

রণরাও। ওই ভগ্ন-পথে দুর্গে প্রবেশ কর—পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে আবারও যেন রায়গড়ে ফিরতে না হয়!

সৈনিকরা দুর্গে প্রবেশ করিতে লাগিল। অপর পার্শ্বেও প্রাকারের খানিকটা অংশ ভাঙ্গিয়া গেল। সেইস্থান দিয়া দেখা গেল নর-নারীতে তুমুল যুদ্ধ হইতেছে

তোপ চালাও, তোপ চালাও, দুর্গ ধূলোর সাথে মিলিয়ে দাও।

রণরাও চলিয়া গেল। মারহাঠীদের গোলা আসিয়া দুর্গ-প্রাকার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল। সন্ধ্যা নামিয়া আসিল—রণকোলাহল নিবৃত্তি হইল—আকাশে চাঁদ উঠিল—চাঁদের আলোতে দেখা গেল, দুর্গের ভগ্ন স্তূপের মাঝে অসংখ্য মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। বহুক্ষণ অবধি জীবিত কাহারও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। একটা দেহ একটু নড়িয়া উঠিল, বাহুতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে সে সম্মুখে আগাইয়া আসিল। যে আসিল সে রণরাও

শেষে নারী-পরিচালিত বাহিনীর কাছে পরাজয় মেনে নিতে হলো!···তবুও মৃত্যু হলো না! বীর মারহাঠীরা

সকলেই মৃত—কলঙ্কের বোঝা বইবার জন্য কেবল রণরাও রইল জীবিত।…কিন্তু বাঁচা হবে না। দূরে—দূরে ওই অস্পষ্ট এক মূর্ত্তি—শত্রু না মিত্র? মরণের ভয়ে কে পালাও ভীরু!

মূর্ত্তি ফিরিয়া দাঁড়াইল। টলিয়া টলিয়া কাছে আসিতে লাগিল। যে কথা কহিল সে বীরা

বীরা। মৃত্যুকে ভয় করি না সৈনিক! শক্তি নেই, তাই—তাই তোমার অভ্যর্থনা করতে পারছি না। কিন্তু তবুও—তবুও দাঁড়াও বীর—

মূর্ত্তি আরো কাছে আসিতে লাগিল। হস্তে তার রক্তমাখা মুক্ত তরবারী, মুক্তকেশ, চক্ষে তখনো আগুন রহিয়াছে। দেহ বাহিয়া রক্ত ঝরিতেছে

রণরাও। এ কে! বীরা! বীরা!

বীরা রণরাওয়ের কাছে আসিয়া পড়িয়া গেল। রণরাও তাহারই কাছে অবশ হইয়া পড়িল

বীরা! তুমি এখানে, এই অবস্থায়!

বীরা। তুমি! রণরাও! রণরাও!

রণরাও। বীরা! বড্ড আহত হয়েছ তুমি!

বীরা। হাঁ, আহত হয়েছি। কিন্তু দেহের দিকে কি দেখছ রণরাও—দেহের এ আঘাত কিছুই নয়, এর জ্বালা কিছুই নয়। বুকের ভিতরে রণরাও ·····রণরাও!

রণরাও। কিন্তু তুমি এখানে কেন?

বীরা। ওই কথা আমিও ত জানতে চাই রণরাও!

রণরাও। আমি এই মহারাষ্ট্র-বাহিনীর অধিনায়ক।

বীরা　আর আমি—আমি তোমার শত্রুপক্ষের অধিনেত্রী। যুদ্ধের ফলাফল কিছু জান ?

রণরাও। হয়ত আমরাই পরাজিত হয়েছি।

বীরা। আমার মনে হয় পরাজয় আমাদেরই হয়েছে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। জয়ের কোন মূল্যই আমার কাছে নেই।

রণরাও। চল, চল বীরা—এখনও শক্তি আছে—তোমায় লোকালয়ে নিয়ে যাই।

বীরা। নড়বার শক্তি আর নেই রণরাও।

রণরাও তাকে ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না, নিজেও পড়িয়া গেল

বীরা। এ বোঝা বইবার চেষ্টা করে আর শ্রান্ত হয়ো না রণরাও—

রণরাও। বোঝা নও, বোঝা নও বীরা—আমার জীবনের স্পন্দন তুমি !

বীরা। কিন্তু বোঝা মনে করে একদিন ত ফেলেই দিয়েছিলে—আজ আর তা তুলে নেবার চেষ্টা কেন রণরাও ?

রণরাও। ক্ষমা করতে পারনি বীরা ? ভুল করেছিলুম, কিন্তু সেই ভুলের জন্য যে এত কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তা একবারও মনে হয়নি।

আবার বীরাকে তুলিবার চেষ্টা করিয়া

বীরা, তোমায় আমি বাঁচাব—তোমায় আমি আর কোথাও যেতে দোব না।

বীরা। সেদিন তোমায় বলিনি ; কিন্তু শ্যামলী বলেছিল—আজ বলি, যদি প্রত্যাখ্যান না করতে, যদি অযোগ্যা মনে করে পথের

পাশে ফেলে না যেতে, তাহলে বীরাবাঈয়ের জীবন এম্নি ব্যর্থ হতো না—দেশ শুধু তোমারই রণরাও? আমার নয়? শিবাজীর মহত্ত্ব শুধু তুমিই বুঝেছ, আমি বুঝিনি? আজ যে দেশ-দ্রোহিতা করেছি, দেবতাকে সব জেনে বুঝেও অপমান করেছি, নারীত্ব হারিয়েছি, হয়ত বা মনুষ্যত্বও নষ্ট করেছি—

রণরাও। বীরা! আমায় ক্ষমা কর বীরা!

বীরা। অতীতের কথা আর নয় রণরাও। আজ তোমায় পেয়েছি—আজ শুধু শেষের এই সময়টিতে একবার তুমি বল, তুমি আমায় উপেক্ষা করনি।

রণরাও। উপেক্ষা করিনি, উপেক্ষা করিনি বীরা। দেশ-প্রেমের অনাস্বাদিত এক মাধুর্য্য আমায় আত্মহারা করে ফেলেছিল—তাই তোমার প্রেমের মর্য্যাদা আমি তখন বুঝিনি। কিন্তু তারপর—তারপর বুঝেছি বীরা, প্রেম যদি তুচ্ছ হয় তাহলে, দেশ-প্রেমও খুব উচ্চ নয়—যার জন্য মানুষ নিজেকে শুকিয়ে রাখবে, হৃদয়কে করে ফেলবে মরুভূমি।

বীরা। আজ এই কথাটিই শুধু বিশ্বাস কর যে, বীরা তোমার ব্রত ভঙ্গ করত না।

বীরা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। রণরাও তাহাকে কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল

রণরাও। বীরা! অভাগী বীরা!

দূরে ঘোড়কড়ে প্রবেশ করিল

ঘোরকড়ে। কিছুই ত ঠাহর হচ্ছে না। ছুঁড়ীটা মরে গেল নাকি। দেখি একটুখানি খুঁজে দেখি। ওকে হাতে রাখতে পারলে আখেরে কাজ হবে।

বীরা। বল, বল রণরাও, বল যে তুমি বুঝেছ আমি তোমার ব্রতভঙ্গ করতুম না।

রণরাও। আজ বুঝতে পারছি বীরা, যে, তোমায় পাশে পেলে ব্রত আমার অতি সহজেই উদ্‌যাপিত হতো। তোমার শক্তিকে উপেক্ষা করে যে-আদর্শ সামনে রেখে ছুটে এলুম, সে-আদর্শকে আজও অবধি আয়ত্ত করতে পারলুম না।

ঘোড়ফড়ে কথার শব্দ শুনিতে পাইয়া কান পাতিয়া দাঁড়াইল

ঘোড়ফড়ে। ওই দিকটা থেকে কথার শব্দ ভেসে আস্‌ছে না? এগিয়ে দেখ্‌ব কি? যারা কথা কইছে, তারা যদি মারহাঠী হয়···না বাবা, কাজ নেই, আর ও যদি বীরাবাঈয়েরই কণ্ঠস্বর হয়···

বীরা। এ জীবন ত গেল রণরাও, পরজন্মে যেন আবার তোমারই ভালবাসা পাবার যোগ্য হই।

ঘোড়ফড়ে। এ ত পুরুষের কণ্ঠ নয়। নিশ্চিতই মাহুরের নারী-সৈনিক। বীরাবাঈ! বীরবাঈ!

রণরাও। নাম ধরে তোমায় কে ডাকে বীরা?

ঘোড়ফড়ে। (আগাইয়া আসিয়া) বীরাবাঈ! বীরাবাই!

বীরা। চিনি, ও কণ্ঠ আমি চিনি রণরাও!

উঠিবার চেষ্টা করিল

রণরাও। ওকি, বীরা। তুমি অমন করছ কেন? কোথায় তুমি যেতে চাও?

বীরাবাঈ। শত্রু নিপাত করতে হবে—ঘোরতর শত্রু। তুমি একটু অপেক্ষা কর রণরাও।

ঘোড়ফড়ে। বীরাবাঈ তুমি কি জীবিত?

বীরাবাঈ। বাজীসাহেব, এই দিকে, আমি মুমূর্ষু!

ঘোড়ফড়ে। সন্ধান পেয়েছি। ও এখনও জীবিত রয়েছে, ওকে বাঁচাতে হবে, ঘোড়ফড়ের জীবনের সৌভাগ্য-সূর্য্য ও। ওকে দিয়ে অনেক কাজ হবে। ভয় নেই মা, আমি আসছি। আমি তোমায় বহন করে মাহুরে নিয়ে যাব।

বীরাবাঈ উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়া পড়িয়া গেল

বীরা। বাজীসাহেব, আমি এইখানে।

ঘোড়ফড়ে কাছে আসিল

ঘোড়ফড়ে। এই যে আমি এসেছি মা। বড্ড আহত হয়েছ?

বীরাবাঈ। আহত হয়েছি, কিন্তু তোমাকে হত্যা করবার শক্তি হারাইনি বিশ্বাসঘাতক!

একটু দূরে সরিয়া গিয়া

ঘোড়ফড়ে। এ কি কথা—এ কি মূর্ত্তি! আমায় চিনতে পারছ না? আমি ঘোড়ফড়ে, তোমার পিতার বন্ধু, তোমার অকৃত্রিম হিতৈষী।

বীরাবাঈ। হাঁ আমার পিতার বন্ধু, আমার অকৃত্রিম হিতৈষী! নইলে, নইলে—কে আর পারত এমন করে আমার জীবনটা ব্যর্থ করে দিতে, কে আর এমন করে আমায় দানবী করে তুলতে পারত, কে আর পারত আমার অন্তরে এম্নি রক্ত-পিপাসা জাগিয়ে তুলতে?

ঘোড়ফড়ে। তুমি এখনও ভুল করছ মা। আমি শিবাজী নই, আমি ঘোড়ফড়ে।

রণরাও। ঘোড়ফড়ে, বাজীঘোড়ফড়ে, সেই বিশ্বাসঘাতক!

রণরাও উঠিয়া দাঁড়াইল

ঘোড়ফড়ে। তুমি কে? কে তুমি? তোমায় তো আমি চিনিনে!

তোমার চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে কেন? অপরিচিতের প্রতি তোমার এ আক্রোশ কেন যুবক?

রণরাও। আমি রণরাও, শিবাজীর সেবক।

ঘোড়ফড়ে। রণরাও, তুমি রণরাও! বীরা, মা! এই রণরাও? আজ তোমাদের মিলন ঘটেছে! রণরাও, বন্ধু চন্দ্ররাওয়ের মৃত্যুর পর থেকে বীরাবাঈকে আমি কন্যার মতোই পালন করে এসেছি। তোমার সাথে ওর এই মিলন দেখে আজ স্বর্গ থেকে বন্ধু আমার আশীর্ব্বাদ করছেন।

রণরাও ঘোড়ফড়ের গলা টিপিয়া ধরিল

রণরাও। স্তব্ধ হও প্রতারক।

বীরাবাঈ। রণরাও! ও আমার, আমার,—তোমার নয়।

বীরাবাঈ উত্তোলিত অসি হাতে আগাইয়া আসিল

ঘোড়ফড়ে। আমায় ক্ষমা কর মা, আমায় ক্ষমা কর বাবা। আর কখনো তোমাদের জীবন-পথে আমি দেখা দেবো না—কখনো নয়।

বীরা। প্রতিহিংসার আগুন যখন বুকে জ্বেলে দিয়েছিলে, তখন কি ভেবেছিলে যে তাকে সহসা নিভিয়ে ফেলা যায়? সারাটা জীবন ধরে আমার বুকের সেই আগুনে তুমি ইন্ধন জুগিয়েছ—আমার অন্তরের সকল কোমল প্রবৃত্তি তাতে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। আজ তোমার কাতর প্রার্থনা আমায় টলাতে পারবে না।

ঘোড়ফড়ে। তুমি আমায় রক্ষা কর, তুমি আমায় মুক্তি দাও।

রণরাও। যাও কাপুরুষ, লোকালয়ে আর মুখ দেখিয়ো না।

রণরাও তাহাকে ধাক্কা দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল

বীরা। না, না, রণরাও! মার্জ্জনা নেই, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা!

ভূপতিত ঘোড়ফড়েকে বীরাবাঈ আঘাত করিল

ঘোড়ফড়ে। ওঃ!

বীরা। রণরাও! জয়ধ্বনি কর, বিশ্বাসঘাতকের পতন হয়েছে, মহারাষ্ট্রের শত্রু নিপাত হয়েছে, জয়ধ্বনি কর রণরাও!

কিছুকাল দুইজন দুইজনের দিকে চাহিয়া রহিল। উভয়েরই শরীর কাঁপিতে লাগিল

বীরা। রণরাও! রণরাও!

টলিয়া পড়িতে পড়িতে বীরাবাঈ হাত বাড়াইয়া দিল

রণরাও। বীরা! বীরা!

টলিতে টলিতে সেই প্রসারিত হাত ধরিতে গেল। পরস্পরের হাত ধরিয়া দুইজনেই পড়িয়া গেল

শিবাজী ও শ্যামলী প্রবেশ করিলেন

শ্যামলী। একটি প্রাণীও ত জীবিত দেখছি না বাবা!

শিবাজী। যারা পরাজিত হয়েও বেঁচে আছে তারা পালিয়েছে, যারা জয়ী হয়েছে তারা গিয়ে উৎসব কর্‌ছে।

শ্যামলী। রণরাওকে কোথায় পাব বাবা?

শিবাজী। রণরাও পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালায় না শ্যামলী—বীরের শয্যা গ্রহণ করে।

রণরাও। বীরা! বীরা!

শ্যামলী। রণরাও!

রণরাও। কে ডাকে।

বীরা। শ্যামলী!

শ্যামলী ছুটিয়া আসিল

শ্যামলী। বীরা, কোথায় তুমি, কোথায় তুমি!

বীরা। শ্যামলী, এসেছিস্?

শ্যামলী। বীরা, বোন! এ কি দেখলুম? কি দেখ্‌তে নিয়ে এলেন বাবা!

শিবাজী কাছে গিয়া বীরাকে তুলিয়া লইলেন

শিবাজী। বীরা বাঁচবে শ্যামলী—রণরাও বাঁচবে—মহারাষ্ট্রের তরুণ-তরুণী অকালে আর অকারণে প্রাণ দেবে না।

রণরাও। মহারাজ, যুদ্ধে আমরা পরাজিত হয়েছি।

শিবাজী। না, না রণরাও! মহারাষ্ট্রের যৌবন আজ অভিমান জয় করেছে, ব্যর্থতা জয় করেছে, মৃত্যুকেও পরাজিত করে ফিরিয়ে দিয়েছে!

রণরাও। মহারাজ! বীরাবাঈয়ের এই উপঢৌকন—বাজী ঘোড়ফড়ের ছিন্ন মুণ্ড!

পঞ্চম দৃশ্য

সিংহগড় দুর্গের নিকটবর্ত্তী পথ। আহত তানাজীকে লইয়া মারহাট্টী-সৈন্যেরা অগ্রসর হইতেছে। তানাজীর চলিবার শক্তি নাই—তবুও সৈনিকদের দেহের উপর নিজের দেহভার রক্ষা করিয়া কোনমতে অগ্রসর হইতেছে, সঙ্গে রঘুনাথ

রঘুনাথ। তানাজী, উন্মত্ততা তুমি পরিহার কর। প্রতিমুহূর্ত্তে তোমার শক্তির যে অপচয় ঘট্‌ছে, তাতে করে জীবন তোমার প্রতিমুহূর্ত্তেই বিপন্ন হয়ে উঠেছে। এমন করে রায়গড়ে তুমি তো পৌঁছতে পারবে না। তুমি আদেশ কর,—পাল্কী-

অশ্ব বা উষ্ট্র যে-কোন বাহনের সাহায্যে তোমায় আমরা রায়গড়ে নিয়ে যাই।

তানাজী। ওই ত রায়গড় দেখা যায় রঘুনাথ, কতটুকু—কতটুকু পথ আর বাকি! সিংহগড় দুর্গবিজয়ী তানাজী এইটুকু পথ হেঁটে যেতে পারবে না?—পারবে রঘুনাথ, তানাজী তা পারবে। তাকে একটুখানি বিশ্রাম করতে দাও। একটু-খানি—তারপর আর তার পা কাঁপবে না—তার চোখের সাম্‌নে অন্ধকার আর গাঢ় হয়ে নেমে আসবে না।

সৈনিকরা তানাজীকে বসাইয়া দিলেন

রঘুনাথ। সৈনিক! দ্রুতগামী এক অশ্ব বেছে নিয়ে রায়গড়ে গিয়ে সংবাদ দাও যে, মহাবীর তানাজী সিংহগড় দুর্গ জয় করেছেন, কিন্তু অত্যন্ত আহত তিনি, মুমূর্ষু। সেই অবস্থায়ও মহারাজ আর জননী জিজাবাঈকে দেখা দেবার জন্য রায়গড় তিনি পায়ে হেঁটে চলেছেন। চলবার শক্তি তাঁর নেই। তাঁরা এসে যদি না দেখা দেন, তাহলে তানাজীর শেষ ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে যাবে।

সৈনিক প্রস্থান করিল

তানাজী। সংবাদ এতক্ষণ পৌঁছে গেছে রঘুনাথ। দুর্গজয় করেই আমি তোপধ্বনি করেছি, মহারাজ তা অবশ্যই শুনতে পেয়েছেন। কিন্তু তিনি ত জানেন না যে, তাঁর তানাজী আজ আহত—যদি তা জান্‌তেন তাহলে এতক্ষণ তিনি ছুটে আসতেন। এসে আমায় বুকে টেনে নিতেন। রঘুনাথ! তুমি কি জান না মহারাজ শিবাজী কত স্নেহপ্রবণ! তিনি হয় ত আমারই পথ চেয়ে রায়গড় দুর্গশিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

রঘুনাথ। মহারাজ শিবাজীকে তোমার চেয়ে ভালো করে চেনবার সৌভাগ্য আর কার হয়েছে তানাজী ?

তানাজী। সে সৌভাগ্য আমার হয়েছে বলেই ত তাঁকে আমি দেবতার মত ভক্তি করি, ভাইয়ের মতো ভালবাসি। তাঁর ইচ্ছে ছিল না রঘুনাথ, এ সময়ে সিংহগড় দুর্গ আক্রমণে আমাকে পাঠান, তাঁর এতটুকু ইচ্ছে ছিল না। জননী জিজাবাঈ আদেশ করলেন—দুর্গ অবিলম্বে অধিকার করা চাইই। মহারাজ নিজেই প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমি সে খবর পেলুম, আমি ত জানি বিপদসঙ্কুল এই কাজ। তাই, আমিই স্থির করলুম, মহারাজকে এখানে আসতে দোব না।···ছেলের বিয়ের আয়োজন করছিলুম, রইল তা পড়ে, নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করলুম—নহবৎখানায় গিয়ে উৎসবের বাঁশী থামিয়ে দিলুম, নিজ হাতে করলুম নাকাড়ায় আঘাত—এক মুহূর্ত্তে রঘুনাথ, এক মুহূর্ত্তে উৎসব-ভবন সামরিক-শিবিরে পরিণত হলো, বরও এল সৈনিকের বেশ পরে।···একটু জল দাও রঘুনাথ—একটু জল।

রঘুনাথ তাহাকে জল পান করাইল

রায়গড়ে পৌঁছে দেখি, মাতা-পুত্র পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে, কারু মুখে কথা নেই—জননীর দৃষ্টি সিংহগড় দুর্গে নিবদ্ধ।··· মহারাজকে আলিঙ্গন করে' মাকে করলুম প্রণাম। মা গর্জ্জে উঠ্‌লেন—সিংহগড় আমি চাই তানাজী। পায়ের ধূলো নিয়ে আমি বল্লুম—সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সিংহগড় তুমি পাবে মা।··· রঘুনাথ—রঘুনাথ, সূর্য্য এখনো অস্তমিত হয় নি—তানাজী

তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছে। আর একটু জল, রঘুনাথ আর একটু।

রঘুনাথ পুনরায় তাঁহাকে জল দিলেন

মনে পড়ছে মায়ের সেই স্নেহ। প্রতিশ্রুতি যখন দিলুম, তখনই মায়ের পাষাণী রূপের পরিবর্ত্তন হলো, দৃষ্টি দিয়ে স্নেহ উপ্‌ছে পড়ল, তাঁর বুকের ভিতর আমার মাথা টেনে নিয়ে মা বল্লেন, আমার পুত্রোপম, শিবাজীর সোদরপম তুই তানাজী। শিবা নীরবে আলিঙ্গন করল। রঘুনাথ, আমি ধন্য, ধন্য আমি। জল, জল রঘুনাথ।

রঘুনাথ আবার জল দিলেন, তানাজী উঠিবার চেষ্টা করিলেন। রঘুনাথ তাঁহাকে ধরিলেন

রঘুনাথ। আর একটু বিশ্রাম কর তানাজী।

তানাজী। বিশ্রামের আর অবসর নেই রঘুনাথ—আমার সারা মন চাইছে আমার সেই মায়ের কোল, সেই ভায়ের বুক! রঘুনাথ! রঘুনাথ!

তানাজী উঠিবার চেষ্টা করিতে গিয়া সকল শক্তি হারাইয়া লুটাইয়া পড়িলেন। রঘুনাথ উপুড় হইয়া তাঁহাকে দেখিল। তাহার পর উষ্ণীষ খুলিয়া ফেলিল

রঘুনাথ। উষ্ণীষ ত্যাগ কর মারহাঠী, মহাবীর তানাজী গত, তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন কর।

সৈনিকরা উষ্ণীষ ত্যাগ করিল—তরবারি বাহির করিয়া সকলে সম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। রঘুনাথ গৈরিক পতাকা দিয়া তানাজীর দেহ আবৃত করিল

শিবাজী। (নেপথ্যে) তানাজী! তানাজী!

শিবাজী প্রবেশ করিলেন। সকলে মাথা নত করিয়া রহিল

এ কি রঘুনাথ! তানাজী নেই? তানাজী, ভাই!

মহারাজ শিবাজী হাঁটু গাড়িয়া সেইখানে বসিলেন। রঘুনাথ গৈরিক পতাকা ঈষৎ সরাইয়া তানাজীর মুখ বাহির করিয়া দিলেন। শিবাজী কিছুকাল কাঠের মতো শক্ত হইয়া তানাজীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে উষ্ণীষ খুলিয়া ফেলিলেন। পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পেশোয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহারাষ্ট্রীর অমাত্যগণ প্রবেশ করিলেন

পেশোয়া! সিংহগড় দুর্গ অধিকৃত হ'লো—কিন্তু মারাঠার সেরা সিংহ ওই ধুলোয় লুটায়।

পেশোয়া। জীবন দিয়ে তানাজী যে কীর্তি রেখে গেল, তা চিরস্থায়ী হয়ে মহারাষ্ট্রকে মহাশক্তির প্রেরণা দেবে।

শিবাজী। শক্তি! শক্তি! পেশোয়া, মানুষের মাঝে ওই শক্তিই কি সব চেয়ে বড় যে, মানুষ চিরদিনই তার গৌরব করবে? মহারাষ্ট্র তানাজীর মতো শক্তিমান যোদ্ধা হয়ত আরো পাবে—কিন্তু তার মতো মহাপ্রাণ আর পাবে না।

পেশোয়া। তানাজীর মৃত্যু মহারাষ্ট্রের যে ক্ষতি করল, তা কখনো পূর্ণ হবে না মহারাজ! কিন্তু মহারাষ্ট্রের বিপদের আর শেষ নেই—আরো একটা দুঃসংবাদ বয়ে আনবার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে।

শিবাজী। তানাজীর মৃত্যুর চেয়েও দুঃসংবাদ মহারাষ্ট্রের আর কি হতে পারে পেশোয়া?

পেশোয়া। যুবরাজ শম্ভাজী বিপন্ন।

শিবাজী। শম্ভাজী আমার কেউ নয়, মারাঠার কেউ নয়—তা

সম্বন্ধে কোন কথা আমরা শুনতে চাই না পেশোয়া। শিবাজীর পুত্র হয়ে সে মোগলের আশ্রয় ভিক্ষা করেছে, এ কথা কোন মারহাঠী কোন দিন ভুলতে পারবে ?

পেশোয়া। অপরিণত বুদ্ধি যুবক আপনার উপর অভিমান করে এই কাজ করে ফেলেছেন—আজ তিনি অনুতপ্ত। ঔরংজেব তাঁকে বন্দী করবার আদেশ দিয়েছিলেন, মহাপ্রাণ দিলীর খাঁ তাঁর পলায়নের সুযোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু আপনার অনুমতি না পেলে মহারাষ্ট্রে তিনি প্রবেশ করতে পারছেন না।

শিবাজী। রাজ্যের লোভ যদি তার এতই প্রবল হয়ে উঠেছিল, তাহলে বিদ্রোহ না করে সে বিশ্বাসঘাতকতা করলে কেন? তাতে যদি স্বার্থই ছিল তাহলে গোপনে আমার বিচ্ছুয়া নিয়ে সে ত আমারই বুকে বসিয়ে দিতে পারত।

পেশোয়া। কিন্তু মোগল যদি যুবরাজকে আয়ত্তে পায়, তাহলে মহারাষ্ট্রের বিপুল ক্ষতি সে করবে।

শিবাজী। বিশ্বাসঘাতক হলেও মারহাঠীকে আমরা মোগলের হাতে সঁপে দিতে পারব না। রঘুনাথ,একদল সৈন্য নিয়ে হতভাগাকে পানহালা দুর্গে বন্দী করে রেখে এস। কারু সঙ্গে কথা কইবার সুযোগও তাকে দিয়ো না। সে একবার বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে, আবারও তাই করে মহারাষ্ট্রের ক্ষতি সাধন করতে পারে। আর কিছু বলবার আছে পেশোয়া?

পেশোয়া। অভিষেকের আয়োজন করতে অনুমতি দিন মহারাজ!

শিবাজী। অভিষেক! অভিষেক হবে বৈকি! তানাজী সবে গত পেশোয়া। তা হলই বা। পুত্র বিশ্বাসঘাতকতা করল, তা করলই বা—রাজা যখন মানুষ নয়—যন্ত্র, তখন এসব ব্যাপারে

তাকে বিচলিত হলে চলবে কেন? তাকে সব ভুলে,সব উপেক্ষা করে অবিচলিত ক্রূরতা নিয়ে রাজত্ব চালাতে হবে। যান— যান পেশোয়া, আপনাদের যেরূপ অভিরুচি তাই করুন গে— আমায় কিছুকাল তানাজীর বক্ষরক্তসিক্ত এই পবিত্র তীর্থে একা থাকতে দিন—আপনি ত জানেন, তানাজী আমার কি ছিল !

সকলে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন

তানাজী, ভাই !

শিবাজী তানাজীর বুকে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

ঔরংজেব ও জাফর খাঁ

ঔরংজেব। কি অঘটন ঘটে গেল জাফর খাঁ। দিল্লী থেকে পালিয়ে শিবাজী প্রবল একটা ঘূর্ণাবর্ত্তের মত দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হয়ে সব ওলটপালট করে দিল। মোগল একটি দুর্গও তার আয়ত্তে রাখতে পারল না! বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, পর্ত্তুগীজ, দীনেশ্বর—সকলেই তাকে রাজা বলে মেনে নিল!

জাফর খাঁ। এমন কত শক্তি উঠেছে, আবার বুদ্বুদের মতোই মিলিয়ে গেছে জাঁহাপনা। মোগল সাম্রাজ্য এম্‌নি অনেক রাজাদের উত্থানও দেখেছে, পতনও দেখেছে।

ঔরংজেব। মোগলের দক্ষ সেনাপতি যত আছে, সব এক একবার

দাক্ষিণাত্য ঘুরে এসেছে—বীরত্ব বৈভব সব থাকা সত্ত্বেও মোগলকে দিয়েছে তারা শুধু পরাজয়ের লাঞ্ছনা। জাফর খাঁ, আর আশা নেই—সাম্রাজ্যের পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে।

জাফর খাঁ। সম্রাট কি কিছু স্থির করেছেন? শিবাজীর অভিষেকোৎসবে মোগল কি বন্ধুত্বের নিদর্শন-স্বরূপ কোন প্রতিনিধি পাঠাবে—না, অসি হাতেই যাবে অভিষেকের উৎসব করতে?

ঔরংজেব। মোগলের কে আর আছে জাফর খাঁ? দিলীর খাঁ পরাভূত, বাহাদুর খাঁ অসমর্থ, মীরজুমলা, শায়েস্তা খাঁ, জয়সিংহ, যশোবন্ত সিংহ—বীর বলে খ্যাতি আছে যাদের, তারা সকলেই দাক্ষিণাত্যে গিয়ে কেবল মোগলের অর্থহানি, সৈন্যহানি করেই ফিরে এসেছে। ফিরিঙ্গিদের প্রলোভন দেখিয়ে শিবাজীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বলেছিলুম—কিন্তু তারাও তা করতে সাহস পায় না। তারা বলে, শিবাজীর নৌ-শক্তি মিলিত সকল ফিরিঙ্গির নৌ-শক্তির চেয়েও প্রবল। মোগল কিসের জোরে মহারাষ্ট্র আক্রমণ করবে?

জাফর খাঁ নীরব রহিলেন

আমি নিজে যদি যেতে পারতুম, তাহলে একবার দেখতুম শিবাজীর শক্তি কত। কিন্তু দিল্লী ত্যাগ করে আমার এখন কোথাও যাওয়া সম্ভবপর নয়। অথচ জাফর খাঁ, দিল্লীর সিংহাসন আঁকড়ে ধরেও তা রাখতে পারব বলে আমার বিশ্বাস হয় না। সবই যাবে জাফর খাঁ—মোগল সাম্রাজ্যের শক্তির পিছনে নিষ্ঠা নেই। রাজপুত, আফগান, নানা দেশের নানা লোকের উপর অর্পিত হয়েছে রাজ্যরক্ষার ভার। অর্থের

বিনিময়ে তারা দিচ্ছে তাদের সেবা। সে সেবার শক্তি কতটুকু জাফর খাঁ?

জাফর খাঁ। সম্রাট! মহারাষ্ট্রে আর কোনো শক্তিমান মোগলকে পাঠালে হয় না?

ঔরংজেব। একটি মোগলই মাত্র শক্তিমান আছে জাফর খাঁ। সে হচ্ছে খোদার নফর—আলমগীর। সে যখন থাকবে না, তখন মোগল-সাম্রাজ্যও থাকবে না। আমি তোমায় স্পষ্ট করেই তা বলে দিচ্ছি।

জাফর খাঁ কোন কথা কহিলেন না

শিবাজীর সঙ্গে বন্ধুত্বই করব জাফর খাঁ। যোগ্য উপহার সহ প্রতিনিধি প্রেরণ কর। সে গিয়ে শিবাজীকে মোগল সম্রাটের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুক। তারপর—তারপর যদি সময় কখনো আসে, তা হলে ঔরংজেব তখনকার কর্তব্য পালন করতে দ্বিধাবোধ করবে না।

জাফর খাঁ। যে আজ্ঞা জাঁহাপানা!

প্রতিহারী প্রবেশ করিল

প্রতিহারী। সেনাপতি দিলীর খাঁ সম্রাটের আদেশের অপেক্ষা করছেন।

ঔরংজেব। জাফর খাঁ! দিলীরকে বলুন অন্য সময় আসতে, এখন নয়—এখন নয়।

প্রতিহারী চলিয়া গেল

জাফর খাঁ, ডাকুন দিলীরকে, দিলীর খাঁকে ডাকুন।

জাফর খাঁ বাহির হইয়া গেলেন এবং দিলীরকে লইয়া প্রবেশ করিলেন

দিলীর খাঁ!

দিলীর। সম্রাট!

ঔরংজেব। মহারাজ শিবাজীর অভিষেক-উৎসবের নিমন্ত্রণ ফেলে রেখে তুমি যে চলে এলে দিলীর?

দিলীর। আমার সম্রাটেরই আদেশে।

ঔরংজেব। সম্রাট দিলীর খাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

দিলীর। জাঁহাপনা গোলামকে আর অপরাধী করবেন না।

ঔরংজেব। কিন্তু তোমার অপরাধের গুরুত্ব কত জান দিলীর? জান তোমারই জন্য মোগলের শত্রুপক্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে!

দিলীর। আমারই জন্য?

ঔরংজেব। হাঁ দিলীর! তোমারই জন্য। তোমায় আমি দাক্ষিণাত্যে পাঠিয়েছিলুম কেন দিলীর খাঁ? শিবাজীকে দমন করতে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে গিয়ে তুমি তোমার দাম্ভিকতা নিয়েই মত্ত রইলে। মহারাজ জয়সিংহ, শাহজাদা মোজ্জায়েম সকলেরই সঙ্গে তুমি কলহে প্রবৃত্ত হলে। আত্ম-কলহের সেই সুযোগ শিবাজী উপেক্ষা করল না, তাই সে মহারাজা, তাই তার রাজ্য আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

দিলীর। কিন্তু সম্রাট—

ঔরংজেব। আমি এখন কোনো কথা শুনতে চাই না দিলীর। শুধু এই কথাটি বলবার জন্য তোমায় আজ ডেকেছি যে, মোগলের বহু উপকার তুমি করেছ বলেই আমরা তোমার প্রতি কঠোর হব না।···জাফর খাঁ!

জাফর খাঁ। সম্রাট!

ঔরংজেব। আর কাল বিলম্ব করো না! আমাদের বন্ধুত্ব

সম্বন্ধে শিবাজীর সন্দেহ করবার কোনই কারণ যেন না ঘটে।

ঔরংজেব চলিয়া গেলেন

দিলীর। উজীরসাহেব !

জাফর খাঁ। কি দিলীর খাঁ ?

দিলীর। ছত্রপতি শিবাজীর প্রতিষ্ঠায় মোগলের কতটুকু ক্ষতি হয়েছে উজীরসাহেব ?

জাফর খাঁ। শিবাজীর প্রতিষ্ঠায় মোগলের সাম্রাজ্য আঘাত পায়নি, আঘাত পেয়েছে আত্মাভিমানী ঔরংজেব।

দুইজনেই হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন

সপ্তম দৃশ্য

ভবানী মন্দির। শিবাজী একা এককোণে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। নরনারী দলে দলে আসিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছে। শিবাজীর কাছে কেহ যাইতেছে না—তিনি গভীর চিন্তামগ্ন। শ্যামলী ধীরে ধীরে কাছে গিয়া দাঁড়াইল

শ্যামলী। বাবা !

শিবাজী। কে, শ্যামলী !

শ্যামলী। অভিষেক ত শেষ হয়ে গেল বাবা। রাজ্যও সুপ্রতিষ্ঠিত এবার কিছু দিনের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করুন।

শিবাজী। বিশ্রামই করব শ্যামলী।

শিবাজী একখানা শিলার উপর বসিলেন। শ্যামলী তাঁহার পদতলে উপবিষ্ট হইল

শ্যামলী। কি এত আজ ভাবছেন বাবা ?

শিবাজী। অতীতের কথা শ্যামলী। সে কত বছর আগে, ঠিক এই জায়গাটিতে এমনি সময়েই তানাজী একদিন সর্ব্বপ্রথমে আমায় মহারাজ বলে ডেকেছিল—বলেছিল, ভবানীর কৃপায় মহা-রাষ্ট্রকে আমিই প্রতিষ্ঠিত করব। ভবানীর কৃপায় মহারাষ্ট্র সত্যই আজ সুপ্রতিষ্ঠিত, শিবাজী সত্যই আজ মহারাজ, কিন্তু শ্যামলী, কোথায় আমার সেই বাল্য-সখা, একনিষ্ঠ সহচর, মহারাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর তানাজী ?

দুইজনই বহুক্ষণ নীরব রহিলেন, মন্দিরের ঘণ্টা বাজিতে লাগিল

আর শুধু তানাজীই নয়—এক সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে যারাই অবতীর্ণ হয়েছিলুম, তাদের প্রায় সকলেই আত্ম-বলি দিয়ে চলে গেল—রাজাগিরি করবার জন্য আমিই শুধু মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে রইলুম। রাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—তবুও এ বোঝা আর কেন বইব ?

শ্যামলী। আপনার মুখেই ত শুনেছি বাবা, যুদ্ধে জয়লাভ করলেই জাতি প্রতিষ্ঠালাভ করে না—জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে নব-নব সৃষ্টির ফলে। সেই সৃষ্টির জন্যই কি আপনাকে এই ভার বইতে হবে না বাবা ?

শিবাজী। জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছি কেবল অশ্বপৃষ্ঠে, অসিহাতে ছুটোছুটি করে—মা ভবানীর ভীমা-মূর্ত্তিরই কেবল উপাসনা করেছি, রুদ্রভাবে সমগ্র জাতিটাকে প্রমত্ত করে তুলে ধ্বংসের

লীলাই প্রকট করেছি—জীবন সায়াহ্নে সৃষ্টির স্বপ্ন আজ কেমন করে দেখব শ্যামলী ?

উভয়েই কিছুকাল নীরব রহিলেন

কিন্তু মা, তোর কথাই সত্য। মহারাষ্ট্র আজ সব চেয়ে বেশী করে যা চায়, তা হচ্ছে নবীন সৃষ্টি। সে কাজ যারা করবে, মহারাষ্ট্রের ভার তাদেরই উপর অর্পণ করে আমি নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম গ্রহণ করব।

শ্যামলী। সে ভার কারা নেবে বাবা ?

শিবাজী। সে ভার নিবি তোরা। আমরা—যারা সারাজীবন শুধু যুদ্ধই করেছি—তারা নই। অতীত বোঝা হয়েই আমাদের কাঁধে আজও চেপে রয়েছে—বর্ত্তমান তার বহু ব্যথা আর আনন্দ নিয়ে আমাদের কাছে হয়ে রয়েছে বরণীয়—তাদের প্রভাব অতিক্রম করে ভবিষ্যতের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখতে ত আমরা পারব না শ্যামলী। কিন্তু তোরা—নবীন মারাঠীরা—সর্ব্ব-বন্ধন মুক্ত যারা, সংস্কারকে যারা প্রয়োজনের চেয়ে এতটুকু বড় হয়ে উঠতে দিস্‌নি—যারা মনকে রেখেছিস্ মুক্ত, প্রাণকে রেখেছিস্ সজীব, চিত্তাকাশ যারা রামধনুর সপ্তবর্ণে সদাই রঞ্জিত রেখেছিস্—তারাই তো গড়ে তুলবি মহারাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ, নবীন মহারাষ্ট্র ত হবে তাদেরই অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

রণরাও প্রবেশ করিয়া শিবাজীকে প্রণাম করিল ও শিবাজীর পদধারণ করিল

রণরাও। মহারাষ্ট্রকে মহান করে তোলবার ভার তোমাদেরই নিতে হবে। তোমরা সবাই মিলে আমার রাজ্যাভিষেক করেছ, আর আজ আমি মহারাষ্ট্রের অনন্ত-যৌবন কামনায় জাগ্রত-যৌবনের অভিষেক করব।

শ্যামলী। বাবা !

শিবাজী। কি শ্যামলী ?

শ্যামলী। ভাই শম্ভাজীর অপরাধ কি অমার্জ্জনীয় ?

শিবাজী। অমার্জ্জনীয় নয় শ্যামলী ? মহারাষ্ট্রের কলঙ্ক সে, আমাদের সকলের লজ্জা।

রণরাও। যুবরাজের অনুতাপের অবধি নেই মহারাজ।

শিবাজী। মহারাষ্ট্রের যুবরাজ বলে কিছু নেই—মহারাষ্ট্র বিশিষ্ট কোনো লোকের নয়—মহারাষ্ট্র সকলের।

শ্যামলী। বাবা, ভাই শম্ভাজী···

শিবাজী। ওরে শ্যামলী, শিবাজীর পুত্র দেশদ্রোহী, শিবাজীর পুত্র চায় মোগলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মহারাষ্ট্রের অনিষ্ট করতে—এ শেলের আঘাত কি শিবাজী সইতে পারে ? আমার বুকের ভিতর ক্ষত হয়ে গেছে শ্যামলী, নিশিদিন কী জ্বালা তার, কী তার দাহ !

শ্যামলী। বাবা, বাবা !

শিবাজীর পদধারণ করিল

শিবাজী। ক্ষমা যদি করতে পারতুম, তাহলে এক মুহূর্ত্তও কি তাকে আমার চোখের আড়ালে রাখতে পারতুম ? কিন্তু শিবাজীর সন্তান যে সমগ্র জাতির লজ্জা !

শ্যামলী। অবোধ শম্ভাজীকে সবাই ক্ষমা করেছে বাবা।

শিবাজী। সেই অনুকম্পাটুকুই শিবাজী আশীর্ব্বাদের মতো গ্রহণ করবে ? রণরাও, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি এখুনি আবার আসছি।

শিবাজী চলিয়া গেলেন
বীরাবাঈ মন্দির হইতে নামিয়া আসিল

বীরা। এই যে শ্যামলী !

শ্যামলী। এখনও সেই অভিসার ! কিন্তু এবার হৃদয়ের ছেঁড়া তার নিয়ে ঘরে ফিরতে হবে না, এই বুঝি তোর ভরসা ?

বীরা। আমার কথা ঢের ভেবেছিস্ শ্যামলী, এবার তোর নিজের কথাই একটু ভাব। জীবনটা এমনি করেই কাটিয়ে দিবি ?

শ্যামলী গাহিল

গান

জীবন আমার বইচে নিতি হাল্‌কা মলয়-হাওয়ার মত,—
ফুলের কানে গান গেয়ে যায়, গান-শোনানোই তাহার ব্রত !

বীরা। চালাকী রাখ শ্যামলী। এইবার জীবনের একটি সঙ্গী জুটিয়ে নে।

গান

ফুলকুমারী, ফুলকুমারী খুললে আঁখি তখনি চাই দখিন হাওয়া।
শীতের বেলায় এলে তখন বকুল কলি যায় না পাওয়া ॥
গাঁথলে আকাশ তারার মালা রাখলে ঢেকে নয়ন-ডালা ;
গাঁথলে রূপ কথিকা পালিয়ে যাবে পালিয়ে যাবে থামিয়ে হাসি বাঁশীর গাওয়া ॥
যৌবনেরি কুঞ্জবনে জীবন খোঁজে প্রেমের মধু
কোন্ ভোমরের গুঞ্জরণে স্বপন দেখে মানস-বধু
এই ক্ষণিকের লীলায় খেলায় কাটিও না।

শ্যামলী। সঙ্গী একটি কেন, বহুই ত জুটেছে। সকলের সমান দাবী রয়েছে বলেই ত কাউকে বঞ্চিত করে বিশেষ এক ব্যক্তিকেই বাধিত করতে চাইনে। কি হে বীর ! দূরে দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন ?

রণরাও। শ্যামলী তুমি কি বল ত ? তুমি কি মানবী ?

শ্যামলী। কেন পিশাচী বলে মনে হয় নাকি ?

রণরাও। তুমি দেবী—মানুষের সমাজে থাক, কিন্তু মানুষের অনেক—অনেক বড় !

শ্যামলী। বীরা, ভাই, হুসিয়ার! যুদ্ধে পরাজিত করেছিস্, কিন্তু মুক্ত রেখে ভালো করিস নি। ভাই, বন্দী করে রাখ। লোকটার প্রেমে-পড়া রোগ আছে।

রণরাও। শ্যামলী, তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাবার অবসরটুকুও কখনো পাইনি।

শ্যামলী। সোজা কথায় বলেই ফেল না রণরাও, যে, এখানে আমার উপস্থিতি তোমার কাছে বিরক্তিকর। সে কথা শুনে আমি ব্যথিত হব না—কেন না, গোপনে মিলনের অনেক সুযোগ জুটিয়ে দিয়ে আমি দূরে থেকে পাহারা দিয়েছি।

বীরা। শ্যামলী।

শ্যামলী। চল্লুম ভাই···

রণরাও। শ্যামলী, শ্যামলী।

হাসিতে হাসিতে ইঙ্গিতে জানাইয়া গেল যে,
সে আবার আসিবে

রণরাও। তোমার এই শ্যামলীকে বুঝতে পারলুম না বীরা। সত্যিই কি ও দেবী?

বীরা। শ্যামলী যে কি তা ত আমি ভেবে ঠিক করতে পারি না—ও যেন প্রথম প্রভাতের কনক-কিরণ, যেন শিশিরস্নাত অর্দ্ধপরিস্ফুট কুসুম-কোরক, যেন আশ্রমপালিতা কুরঙ্গিনী, যেন পাষাণগাত্র-প্রবাহিতা নির্ঝরিণী, যেন শাণিত একখানি তরবারি, যেন বিদ্যুতের একটা চমক!

রণরাও। আমি বুঝেছি, বুঝেছি বীরা—শ্যামলী মানবী নয়, শ্যামলী দেবী নয়—শ্যামলী জাগ্রত জাতির প্রাণের স্পন্দন—যুগে যুগে জাতিকে বাঁচিয়ে রাখে, বড় করে তোলে।

শিবাজী ও পেশোয়া প্রবেশ করিলেন।
রণরাও ও বীরা অন্যদিকে চলিয়া গেলেন

শিবাজী। হ্যাঁ, পেশোয়া—মন্দির মসজিদ, ফিরিঙ্গিরে উপাসনা-মন্দির—সবই মারহাঠীর কাছে সমানই পবিত্র, কারু ধর্ম্মবিশ্বাসে কোন আঘাত না লাগে, সর্ব্বদা তাই লক্ষ্য রাখবেন। তারপর আমাদের মাওলা ও মুসলমান প্রজারা কোন রকমে অধিকারহারা বা উপদ্রুত না হয়, তাও আপনাদের দেখতে হবে—মহারাষ্ট্রের দীনতম প্রজাও যেন না বলতে পারে যে, তার রাজা প্রজাপালন করে না, করে তার রক্ত শোষণ।

পেশোয়া। মহারাজের আদেশ মত সকল ব্যবস্থাই করা হবে।

পেশোয়া চলিয়া গেলেন, শিবাজী মন্দিরে গিয়া বসিলেন। একদল তরুণ, তরুণী জাগ্রত যৌবনের গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিলেন, শিবাজীকে উপবিষ্ট দেখিয়া সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিল। শিবাজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মন্দিরের ভিতর হইতে শ্যামলী বাহির হইয়া আসিয়া শিবাজীর পশ্চাতে দাঁড়াইল। বাহকরা অস্ত্র, গৈরিক পতাকা এবং ফুলের মালা রাখিয়া গেল

গান

সোনার ভারত, তরুণ ভারত! জরতী আঁচলে থেক না ঢাকা;
গৌরবে ফের গৈরিকে ওড়ে যৌবনেরই জয়-পতাকা!
মহামানবের এ মহাসাগরে মহাভারতের আরতি চাই,
জাতি চলে আজি নব মনোরথে যৌবনে ক'রে সারথী ভাই;
জয় জয় জয় যুবক ভারত! যুবরাজ তব নবীন প্রাণ,
যুগে যুগে গাহো নব নব সুরে, ভুবন ভোলান অমর গান॥
চির-যৌবনী পার্ব্বতী ভীমা হস্তে অসুর মুণ্ড যাঁর
শক্তিসাধিকা ভক্তি মোদের উচ্ছ্বসি চাহে খড়্গ তাঁর।
ভবানী মোদের ভারত জননী, দানব-দলনী করালী মাতা,
হিমাচলে যাঁর তুষার মুকুট, সিন্ধুতে যাঁর চরণ পাতা॥

ভারতের চাহি নূতন শোণিত সবল প্রেমের অমৃত সুধা
ভারতের বুকে নব জীবনের বিশ্বগ্রাসিনী বিপুল ক্ষুধা
মৃত্যুতে তার আত্মা মরে না কারাগারে তার স্বাধীন মন,
যৌবন তার নিত্য করিছে জীবন-পাথারে সন্তরণ ॥

ভারতের যুবা চাহে না তন্দ্রা দেখে না অলস স্বপন-ছবি
বক্ষে তাহার জাগরণ নিয়ে অগ্নি ছড়ায়ে তপ্ত রবি,
চল চল চল পথিক-ভারত ভবিষ্যতের স্বর্গপানে,
সঙ্গীতে কত তরুণ হৃদয় সৃষ্টি করিয়া বর্ত্তমানে ॥

শিবাজী। রণরাও! বীরা!

রণরাও ও বীরা সোপান বাহিয়া উপরে উঠিয়া শিবাজীর সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিল

শিবাজী। নবীন মহারাষ্ট্রের প্রতিনিধিস্বরূপ তোমরাই সর্ব্বাগ্রে আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

শ্যামলী দুইগাছি ফুলের মালা শিবাজীর হাতে তুলিয়া দিল

হৃদয়কে তোমরা এই কুসুমের মতোই রাখ কোমল।

মালা দুইগাছি তাহাদের হাতে দিলেন। তাহারা তাহা মাথায় রাখিয়া গলায় রাখিল

এই মুক্ত তরবারীর মতোই থাক প্রদীপ্ত।

শ্যামলীর হাত হইতে দুখানি তরবারী দুইজনকে দিলেন

গুরুদত্ত এই গৈরিক পতাকা জাগিয়ে রাখুক তোমাদের তিতিক্ষা।

পতাকা দান করিলেন। রণরাও ও বীরা আবার শিবাজীকে প্রণাম করিল। তারপর পরস্পর পরস্পরকে পুষ্পমাল্য দান করিল, অস্ত্র দিল আর দিল গৈরিক পতাকা। মন্দিরের ভিতর হইতে জিজাবাঈ বাহির হইয়া আসিলেন

জিজাবাঈ। শিব্বা!

শিবাজী। মা!

জিজাবাঈ। তোমার রাজ্যে নাকি কেউ অস্পৃশ্য নয়?

শিবাজী। মহারাষ্ট্রে অস্পৃশ্য কেউ নেই, তা ত তুমি জান মা।

জিজাবাঈ। তবে আমার শম্ভা আজ এই উৎসবে যোগ দেবার অধিকার থেকে কেন বঞ্চিত থাকবে? সে কি উৎসব-ক্ষেত্রের বাইরে দাঁড়িয়ে এই উৎসবটুকু দেখেই চলে যাবে—ভুলের মার্জ্জনা কি সে পাবে না?

শ্যামলী। বাবা! ভাই শম্ভাজীকে মার্জ্জনা করুন—তার মুখের দিকে একটিবার চেয়ে দেখুন, দেখুন তার ছল-ছল চোখ-দুটি।

সকলে। যুবরাজকে মার্জ্জনা করুন মহারাজ!

জনতা শম্ভাজীর দিকে ফিরিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। শম্ভাজী নতমস্তকে ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিল—জনতা সসম্ভ্রমে তাহার পথ করিয়া দিল। শম্ভাজী সোপান বাহিয়া উপরে উঠিয়া শিবাজীর চরণতলে পতিত হইল। শিবাজী কথা বলিতে পারিলেন না, শুধু পুত্রের মাথায় হাত রাখিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রণরাও গিয়া শম্ভাজীকে তুলিয়া শিবাজীর পাশে দাঁড় করাইল। নিজের গলার মালা তাহার গলায় পরাইয়া দিল। হাতে দিল গৈরিক পতাকা

রণরাও। মহারাষ্ট্রের যৌবন আজ যুবরাজকে অধিনায়করূপে পেয়ে ধন্য হলো।

আবার জাতীয় সঙ্গীত হইল। গীত শেষ হইয়া গেলে সকলে শিবাজীকে প্রণাম করিল।

শিবাজী। মহারাষ্ট্রকে সর্ব্বপ্রকারে মহান্ করে তোল, এই আমার আশীর্ব্বাদ।

যবনিকা